# মধ্য-লীলা।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নৌমি স্তৌমি কুতর্ককর্কশাশয়ং কুতর্কেণ কর্কশঃ কঠিন আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য তং সর্ব্বভূমা সর্ব্বেষাং প্রভুঃ ভক্তিভূমানং অতিভক্তিমন্তং আচরৎ অকরোদিত্যর্থঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভুর শুশ্রূষা, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক প্রভুর নিকটে বেদান্তপাঠ, বেদান্তসূত্রের অর্থসম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর বিচার এবং বিচারান্তে সার্ব্বভৌমের চিত্তের পরিবর্ত্তন ও ভক্তিমার্গানুগমনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

**শ্লো। ১। অন্বয়।** সর্ব্বভূমা (সর্ব্বতোভাবে মহান্) যঃ (যিনি) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্ক-কঠিনহৃদয়) সার্ব্বভৌমং (সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে) ভক্তিভূমানং (পরম-ভক্তিমান্) আচরৎ (করিয়াছিলেন) তং গৌরচন্দ্রং (সেই গৌরচন্দ্রকে) নৌমি (নমস্কার করি)।

**অনুবাদ।** কুতর্ক-কঠিন-হৃদয় সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে যিনি পরম-ভক্তিমান্ করিয়াছিলেন, সর্ব্বতোভাবে মহান্ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার (বা স্তব) করি। ১

**কুতর্ক-কর্কশাশয়ং**—কুতর্ক দ্বারা কর্কশ (কঠিন) হইয়াছে আশয় (বা হৃদয়) যাঁহার, তাঁহাকে। সার্ব্বভৌমং শব্দের বিশেষণ। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী; শঙ্করাচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিতেন এবং ভক্তিবাদের নিরসন করিতেন; ভক্তিবাদের নিরসনাত্মক তর্ককেই এস্থলে কুতর্ক বলা হইয়াছে; এইরূপ কুতর্কের ফলে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কর্কশ হইয়া কোমলস্বভাবা ভক্তিরাণীর আসনের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। **সর্ব্বভূমা**—সর্ব্বতোভাবে ভূমা (বা মহান্) যেই স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র, তিনি কৃপা করিয়া সেই কঠিনহৃদয়-সার্ব্বভৌমকেও **ভক্তিভূমানাং**—ভক্তিবিষয়ে ভূমা (বা মহান্)—পরমভক্তিমান্—**আচরৎ**—করিয়াছিলেন। এতাদৃশই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপামাহাত্ম্য।

এই প্রারম্ভ-শ্লোকে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত দিলেন এবং যাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, সেই গৌরচন্দ্রের চরণে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

**২।** আঠারনালা হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু একাকীই শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দিকে চলিলেন; তাঁহার চিত্ত প্রেমে আবিষ্ট; তদবস্থায় তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়াই প্রেমোচ্ছ্বাসে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥ ৩
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥৪
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈল বিস্ময় অপার ॥ ৫
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৬
শিষ্য-পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥ ৭
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হইল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৮
সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তূলা—দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥ ৯
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার—।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত প্রভু ধাইয়া চলিলেন, কিন্তু পারিলেন না; প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দিরের মধ্যেই পড়িয়া গেলেন।

৪। প্রভুকে উন্মত্তপ্রায় দেখিয়া অজ্ঞ পড়িছা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মারিতে পারিল না; দৈবচক্রে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থ সেই সময়ে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন—তিনি পড়িছাকে বাধা দিলেন।

**দৈবে**—দৈবচক্রে; পূর্ব্বের কোনও বন্দোবস্ত ব্যতীতই। দৈব-শব্দে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, প্রভু যে প্রেমোন্মত্ত হইয়া মন্দিরে আসিবেন, তাহা সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে জানিতেন না। **সার্ব্বভৌম**—শ্রীবাসুদেব-সার্ব্বভৌম। **পড়িছা**—জগন্নাথের মন্দিরের সেবক; ছড়িদার। **মারিতে**—মারিতে উদ্যত হইলে। **তেঁহো**—সার্ব্বভৌম। **কৈল নিবারণ**—নিষেধ করিলেন, বাধা দিলেন।

৫। **বিস্ময় অপার**—অপরিসীম বিস্ময়। এরূপ সৌন্দর্য্য আর এরূপ প্রেমবিকার সার্ব্বভৌম আর কখনও দেখেন নাই বলিয়াই তাঁহার বিস্ময় জন্মিয়াছিল।

৬-৭। **বহুক্ষণে চৈতন্য নহে**—বহু সময় অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রভুর চৈতন্য ( বাহ্য জ্ঞান ) ফিরিয়া আসিল না। **ভোগের কাল হৈল**—এদিকে শ্রীজগন্নাথের ভোগের সময়ও উপস্থিত, প্রভুকে সেখানে আর রাখা যায় না ( প্রভু সম্ভবতঃ ভোগের স্থানেই পড়িয়াছিলেন )। **সার্ব্বভৌম** ইত্যাদি—তখন সার্ব্বভৌম এক উপায় স্থির করিলেন; পড়িছাদের মধ্যে তাঁহার শিষ্যও কয়েকজন ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা তিনি মূর্চ্ছিত-প্রভুকে বহন করাইয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং সেস্থানে এক পবিত্র স্থানে তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন।

**শিষ্য পড়িছা দ্বারে**—পড়িছাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার শিষ্য ছিলেন, তাহাদের দ্বারা। অথবা, সার্ব্বভৌমের শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা এবং পড়িছাদের দ্বারা। **বহাইয়া**—বহন করাইয়া।

৮-৯। প্রভুর নাসায় শ্বাস নাই, প্রশ্বাস নাই; প্রভুর উদরেও কোনওরূপ স্পন্দন নাই—একেবারে যেন প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে। দেখিয়া সার্ব্বভৌম বিশেষ চিন্তিত হইলেন; তখন সূক্ষ্ম তুলা আনিয়া প্রভুর নাসিকার সম্মুখে ধরিলেন; দেখিলেন যে তুলা অতি আস্তে আস্তে নড়িতেছে—দেখিয়া—ক্ষীণ হইলেও শ্বাস কিছু আছে ভাবিয়া—সার্ব্বভৌম একটু আশ্বস্ত হইলেন। ইহা প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ।

**উদর**—পেট। **স্পন্দন**—নড়াচড়া। **নাহি উদর-স্পন্দন**—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় পেট উঠা-নামা করে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু প্রভুর পেটে তাদৃশ উঠা-নামা মোটেই ছিল না। **ঈষৎ চলয়ে**—অতি মৃদুভাবে একটু নড়ে।

১০। সার্ব্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; ভক্তিমার্গের বিরোধী হইলেও তিনি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণাদির কথা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। তাই প্রভুর অবস্থা দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইহা সাধারণ মূর্চ্ছা নহে, প্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছে।

সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক এই—নাম যে 'প্রলয়'।
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে সূদ্দীপ্তভাব হয়॥ ১১

অধিরূঢ়-ভাব যার, তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**কৃষ্ণমহাপ্রেমের**—কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল-উচ্ছ্বাসজনিত। **সাত্ত্বিক বিকার**—সাত্ত্বিক ভাব।

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধানহেতু ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলেন। সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে সকল ভাব, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক-ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার :— স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। ইহাদের লক্ষণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

**১১। উদ্দীপ্ত**—একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্বএব বা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ। এক সময়ে পাঁচ ছয় বা সমুদয় সাত্ত্বিক-ভাব উদিত হইয়া পরম উৎকর্ষলাভ করিলেই, তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত বলা হয়। ভ. র. সি. ২।৩।৪৬॥

**সূদ্দীপ্ত**—উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী। সর্ব্বএব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥ উদ্দীপ্ত সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, সূদ্দীপ্তভাব হয়। ভ. র. সি. ২।৩।৪৭॥

**প্রলয়**—সুখ বা দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতাকে প্রলয় বলে। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাব সকল প্রকাশিত হয়। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

**নিত্যসিদ্ধভক্ত**—ভগবানের নিত্যপরিকর। পরবর্ত্তী পয়ারে অধিরূঢ় মহাভাবের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অধিরূঢ়-মহাভাব ব্রজগোপীদের পক্ষেই সম্ভব, অন্য ভক্তে ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং এস্থলে নিত্যসিদ্ধভক্ত-শব্দে নিত্যসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেয়সী-ব্রজসুন্দরীদের কথাই বলা হইয়াছে।

প্রভুর দেহে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্ত দেখিয়া সার্ব্বভৌম মনে মনে চিন্তা করিলেন— "এই নবীন সন্ন্যাসীর দেহে মহাভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে; প্রায় সমস্ত সাত্ত্বিকভাবই ইঁহার দেহে প্রকটিত হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; ইহা তো সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকের লক্ষণ; এদিকে ইনি অসাঢ় অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছেন, নাসায়ও নিঃশ্বাস নাই বলিলেও চলে; ইহাও তো দেখিতেছি প্রলয়-নামা সাত্ত্বিকেরই লক্ষণ। কিন্তু সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক তো সাধক-ভক্তের দেহে কখনও প্রকাশিত হয় না; একমাত্র নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের মধ্যেই ইহার অভিব্যক্তি সম্ভব। এই সন্ন্যাসীর দেহে এসব লক্ষণ দেখিতেছি কেন?"

**১২। অধিরূঢ় ভাব**—মহাভাবের একটা স্তরের নাম অধিরূঢ় ভাব। অনুরাগ স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিলে ভাব (বা মহাভাব)-নামে অভিহিত হয় (উঃ নীঃ স্থাঃ ১০৯)। ইহা একমাত্র ব্রজদেবীগণেই সম্ভব, দ্বারকা-মহিষীদিগের পক্ষে এই মহাভাব একেবারেই অসম্ভব। যাহা হউক, এই ভাব দুই রকমের,—রূঢ় ও অধিরূঢ়। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক-ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয় (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তাহাকে রূঢ়-ভাব বলে। আর যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব (লক্ষণ)-সকল হইতে সাত্ত্বিক-ভাব সকল কোনও এক বিশিষ্ট-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ়-ভাব বলে। উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১১৪॥ রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১২৩॥ (পরবর্ত্তী ২৩শ পরিচ্ছেদের ৩৭ পয়ারের টীকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই রকম—মোদন এবং মাদন। মোদনে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবময় সৌষ্ঠব ধারণ করেন। মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১২৫॥ আর হ্লাদিনীসার প্রেম যদি রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাবপর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের উদ্গমে উল্লাসশীল হয়, তবে তাহাকে মাদন বলে, ইহা পরাৎপর অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের প্রেম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহা শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহাতেও দৃষ্ট হয় না।

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩
তাহাঁ শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত—
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥ ১৪
মূর্চ্ছিত হইলা—চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫৫॥ এস্থলে যে মোদন-ভাবের কথা বলা হইল, বিরহের অবস্থায় তাহাই মোহন-নামে খ্যাত হয়, এবং বিরহ-বৈবশ্যবশতঃ মোহনেই সাত্ত্বিক-ভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয়। "মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩০॥" মোদনাখ্য-অধিরূঢ় মহাভাবেও সাত্ত্বিকভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয় না, কেবল মোহনেই হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্ব্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ নতু সুদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥" মোহনভাব বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাতেই প্রায়শঃ উদিত হয়, অন্যত্র হয় না। "প্রায়ঃ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি। উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩২॥" আর সুদ্দীপ্ত স্বাত্ত্বিক ভাবও যখন মোহনেরই বিশেষ লক্ষণ, তখন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবও শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন "উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সুদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ॥ স্থাঃ ২৯॥—উদ্দীপ্তভাবসকলের ভেদ কোনও স্থলে সুদ্দীপ্ত হয়।" উদাহরণরূপেও শ্রীরাধার সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবেরই কথা বলা হইয়াছে। উঃ নীঃ স্থাঃ ৩০॥ মোহনে দিব্যোন্মাদাদি বিকাশ লাভ করে।

এসমস্ত আলাচনা হইতে বুঝা যায়, পূর্ব্বপয়ারে যে সুদ্দীপ্ত-ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মোহনাখ্য ভাবেরই লক্ষণ এবং এই মোহন যখন শ্রীরাধাতেই সম্ভব, তখন "নিত্যসিদ্ধভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়।"—এই পয়ারার্দ্ধেও নিত্যসিদ্ধ-ভক্ত-শব্দে শ্রীরাধাকেই বুঝাইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই মোহন-ভাবের লক্ষণ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ সম্ভব নয়। ইহাই শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের বিচার।

তাই সার্ব্বভৌম চিন্তা করিলেন—"অধিরূঢ় মহাভাবের বৈচিত্রীবিশেষ মোহনভাবের উদয় যাঁহাতে সম্ভব, তাঁহাতেই এইরূপ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের অভিব্যক্তিও সম্ভব, অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীব্যতীত, অপর কাহারও মধ্যেই এইরূপ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ সম্ভব নয়, শাস্ত্র হইতে ইহাই জানা যায়। অথচ এই সন্ন্যাসীর দেহে—সে সকল সাত্ত্বিক-বিকার দৃষ্ট হইতেছে ; ইহাতো বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তখন পর্য্যন্ত প্রভুর তত্ত্ব জানিতেন না ; তাই তিনি প্রভুকে মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া তাঁহার দেহে নিত্যসিদ্ধপরিকর শ্রীরাধার ভাব-চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। প্রভুর স্বরূপ—তিনি যে রাধাভাব-কান্তি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ, তাহা—জানিলে সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার দেহে অধিরূঢ় ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় আশ্চর্য্যের কথা কিছু নাই।

১৩। মহাপ্রভুর ভাব-বিকারাদিসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত-প্রভুকে সম্মুখে লইয়া নিজ-গৃহে বসিয়া আছেন। এদিকে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি—প্রভু যাঁহাদিগকে আঠারনালায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা—প্রভুর কতক্ষণ পরে রওনা হইয়া শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৪-১৫। **তাহাঁ শুনে**—সিংহদ্বারে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন? লোক কহে **অন্যোন্যে বাত**—লোকে পরস্পর বলাবলি করিতেছে। তাহারা কি বলাবলি করিতেছে? **এক সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—লোক সকল পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে—এক সন্ন্যাসী মন্দিরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন ; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া না আসায়, সেই-মূর্চ্ছিত-অবস্থাতেই সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজে গৃহে লইয়া গিয়াছেন। **তৈছে**—সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই।

শুনি সভে জানিলা—এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইল তথা গোপীনাথাচার্য্য॥ ১৬
নদীয়ানিবাসী—বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভু-তত্ত্ব-জ্ঞাতা॥ ১৭
মুকুন্দসহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়॥ ১৮
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥ ১৯
মুকুন্দ কহে—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥ ২০
নিত্যানন্দগোসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সভে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার॥ ২১
মুকুন্দ কহে—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল আইলা সঙ্গে আমা সভা লৈয়া॥ ২২
আমা সভা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে॥ ২৩
অন্যোন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভু—অনুমান কৈল॥ ২৪
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন॥ ২৫
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন॥ ২৬
চল সভে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৬। লোকমুখে পূর্ব্বোক্তরূপ বিবরণ শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি বুঝিতে পারিলেন যে—উহা মহাপ্রভুরই কার্য্য; তিনিই শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্য আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

১৭। **নদীয়ানিবাসী**—নবদ্বীপেই গোপীনাথ-আচার্য্যের জন্ম, নবদ্বীপেই তাঁহার বাড়ী। **বিশারদ**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের পিতার উপাধি বিশারদ। গোপীনাথ-আচার্য্য ছিলেন এই বিশারদের জামাতা, সুতরাং সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। গোপীনাথ ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত এবং **প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা**—প্রভুর তত্ত্বও তিনি জানিতেন; প্রভু যে তত্ত্বতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাহা গোপীনাথ-আচার্য্য জানিতেন।

১৮। প্রভুর সঙ্গে যে মুকুন্দদত্ত আসিয়াছিলেন, যিনি এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দাদিসহ গোপীনাথ-আচার্য্যের নিকটেই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহার সহিত নবদ্বীপেই গোপীনাথ-আচার্য্যের পরিচয় ছিল। **বিস্ময়**—হঠাৎ কোথা হইতে মুকুন্দ এস্থলে আসিল, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়।

১৯। গোপীনাথ মুকুন্দকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু যে নীলাচলে আসিয়াছেন, তাহা গোপীনাথ তখনও জানিতেন না।

২১। গোপীনাথ-আচার্য্য শ্রীমন্নিত্যানন্দকে নমস্কার করিলেন। **সভে মিলি**—সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া; মুকুন্দাদি সকলের সহিত গোপীনাথ-আচার্য্যের মিলন (পরিচয় ও নমস্কার-আলিঙ্গনাদি) হইলে পর। **পুছে** ইত্যাদি—পুনরায় প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্ভবতঃ এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্য বলিলেন, প্রভুও এখানে তোমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন; তোমরা এখানে, কিন্তু প্রভু কোথায়?" একথার উত্তর—পরবর্ত্তী ২২—২৭ পয়ার।

২৪। এখানে লোক সকল নিজেদের মধ্যে যাহা বলাবলি করিতেছিল, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে যেন, প্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে আছেন।

২৫। **ঈশ্বরদর্শনে**—শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া।

২৬। লোকমুখে শুনিলাম বটে, প্রভু সর্ব্বভৌমের গৃহ আছেন; কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহ কোথায়, তাহাতো

এত শুনি গোপীনাথ সভারে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হৈয়া॥ ২৮
সার্ব্বভৌম-স্থানে যাইয়া প্রভুরে দেখিলা।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈলা॥ ২৯
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সভা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দগোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে॥ ৩০
সভাসহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখ-হর্ষ মন॥ ৩১
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সভা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিল সভার সাথে॥ ৩২
জগন্নাথ দেখি সভার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥ ৩৩
সভে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বরসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥ ৩৪
প্রসাদ পাইয়া সভে আনন্দিতমনে।
পুনরপি আইলা সভে মহাপ্রভু-স্থানে॥ ৩৫
উচ্চ করি করে সভে নামসঙ্কীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥ ৩৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরিহরি' বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি॥ ৩৭
সার্ব্বভৌম কহে—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন॥ ৩৮

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমরা জানি না। তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম—"যদি গোপীনাথ-আচার্য্যের দেখা পাই, তাহা হইলেই সকল রকমে সুবিধা হইতে পারে।" একথা ভাবামাত্রই দৈবাৎ তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে।

২৮। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—সার্ব্বভৌম যখন পড়িছাদের দ্বারা প্রভুকে বহন করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, "পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ-ভৃত্যগণ। সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥"—"হেনই সময়ে সর্ব্বভক্ত সিংহদ্বারে। আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ অন্তরে॥—ঠিক সেই সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ জগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।" তাঁহারা দেখিলেন, "পিপীলিকাগণ যেন অন্ন লৈয়া যায়।", ঠিক সেইরূপেই কয়েকজন লোক প্রভুকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা তখন আর মন্দিরে গেলেন না, জগন্নাথের উদ্দেশ্যে সিংহদ্বারে নমস্কার করিয়া প্রভুর অনুসরণ করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে গেলেন। গোপীনাথ-আচার্য্যের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন নাই।

২৯। **আচার্য্যের**—গোপীনাথ-আচার্য্যের। **দুঃখ-হর্ষ**—প্রভুকে দর্শন করিয়া হর্ষ, কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা দেখিয়া দুঃখ।

৩০। **জানাইয়া**—শ্রীনিত্যানন্দাদির পরিচয় জানাইয়া। **অভ্যন্তরে**—সার্ব্বভৌমের বাড়ীর মধ্যে, যেখানে মহাপ্রভু আছেন। **তেঁহো**—সার্ব্বভৌম, শ্রীনিত্যানন্দকে নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসী দেখিয়া।

৩১। **যথাযোগ্য**—পূজ্যকে নমস্কার, অন্যান্যকে আলিঙ্গনাদি; যাঁহার সহিত যাহা করা সঙ্গত, তাহা করিলেন।

৩২। **সভা**—শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলে। **দর্শন করিতে**—শ্রীজগন্নাথদর্শন করিতে। **চন্দনেশ্বর**—ইনি সার্ব্বভৌমের পুত্র, সকলকে পথ দেখাইয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন।

৩৪। **ঈশ্বর-সেবক**—শ্রীজগন্নাথের সেবক। **মালাপ্রসাদ**—মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীমালা।

৩৬। **তৃতীয় প্রহরে**—বেলা তৃতীয় প্রহরে।

৩৮। মধ্যাহ্ন-আহারের নিমিত্ত সার্ব্বভৌম প্রভুকে ও শ্রীনিত্যানন্দাদিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। **মধ্যাহ্ন**—

সমুদ্র স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৩৯
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা ॥ ৪০
সুবর্ণথালীর অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪১
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে ॥৪২
পিঠা পানা দেহ তুমি ইঁহা সভাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে—॥৪৩
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥ ৪৪
এত বলি পিঠা-পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা ॥ ৪৫
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লঞা।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা ॥ ৪৬
'নমো নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪৭
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল—।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো বচনে জানিল ॥ ৪৮
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম ?॥৪৯
গোপীনাথ-আচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম—পদবী মিশ্রপুরন্দর ॥ ৫০
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার—তার ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যাহ্নকৃত্য। **মুই ভিক্ষা** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ আজ আমি তোমাদের মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য আনিয়া দিব।

৪১। **সুবর্ণ থালীর** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের ভোগে সুবর্ণ-থালায় যে উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হয়, সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জন।

৪২। **লাফরা ব্যঞ্জন**—পাঁচ-সাতটী তরকারী একত্রে মিশ্রিত করিয়া পাক করিলে লাফ্রা হয়। **পিঠাপানা**—ঘৃতে প্রস্তুত পিঠা প্রভৃতি মিষ্ট ও সুস্বাদু।

৪৪। **কৈছে**—কিরূপ ; দ্রব্যাদি ভাল কি না।

৪৬। **আজ্ঞা মাগি**—নিজেদের আহারের নিমিত্ত প্রভুর আদেশ লইয়া। **গেলা**—আহার করিতে গেলেন।

৪৭। **নমো নারায়ণ**—নারায়ণকে নমস্কার। সন্ন্যাসীকে "নমো নারায়ণ" বলিয়াই প্রণাম করিতে হয়। **কৃষ্ণে মতিরস্তু**—শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হউক। ইহা সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদ। **গোসাঞি**—মহাপ্রভু। এ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন : "সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য :—নমো নারায়ণায়। ( ইতি প্রণমতি )। ভগবান্—কৃষ্ণে রতিঃ, কৃষ্ণে মতিঃ।" ( ষষ্ঠাঙ্ক )।

৪৮। **শুনি**—প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া। **বচনে**—প্রভুর বাক্যে। "কৃষ্ণে মতিরস্তু"-বলিয়া আশীর্ব্বাদ করাতে বুঝা গেল, ইনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। এসম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপ :—সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য :—( স্বাগতম্ ) অহো, অপূর্ব্বমিদমাশংসনম্। তর্হ্যয়ং পূর্ব্বাশ্রমে বৈষ্ণবো বা ভবিষ্যতি।" ( ষষ্ঠাঙ্ক )।

৪৯। **কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম**—পূর্ব্বাশ্রম ( বা জন্মস্থান ) কোথায়।

৫০-৫১। ইঁহার বাড়ী ছিল নবদ্বীপে ; নাম ছিল বিশ্বম্ভর ; ইহাঁর পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতামহের নাম শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।

**জগন্নাথ নাম** ইতাদি—যাঁহার নাম জগন্নাথ এবং যাঁহার পদবী মিশ্রপুরন্দর। **পদবী**—উপাধি। **মিশ্র পুরন্দর**—মিশ্র-উপাধীধারীদের মধ্যে পুরন্দর ( ইন্দ্র ) তুল্য বা শ্রেষ্ঠ। অথবা, মিশ্র-উপাধিকারী পুরন্দর।

সার্ব্বভৌম কহে—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫২
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি ॥ ৫৩
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪
সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি—আমি নিজদাস ॥ ৫৫
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়-বচন—॥ ৫৬
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও—সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৭
আমি বালক সন্ন্যাসী—ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল—'গুরু' করি মানি ॥ ৫৮
তোমার সঙ্গ-লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন ॥ ৫৯
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা-হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৬০
ভট্টাচার্য্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ—কিবা আমার লোকসনে ॥ ৬১
প্রভু কহে—মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥ ৬২
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন ॥ ৬৩
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জনস্থান।
তাহাঁ বাসা দেহ—কর সর্ব্বসমাধান ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫২। **বিশারদ**—সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর-বিশারদ। **বিশারদের সমাধ্যায়ী**—বিশারদের সঙ্গে একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ একত্রে এক গুরুর নিকট এক শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন। **এই তাঁর খ্যাতি**—শ্রীনীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

৫৩। **তাঁর মান্য**—বিশারদের মান্য বা সম্মানের পাত্র। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দরকে বিশারদও খুব সম্মান করিতেন। **দোঁহা**—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্র। **পূজ্য হেন মানি**—পূজনীয় বলিয়াই মনে করি। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার সমাধ্যায়ী; আর মিশ্রপুরন্দর আমার পিতার সম্মানের পাত্র; সুতরাং উভয়েই আমার পূজনীয়। ৪৯-৫৩ পয়ারোক্তি সম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপ: "সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য:—আচার্য্য, অয়ং পূর্ব্বাশ্রমে গৌড়ীয়ো বা। গোপীনাথাচার্য্য:—ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বাশ্রমে নবদ্বীপবর্ত্তিনো নীলাম্বরচক্রবর্ত্তিনো দৌহিত্রো জগন্নাথমিশ্রপুরন্দরস্য তনুজঃ। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য:—(সস্নেহাদরম্) অহো, নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তিনো হি মত্তাতসতীর্থাঃ। মিশ্রপুরন্দরশ্চ মত্তাতপাদানামতিমান্যঃ।" (ষষ্ঠাঙ্ক)।

৫৫। **অতএব জানহ** ইত্যাদি—আমাকে তোমার দাস (সেবক) বলিয়াই মনে করিবে।

৫৭। ৫৭-৬০ পয়ার সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর উক্তি।

**সর্ব্বলোকহিতকর্ত্তা**—সমস্ত লোকের মঙ্গলকারী। **বেদান্ত পড়াও**—সন্ন্যাসীদিগকেও বেদান্ত পড়াও। **উপকর্ত্তা**—উপকারী, বেদান্ত পড়াইয়া সন্ন্যাসীদিগের উপকার কর। এসমস্ত কারণেই তুমি **জগদ্‌গুরু**—জগৎ-বাসীর গুরু।

৫৮। **গুরু করি মানি**—তোমাকে আমি আমার গুরু বলিয়াই মনে করি।

৬০। **বিপত্তি**—শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছারূপ বিপদ। **অব্যাহতি**—রক্ষা।

৬২। **গরুড়ের পাছে**—গরুড় স্তম্ভের পাছে।

৬৪। **মাতৃস্বসা গৃহ**—মাসীর বাড়ী। **তাহাঁ বাসা দেহ**—সেখানে (আমার মাসীর বাড়ীতেই) ইঁহার বাসা ঠিক করিয়া দাও।

**কর সর্ব্বসমাধান**—যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত যোগাড় করিয়া দাও।

গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহাঁ বাসা দিল।
জল-জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল ॥ ৬৫
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইলা লঞা ॥ ৬৬
মুকুন্দদত্ত লঞা আইল সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে—॥ ৬৭
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইঁহার উপর ॥ ৬৮
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার ?—শুনিতে হয় মন ॥ ৬৯
গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশবভারতী মহাধন্য ॥ ৭০
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় ইঁহো হয়েন মধ্যম ॥ ৭১
গোপীনাথ কহে—ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা ॥ ৭২
ভট্টাচার্য্য কহে—ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ? ॥ ৭৩
নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৬৬। **শয্যোত্থান দরশন**—শ্রীজগন্নাথদেবের শয্যা হইতে উত্থানকালে দর্শন।

৬৭। গোপীনাথ-আচার্য্য প্রভুকে শয্যোত্থান-দর্শন করাইয়া বাসায় রাখিয়া আসিলেন; তারপরে মুকুন্দদত্তকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমের নিকটে আসিলেন।

৬৮। **প্রকৃতি**—স্বভাব। **বিনীত**—বিনয়যুক্ত, নম্র। **প্রকৃতি-বিনীত**—স্বভাবতঃ নম্র।

**কোন্ সম্প্রদায়**—সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটী সম্প্রদায় আছে—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, ভারতী ও সরস্বতী। এই দশ সম্প্রদায়ের কোন্ সম্প্রদায়ে প্রভু সন্ন্যাস লইয়াছেন, সার্ব্বভৌম তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিলেন। **কিবা নাম**—ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম কি। ৬৮-৬৯ পয়ার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ও সম্প্রদায় জানিবার নিমিত্ত মুকুন্দদত্তের প্রতি সার্ব্বভৌমের উক্তি।

৭১। সার্ব্বভৌম মুকুন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু উত্তর দিলেন গোপীনাথ-আচার্য্য। উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটী অতি উত্তম হইয়াছে; কিন্তু ভারতী-সম্প্রদায়টী উত্তম সম্প্রদায় নহে; ইহা মধ্যম-সম্প্রদায়।"

**ভারতী-সম্প্রদায়**—কেশব-ভারতীর শিষ্য বলিয়া প্রভু ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেন। **ইহো হয়েন মধ্যম**—ভারতী-সম্প্রদায়টী মধ্যম সম্প্রদায়। কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্যের কয়েকজন শিষ্যের কোনও অপরাধবশতঃ তিনি তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের দণ্ড একেবারেই কাড়িয়া লন, আর কয়েকজনের অর্দ্ধেক দণ্ড কাড়িয়া লন। যাঁহাদের দণ্ড সম্পূর্ণ কাড়িয়া লন, তাঁহারা হীন-সম্প্রদায়; যেমন গিরি-প্রভৃতি সম্প্রদায়। আর যাঁহাদের অর্দ্ধদণ্ড থাকে, তাঁহারা মধ্যম সম্প্রদায়; ভারতী-সম্প্রদায়, এই মধ্যম-সম্প্রদায়ের মধ্যে। তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোনও অপরাধ না থাকায়, তাঁহাদের দণ্ড বজায় থাকে, তাঁহারা উত্তম সম্প্রদায়।

৭২। **ইঁহার**—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। **নাহি বাহ্যাপেক্ষা**—বাহিরের বিষয়ের জন্য কোনও অপেক্ষা নাই। সাধন-সম্বন্ধে উত্তম-সম্প্রদায় ও মধ্যম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নাই; তবে লোকের নিকটে মধ্যম-সম্প্রদায় অপেক্ষা উত্তম-সম্প্রদায়ের গৌরব—সম্মান বেশী। কিন্তু এই সম্মান বা গৌরব কেবল সামাজিক ব্যাপার—সুতরাং নিতান্তই বাহিরের বিষয়; মান-সম্মানাদি বাহিরের বিষয়ের নিমিত্ত প্রভুর কোনও অনুসন্ধান নাই বলিয়া অধিকতর সম্মানের বস্তু উত্তম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করা ইনি বিশেষ দরকারী বলিয়া মনে করেন নাই।

৭৩। **প্রৌঢ় যৌবন**—পূর্ণ যৌবন, যাহাতে সর্ব্বদাই চিত্তচাঞ্চল্যের সম্ভাবনা আছে।

৭৪। **নিরন্তর ইঁহারে** ইত্যাদি—আমি ইঁহাকে সর্ব্বদা বেদান্ত পাঠ করিয়া শুনাইব; (তাহা হইলেই

কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ॥ ৭৫

শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইঁহার মন সর্ব্বদা সৎপথে—সচ্চিন্তায়—থাকিবে, ইহাই সার্ব্বভৌমের উক্তির ধ্বনি)। **বৈরাগ্য**—দেহ-দৈহিক-বস্তুতে আসক্তিশূন্যতা; ত্যাগ। **অদ্বৈতমার্গ**—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত সাধন-পন্থা। অদ্বৈতবাদের সাধনে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ মনে করা হয়। অদ্বৈতবাদীরা বলেন—ব্রহ্মব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই; রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ ভ্রমবশতঃই এই জগৎ-প্রপঞ্চে আমরা নানাবিধ বস্তু দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি; বাস্তবিক এই সমস্ত বস্তুর কোনও পরমার্থ-সত্ত্বা নাই; ব্রহ্মই তত্তদ্ বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। জীব এবং ব্রহ্মেও ভেদ নাই। ইঁহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ—ব্রহ্মের কোনও আকার নাই, শক্তি নাই, গুণ নাই; ব্রহ্ম কেবল বৈচিত্র্যহীন আনন্দ-সত্ত্বামাত্র। এই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যলয়-প্রাপ্তিই অদ্বৈতবাদীদের সাধনের লক্ষ্য।

**বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গ**—বৈরাগ্যপ্রধান অদ্বৈতমার্গ; অদ্বৈতমার্গে ভোগ-সুখাদি-ত্যাগের প্রাধান্য আছে; যাঁহারা অদ্বৈতমার্গ অবলম্বন করেন, সাম্প্রদায়িক-শাসনাদির ভয়ে এবং ভোগ-সুখত্যাগী সন্ন্যাসী-সাধকদিগের সঙ্গ-মাহাত্ম্যে তাঁহারাও বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়েন, এজন্যই সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—আমি ইঁহাকে (প্রভুকে) বৈরাগ্য-প্রধান অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব। **অথবা**—বৈরাগ্যে ও অদ্বৈতমার্গে। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—আমি এই যুবক-সন্ন্যাসীকে বৈরাগ্যে প্রবেশ করাইব—বৈরাগ্য বা ভোগসুখত্যাগ শিক্ষা দিব এবং অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব—যাহাতে জীব-ব্রহ্মে অভেদ মননে অভ্যস্ত হয়, তাহাই আমি করিব।

৭৪-৭৫ পয়ারোক্তি সম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপই। "সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যঃ—তন্ময়ৈবং ভণ্যতে ভদ্রতর-সাম্প্রদায়িকভিক্ষোঃ পুনর্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্ত-শ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ।" (ষষ্ঠাঙ্ক)।

অল্পবয়সে প্রভু কিরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌমের চিত্ত যে একটু বিচলিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি যে প্রভুর সন্ন্যাস ত্যাগ করাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতেও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় তাহা লিখিয়াছেন। "অয়ং মহাবংশোদ্ভবঃ পুমান্ সুপণ্ডিতঃ স্বল্পবয়াঃ কথং চরেৎ। সন্ন্যাসধর্ম্মং তদমুং দ্বিজং পুনঃ কৃত্বাত্মবেদান্তমশিক্ষয়ামহি ॥৩।১২।৭॥"

৭৫। **কহেন যদি**—ইনি যদি বলেন; প্রভু যদি সম্মত হয়েন।

**যোগপট্ট**—সন্ন্যাসীদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রবিশেষ—কাহারও কাহারও মতে সাম্প্রদায়িক উপাধি। যে সম্প্রদায়ে যোগপট্ট গ্রহণ করা হয়, সেই সম্প্রদায়ের উপাধি ধারণ করিতে হয়। **সংস্কার করিয়ে**—সংশোধন করিয়া লই; পুনরায় উত্তম-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস লওয়াইয়া মধ্যম-সম্প্রদায় ত্যাগ করাই।

৭৬। **দোঁহে দুঃখী হৈলা**—৭৩-৭৫ পয়ারে সার্ব্বভৌম যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা যায়—তিনি মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়াছেন; তিনি যেন মনে করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একজন মানুষ—কোনওরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়াই—সম্ভবতঃ সাময়িক উত্তেজনার বশেই—পূর্ণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; যৌবনের উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গে ইঁহার সন্ন্যাসোচিত বৈরাগ্য ভাসিয়াও যাইতে পারে; আর উত্তম-মধ্যম জানিতে পারেন নাই বলিয়াই হয়তো মধ্যম-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়াছেন; এখন প্রকৃত কথা বুঝাইয়া বলিলে হয়তো পুনরায় উত্তম-সম্প্রদায়েও প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের মনে এইরূপ হেয় ধারণা দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য ও মুকুন্দদত্ত উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। দুঃখে এবং ক্ষোভে গোপীনাথ-আচার্য্য আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি সার্ব্বভৌমকে কয়েকটী কথা বলিলেন।

ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৭
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর ॥ ৭৮
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে?
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**৭৭-৭৮।** এই দুই পয়ার সার্ব্বভৌমের প্রতি গোপীনাথ-আচার্য্যের উক্তি। আচার্য্যের উক্তিতে একটু রূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি যে রূঢ়প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত, প্রভুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল এবং প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, তাহাও তিনি জানিতেন। এরূপ অবস্থায় প্রভু সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের উক্তি শুনিয়া তিনি যে দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন, ইহাও স্বাভাবিক; তাই তাঁহার উক্তিতে একটু রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, তিনি ছিলেন সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি এবং সার্ব্বভৌম ছিলেন তাঁহার শ্যালক। তাঁহাদের সম্বন্ধটীও এমন কিছু নয়, যাহাতে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তায় বা বাদানুবাদে বিশেষ গৌরব-বুদ্ধি বা বাক্‌সংযম অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা বা তত্ত্ব কিছুই জান না; তাই তাঁহার সম্বন্ধে এসকল কথা বলিতে পারিতেছ। ইনি স্বয়ংভগবান্, ভগবৎ-লক্ষণের চরম বিকাশ ইঁহাতে; তবে এসব কথা অজ্ঞলোক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে না—এসব একমাত্র বিজ্ঞলোকদেরই অনুভবযোগ্য।"

**মহিমা**—মাহাত্ম্য; তত্ত্ব। **ভগবত্তা-লক্ষণ**—ভগবত্তার লক্ষণ; ভগবানের যে সকল লক্ষণ থাকে, সে সকল লক্ষণ। স্বয়ং-ভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ তিনটী:—(১) স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি (১।৪।৯—১১), (২) প্রেমদাতৃত্ব (১।৩।২০) এবং (৩) মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ (২।২।৯২)। শ্রীমন্-মহাপ্রভুতে এই তিনটী লক্ষণই বর্ত্তমান। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বীয় বিগ্রহেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামসীতা-লক্ষ্মণ, শ্রীবলদেব, শ্রীমহেশ, শ্রীবরাহ, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীভগবতী প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপের অবস্থিতি তাঁহার নবদ্বীপ-পরিকরগণের নয়নের গোচরীভূত করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপে তিনি বহু লোককে প্রেমদান করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসের পরেও অসংখ্য লোককে প্রেম দিয়াছেন, ঝারিখণ্ডের পথে পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষ-লতাদিকে প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। আর তাঁর মাধুর্য্যের বিকাশ দেখিয়া গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দ আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (২।৮।২৩৩-৩৪) এবং রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন (২।১৩।১ শ্লোকের টীকা)। **ইঁহাতেই সীমা**—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই (ভগবল্লক্ষণের) চরম বিকাশ। **তাহাতে**—সেই নিমিত্ত; ইঁহাতে ভগবল্লক্ষণের চরম বিকাশ বলিয়া **বিখ্যাত** ইত্যাদি—ইনি পরমেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। **পরমেশ্বর**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বা স্বয়ং ভগবান্। **অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে**—অবশ্য যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ—মূর্খ, তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিছুই নহেন—একজন যুবক-সন্ন্যাসীমাত্র। কিন্তু তিনি **বিজ্ঞের গোচর**—ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, সাধনাদিদ্বারা যাঁহারা ভগবদনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইঁহার মহিমা বা তত্ত্ব অবগত আছেন। এস্থলে আচার্য্যের কথার ধ্বনি এই যে—"সার্ব্বভৌম! নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ বটে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ, মূর্খ। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে এই সন্ন্যাসীর কথা জানিয়া লও।"

৭৭-৭৮ পয়ারোক্তিসম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপই। "গোপীনাথাচার্য্যঃ—(সাসূয়মিব) ভট্টাচার্য্য, ন জ্ঞায়তেঽস্য মহিমা ভবদ্ভিঃ। ময়াতু যত্ত্বদৃষ্টমস্তি তেনানুমিতময়মীশ্বর এবেতি।" (ষষ্ঠাঙ্ক)

**৭৯।** গোপীনাথ-আচার্য্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমের ছাত্রগণ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে**—কোন্ প্রমাণে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয়? কি কি লক্ষণ দেখিলে কাহাকেও ঈশ্বর বলা যাইতে পারে?

শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে॥ ৮০

( অনুমান-প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা-বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি জানে॥ ) ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে গোপীনাথ-আচার্য্য বলিলেন—**বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে**—ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবৎ-কৃপায় সাধনা দ্বারা স্বয়ং অনুভব করিয়া যাহা বলেন, ঈশ্বরের লক্ষণসম্বন্ধে তাহাই প্রমাণ। কারণ, তাঁহাদের অনুভবে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এই চারিটী দোষ থাকিতে পারে না। "বিজ্ঞমত"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বিদ্বদনুভব"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—বিদ্বান্ ( বা বিজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞ ) দিগের অনুভব।

৮০। **সাধি অনুমানে**—সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ বলিলেন—ঘট দেখিয়া যেমন অনুমান করা যায় যে, ইহার একজন কর্ত্তা ( কুম্ভকার ) আছে; সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়াও মনে হয়, ইহার একজন কর্ত্তা আছেন; সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর। এইরূপে অনুমানদ্বারাই ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধিত হয়।

**আচার্য্য কহে** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—অনুমান দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধিত হইতে পারে না। জগতের কর্ত্তারূপে ঈশ্বর যে একজন আছেন, তাহাই বরং অনুমান দ্বারা অবধারিত হইতে পারে; কিন্তু অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানা যায় না।

বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্রও অবধারিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই। আমারা ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি; কারণ, আগুন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ধূমও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উভয়ের সম্বন্ধও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আগুন, ধূম এবং তাহাদের সম্বন্ধ আমাদের জানা আছে বলিয়াই ধূম দেখিলে আগুনের অস্তিত্ব আমাদের দ্বারা অনুমিত হইতে পারে। আগুনের সহিত ধূমের সম্বন্ধ আমাদের জানা না থাকিলে ধূম দেখিয়া আমরা আগুনের অস্তিত্বের অনুমান করিতে পারিতাম না। জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইহা স্বীকার করা যায়; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়, ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়। যে বস্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়, তাহার সহিত অন্য কোনও বস্তুর সম্বন্ধও প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না। তাই, জগতের সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা যখন প্রত্যক্ষ জানিবার সম্ভাবনা নাই, তখন প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তত্ত্বও জানিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। জগৎকে আমরা দেখি, জগতের একজন কর্ত্তা আছেন—তাহাও না হয় অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই কর্ত্তা যে ঈশ্বরই, অপর কেহ নহেন—এরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও একথাই বলিয়াছেন—এই জগৎ-রূপ কার্য্যের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা কেবল শ্রুতিপ্রমাণেই জানা যায়, অনুমানে তাহা জানা যায় না; অনুমানে কেন জানা যায় না, তাহার হেতুরূপে আচার্য্যপাদ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বেন সম্বন্ধাগ্রহণাৎ। স্বভাবতো বহির্বিষয়-বিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি, ন ব্রহ্ম-বিষয়াণি। সতি হি ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যমিতি গৃহ্যেত। কার্য্যমাত্রং হি গৃহ্যমাণং, কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কিমন্যেন কেনচিৎ বা সম্বদ্ধং ইতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্। তস্মাজ্জন্মাদিসূত্রং ন অনুমানোপন্যাসার্থং কিং তর্হি? বেদান্তবাক্যপ্রদর্শনার্থম্।"

৮১। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারটী নাই। বস্তুতঃ ইহার মর্ম্ম—৮০ এবং ৮২ পয়ারের মর্ম্মের অনুরূপই।

**কৃপাবিনে**—ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত। ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত কেহই ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥—ভগবান্ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি ( স্বরূপশক্তি ) দ্বারাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা হরিকে দেখিতে পায়?—লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃত ( ৪২২ ) ধৃত শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মবচন।"

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত যাহারে।
সে-ই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮২

তথাহি ( ভাঃ—১০।১৪।২৯ )—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ এবং জ্ঞানৈকসাধ্যে মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদ্‌ঘোষিতা অত আহ তথাপীতি। যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং তথাপি হে দেব তব পদাম্বুজদ্বয়স্য মধ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীত এব ভগবত স্তব মহিম্ন স্তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্ তে মহিম্ন স্তত্ত্বমিতি বা। একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্ অতদংশাপবাদেন বিচারয়ন্নপীত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮২। যাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়, তিনিই ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারেন।

**কৃপালেশ**—কৃপার লেশ, কৃপাকণা।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭৯-৮২-পয়ারোক্তিসম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপই। "শিষ্যাঃ—কেন প্রমাণেন ঈশ্বরোঽয়মিতি জ্ঞাতং ভবতা? গোপীনাথঃ—ভগবদনুগ্রহজন্যজ্ঞানবিশেষেণ হ্যলৌকিনেন প্রমাণেন। ভগবত্তত্ত্বং লৌকিকেন প্রমাণেন প্রমাতুং ন শক্যতে; অলোকিকত্বাৎ। শিষ্যাঃ—নায়ং শাস্ত্রার্থঃ। অনুমানেন ন কথমীশ্বরঃ সাধ্যতে? গোপীনাথঃ—ঈশ্বরস্তেন সাধ্যতাং নাম। ন খলু তত্তত্ত্বং সাধয়িতুং শক্যতে। তত্তু তদনুগ্রহজন্যজ্ঞানেনৈব, তস্য প্রমাকরণত্বাৎ। শিষ্যাঃ—ক্ব দৃষ্টং তস্য প্রমাকরণত্বম্? গোপীনাথঃ—পুরাণবাক্য এব। শিষ্যাঃ—পঠ্যতাম্। গোপীনাথঃ—তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ইতি শাস্ত্রাদিবর্ত্মস্থ। শিষ্যাঃ—তর্হি শাস্ত্রৈঃ কিং তদনুগ্রহো ন ভবতি? গোপীনাথঃ—অথ কিম্, কথমন্যথা বিচিন্বন্নিত্যুক্তম্?" ( ষষ্ঠাঙ্ক )।

**শ্লো। ২। অন্বয়।** তথাপি ( যদিও তোমার মাহাত্ম্য পরিস্ফুটই—তথাপি ) দেব ( হে দেব )! ভগবন্ ( হে ভগবন্ ) তে ( তোমার ) পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ ( চরণকমলদ্বয়ের অনুগ্রহবিন্দুদ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তি ) এব হি ( ই ) [ তে ] ( তোমার ) মহিম্নঃ ( মাহাত্ম্যের ) তত্ত্বং ( তত্ত্ব—স্বরূপ ) জানাতি ( অনুভব করিতে পারে ) হি ( ইহা নিশ্চয় )। অন্যঃ ( অনুগ্রহহীন ব্যক্তি ) একঃ অপি ( একাকী—নিঃসঙ্গ-ভাবে সাধনাদিতে রত থাকিয়াও ) চিরং ( বহুকাল যাবৎ ) বিচিন্বন্ ( অনুসন্ধান বা বিচার করিয়া ) ন চ ( জানিতে পারে না )।

**অনুবাদ।** ( যদিও তোমার মহিমা পরিস্ফুটই রহিয়াছে ) তথাপি, হে দেব! হে ভগবন্! তোমার পাদপদ্মের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহে অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব বা স্বরূপ কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন—ইহা নিশ্চয়। অন্যথা—(অনুগ্রহলেশহীন ) অন্য কোনও ব্যক্তি নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান পূর্ব্বক ( সাধনাদিতে বা শাস্ত্রাভ্যাসাদিতে রত থাকিয়া ) বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান বা বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। ২

গোবৎস-হরণের পরে লজ্জিত হইয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করিয়াছিলেন, এই শ্লোকটী সেই স্তবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সমস্তেরই ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান; সুতরাং তাঁহার মহিমা পরিস্ফুটই; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সকলে যে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না—একমাত্র তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিই যে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে—তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥ ৮৩
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥ ৮৪
তোমার নাহিক দোষ—শাস্ত্রে এই কহে—।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**তথাপি**—যদিও তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং তজ্জন্য যদিও তোমার মহিমা পরিস্ফুটই, তথাপি কিন্তু সকলে তোমাকে অনুভব করিতে পারেনা; কে কে অনুভব করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। হে **দেব**—দিব্-ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন; দিব-ধাতু প্রকাশে বা ক্রীড়ায়। প্রকাশ-অর্থে দেব-শব্দের অর্থ—যিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান্ এবং যিনি সর্ব্বপ্রকাশ। আর ক্রীড়া-অর্থে দেব-শব্দের অর্থ—ক্রীড়াপরায়ণ, যিনি সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন; শ্রীবৃন্দাবনবিহারী। সুতরাং হে দেব—হে সর্ব্বপ্রকাশ! হে সর্ব্বত্রপ্রকাশমন্; হে বৃন্দাবনবিহারিন্! **হে ভগবন্**—হে নিজকারুণ্যাদিগুণ-প্রকটনপর! যিনি সর্ব্বদা নিজের কারুণ্যাদিগুণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকটিত করিতেছেন। **পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ**—অম্বুজ (পদ্ম) তুল্য পদ পদাম্বুজ, চরণকমল; পদাম্বুজদ্বয়—দুইটী চরণকমল; তদ্দ্বারা অনুগৃহীত জন; যিনি ভগবানের চরণকমলের অনুগ্রহবিন্দুদ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছেন—যিনি শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনিই **এবহি**—নিশ্চিতই, (অর্থাৎ ভগবদনুগৃহীত ব্যক্তিব্যতীত অপর কেহই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না)। **মহিম্নঃ তত্ত্বং**—তোমার (ভগবানের—শ্রীকৃষ্ণের) মহিমার তত্ত্ব বা স্বরূপ **জানাতি**—জানিতে পারে, অনুভব করিতে পারে; চক্ষুদ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন করা, কর্ণদ্বারা তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শুনা, নাসিকাদ্বারা তাঁহার অঙ্গ-গন্ধাদির স্বাদ গ্রহণ করা, জিহ্বাদ্বারা তাঁহার অধরামৃতের আস্বাদ, ত্বক্‌দ্বারা চরণাদি স্পর্শকরা, হৃদয়ে তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির-মাধুর্য্যাদি উপলব্ধি করা, ইত্যাদিই ভগবানের স্বরূপ-অনুভবের অঙ্গ। শ্রীভগবানের কৃপাব্যতীত ইহার একটীও সম্ভব নহে। **অন্যঃ**—অপরব্যক্তি; যিনি ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই এরূপ কোনও ব্যক্তি। **একঃ অপি**—একাকী থাকিয়াও। একাকী নির্জ্জনে—নিঃসঙ্গ—থাকিয়া যোগাভ্যাসাদি বা শাস্ত্রালোচনাদি দ্বারা **চিরং** বহুকাল ধরিয়া **বিচিন্বন্**—অনুসন্ধান করিয়া বা বিচার করিয়াও **ন চ**—তোমার মহিমা জানিতে পারেনা, তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব অনুভব করিতে পারেনা। ৮২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যে ভগবতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, তাঁহার রূপ-গুণাদির উপলব্ধি হইতে পারেনা, শ্রুতিও তাহা বলেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্—বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা, মেধা দ্বারা, বা শ্রুতিশাস্ত্র-শ্রবণবাহুল্যদ্বারাও এই পরমাত্মারূপী ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। যাঁহাকে ভগবান্ কৃপা করেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহাকে ভগবান্ আত্ম (স্বীয় তনুপর্য্যন্ত) দান করিয়া থাকেন। মুণ্ডক।৩।২।৩॥"

৮৩। **জগদ্‌গুরু**—শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া জগতের শিক্ষাগুরু; ইহা সার্ব্বভৌমকে বলা হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ অনুমান-প্রমাণের কথা বলায় সার্ব্বভৌম যখন কিছুই বলিলেন না, তখন গোপীনাথ-আচার্য্য মনে করিলেন, শিষ্যদের কথায় সার্ব্বভৌমেরও সম্মতি আছে; এজন্য আচার্য্য এখন সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "যদ্যপি" ইত্যাদি। **শাস্ত্রজ্ঞানবান্**—শাস্ত্রজ্ঞান আছে যাঁহার।

৮৪-৮৫। গোপীনাথ-আচার্য্য সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন—"শাস্ত্রে তোমার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপামাত্রও নাই; তাই তুমি ঈশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতেছনা। পাণ্ডিত্যদ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝা যায়না—ইহা তো শস্ত্রেরই কথা।"

**তোমার নাহিক দোষ**—তুমি যে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারনা, ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। **পাণ্ডিত্যাদ্যে**—কেবল পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা, ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শশূন্য পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা (ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়না; পূর্ব্বোক্ত "তথাপি তে দেব"-শ্লোকই ইহার প্রমাণ)।

সার্ব্বভৌম কহে—আচার্য্য ! কহ সাবধানে
তোমাতে তাঁহার কৃপা—ইথে কি প্রমাণে ? ৮৬॥

আচার্য্য কহে—বস্তুবিষয়ে হয় 'বস্তু'-জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৮৭

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৮৬। গোপীনাথাচার্য্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য—বলিলেন "আচার্য্য ! তুমি যেন একটু অসাবধান হইয়া পড়িয়াছ ; তুমি তর্কের রীতি হারাইয়া ফেলিয়াছ—শাস্ত্র লইয়া বিচার হইতেছে—ঈশ্বর-তত্ত্বসম্বন্ধে ; শাস্ত্র ছাড়িয়া তুমি দেখিতেছি ব্যক্তিগত আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছ ( ৮৪।৮৫ পয়ারোক্তিই সার্ব্বভৌমের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ। ইহাই আচার্য্যের অসাবধানতার লক্ষণ )। যাহা হউক, একটু সাবধান হইয়া আমার একটী কথার উত্তর দাও দেখি ; যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা ছাড়িয়া অন্য কথায় যাইও না ( গেলে আর সাবধানতা থাকিবে না )। আচ্ছা গোপীনাথ, তুমি বলিতেছ—একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুভব হইতে পারে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না ; আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা নাই ; এজন্য আমরা ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি না ; তোমার প্রতি তাঁহার কৃপা আছে, তাই তুমি ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছ ; কিন্তু **তোমাতে তাঁহার কৃপা** ইত্যাদি —তোমাতে যে তাঁহার কৃপা আছে, তাহা কিরূপে জানিব ? তাহার প্রমাণ কি ?"

৮৭। অন্বয়। আচার্য্য বলিলেন, "বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞানই বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় ; [ বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ] কৃপাতে ( অর্থাৎ কৃপাবিষয়ে ) প্রমাণ।

**বস্তুবিষয়ে**—কোনও বস্তুর সম্বন্ধে ; যেমন রজ্জুর সম্বন্ধে। **বস্তুজ্ঞান**—বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান ; কোনও বস্তুকে দেখিতে পাইলে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া চিনিতে পারা ; যেমন রজ্জু দেখিলে তাহাকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারা।

বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে, কোনও বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান একমাত্র বস্তুতন্ত্র, অর্থাৎ যাহা বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ, তাহাই সেই বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ জ্ঞান—বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ যাহা, তাহারই অধীন, একমাত্র তাহারই অপেক্ষা রাখে, কাহারও বুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেনা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন তু বস্তু 'এবং নৈবং'—'অস্তি নাস্তীতি' বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন তু বস্তু যাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্। কিং তর্হি ? বস্তুতন্ত্রমেব তৎ নহি স্থাণৌ একস্মিন্ স্থাণুর্ব্বা পুরুষোঽন্যো বা ইতি তদ্জ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বা অন্যো বা ইতি মিথ্যাজ্ঞানং স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং বস্তুতন্ত্রাৎ। এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র।১।১।২ সূত্রের ভাষ্য ॥"—বস্তু কখনও "এইরূপ—এইরূপ নহে," "আছে—নাই" এইভাবে বিকল্পের বিষয় হইতে পারেনা ; বিকল্প করিতে হইলেই বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু কোনও বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান কাহারও কল্পনার অপেক্ষা রাখেনা, বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহারই অপেক্ষা রাখে। একটী স্থাণু ( শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড ) দেখিলে "ইহা স্থাণুও হইতে পারে, একটী লোকও হইতে পারে, অন্য কিছুও হইতে পারে"—যদি এইরূপ কাহারও জ্ঞান হয়, তবে সেই জ্ঞান স্থাণুর স্বরূপের জ্ঞান হইতে পারেনা। সেই স্থাণুকে যদি কোনও লোক বলিয়া বুঝা যায়, কিম্বা ( স্থাণুব্যতীত ) অন্য কিছু বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে এই বুঝাকে মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়, ইহা স্থাণুর স্বরূপজ্ঞান নহে। আর যদি স্থাণু বলিয়াই কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে এই বুঝাই হইবে স্থাণুসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান। কারণ, এইরূপ জ্ঞান বস্তুতন্ত্র—বস্তুর যাহা যথার্থস্বরূপ, তাহাই এইরূপ জ্ঞানের অবলম্বন, এইরূপ জ্ঞান কেবল বস্তুর যথার্থস্বরূপের উপরই প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি-আদির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এইরূপে, অন্যান্য ভূতবস্তুকে ( সিদ্ধবস্তুকে ) অধিষ্ঠান করিয়া যত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত জ্ঞানের প্রামাণ্য—তত্তৎ সিদ্ধবস্তুর যথার্থস্বরূপের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু ( ঈশ্বরবস্তু ) সম্বন্ধীয় জ্ঞানও বস্তুতন্ত্র ; কারণ, এই জ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহা নিত্যসিদ্ধবস্তু ; ইহা কোনও কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন নহে। যেখানে কর্ম্ম, সেখানে কর্ম্মকর্ত্তার বুদ্ধির অপেক্ষা আছে, তাহা বুদ্ধিতন্ত্র ; যেমন বেদবিহিত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম কেহ ইচ্ছা করিলে করিতেও পারে, না করিতেও পারে, অথবা বিহিত পন্থার বিপরীত-

ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৮৮

তবু ত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বর-মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী-টীকা।

ভাবেও করিতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম করণের, বা অকরণের, বা অবিহিত পন্থায় করণের ফল কর্ত্তার দ্বারা উৎপাদ্য, ইহা নিত্যসিদ্ধ নয়। ইহা কর্ত্তার বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে বলিয়া ফলও বুদ্ধির অনুরূপই হয়, করণে ফল পাওয়া যাইতে পারে, অকরণে ফল পাওয়া যাইবে না; অবিহিত উপায়ে করণে বিপরীত ফলও জন্মিতে পারে। কিন্তু যাহা নিত্যসিদ্ধ (যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব), তাহা কাহারও বুদ্ধির অপেক্ষা রাখেনা। ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব যাহা, কেহ যদি স্বীয় বুদ্ধিতে তাহাকে অন্যরূপ বলিয়া মনে করে, তাহাতে যথার্থতত্ত্বের ব্যত্যয় হইবেনা (বেদবিহিত কর্ম্মের অকরণে যেমন ফলের ব্যত্যয় হয়, তদ্রূপ হইবে না), স্বরূপ যাহা তাহা অবিকৃতই থাকিবে। কেহ যদি আমগাছকে কাঁঠাল গাছ বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে আমগাছটী বাস্তবিকই কাঁঠাল গাছ হইয়া যাইবে না, আমগাছই থাকিবে। ইহাই স্বরূপজ্ঞানের বস্তুতন্ত্রতা।

**বস্তুতত্ত্বজ্ঞান**—বস্তুর তত্ত্ব বা স্বরূপের যথার্থজ্ঞান। **কৃপাতে প্রমাণ**—ঈশ্বরের কৃপা সম্বন্ধে প্রমাণ; ঈশ্বরের কৃপা যে হইয়াছে, তাহার প্রমাণ।

শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্য নিজের প্রতি ভগবানের কৃপার প্রমাণ এই ভাবে দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই যে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখিলেও যে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারে না,—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কথা। অন্য কোনও উপায়েই ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং যদি কাহারও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখিলে যদি কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে। গোপীনাথ আচার্য্য বলিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপতঃ যে বস্তু, সেই বস্তুর জ্ঞান আমার জন্মিয়াছে—সেই বস্তু বলিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি। তাঁহার দর্শনমাত্রই আমি চিনিতে পারিয়াছি যে—তিনি ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং আমার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।" কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—"গোপীনাথ আচার্য্য, তুমি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বরের কোন্ কোন্ লক্ষণ তুমি তাঁহাতে দেখিয়াছ?" পরবর্ত্তী পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

**৮৮-৮৯।** আচার্য্য আরও বলিতেছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরীরে মহাপ্রেমাবেশাদি ঈশ্বর-লক্ষণ তুমি নিজেই দেখিয়াছ; কিন্তু তথাপি তুমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পার নাই; তুমি ঈশ্বরের মায়ায় আচ্ছন্ন আছ বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে।"

**ইহার**—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। **ঈশ্বর-লক্ষণ**—ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক লক্ষণ। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলত্বাদি—নিজের হাতের পরিমাণে চারিহাত দৈর্ঘ্য, আকর্ণবিস্তৃত লোচন, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপাদিই ঈশ্বরত্বের শারীরিক লক্ষণ (১।৩।৩৩-৩৫)। ভগবত্তার অন্যান্য লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৬।৭৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। গোপীনাথ-আচার্য্যের এই প্রথম পয়ারার্দ্ধের উক্তির মর্ম্ম এই যে, ইঁহার শরীরে যে ঈশ্বরের লক্ষণ বিদ্যমান, তাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও দেখিতে পাইতেছেন। দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যঞ্জনা এই যে—"সার্ব্বভৌম, প্রভুর দেহে মহাপ্রেমাবেশের বিকার তুমি নিজেই দেখিয়াছ এবং তুমি নিজেই জান, এরূপ বিকার মানুষের দেহে সম্ভব নয় (২।৬।১১-১২)।" **মহাপ্রেমাবেশ**—প্রেমের মহা আবেশ; যাহা মনুষ্যে সম্ভবে না, একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। (নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদেও মহাপ্রেমাবেশ সম্ভব বটে; কিন্তু তত্ত্বতঃ নিত্যসিদ্ধপার্ষদ ও ঈশ্বর একই বস্তু; ঈশ্বরই অথবা তাঁহার শক্তিই লীলানুরোধে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন)। **অথবা মহাপ্রেমাবেশ**—মহাপ্রেমের-(অধিরূঢ়মহাভাবের) আবেশ (২।৬।১১-১২)। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য নিজেই মহাপ্রভুর দেহে অধিরূঢ়-মহাভাবজাত

দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখজন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন—॥ ৯০
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯১
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাঞি ॥ ৯২
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের বিকার দেখিয়াছেন ( ২৷৬৷১১-১২ )। এই প্রেমবিকার ব্রজগোপীব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে সম্ভব নয়, যেহেতু ব্রজগোপীব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই অধিরূঢ়-মহাভাব নাই। মহাপ্রভুর দেহে যখন এইরূপ বিকার দৃষ্ট হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি অধিরূঢ়-মহাভাবকে অর্থাৎ গোপীভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজগোপীগণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপা গোপীদিগের ভাব অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—ইহাই শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের উক্তির মর্ম্ম। **তুমি পাঞাছ** ইত্যাদি—তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ,—শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ইনি যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন। **তবুত** ইত্যাদি—যখন এইরূপ মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াও ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তোমার জ্ঞান হইল না, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে—মায়াদ্বারা তোমার জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া আছে; তোমার চিত্ত মায়ামুগ্ধ।

**৯০।** যাহারা মায়ামুগ্ধ বহির্ম্মুখ লোক, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখিলেও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারে না।

**বহির্ম্মুখ**—ঈশ্বর-বিমুখ। **দেখিলে না দেখে**—সাক্ষাতে দেখিলেও চিনিতে পারে না।

গোপীনাথ-আচার্য্য যে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; রুষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই তিনি সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে ঈশ্বরের কৃপালেশহীন, মায়ামুগ্ধ, বহির্ম্মুখ প্রভৃতি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। তর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে যাইয়া আবার "অসাবধানতার" পরিচয় দিয়াছেন। যদিও প্রিয়ব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রতিকূল কথা শুনিলে রুষ্ট হওয়া লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু রুষ্ট হইলে যে বিচার-তর্কে অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত আক্রমণ আসিয়া পড়ে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। তাই বোধ হয়, কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"যদি হয় রাগদ্বেষ, তাহাঁ হয় আবেশ, সহজবস্তু না যায় লিখন। ২৷২৷৭৩॥" যাহা হউক, যদি গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আরও একটু সংযতভাবে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন।

**৯১।** ভগিনীপতিকর্তৃক যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াও কিন্তু সার্ব্বভৌম রুষ্ট হয়েন নাই; গোপীনাথাচার্য্যের রোষাবেশে তিনি বোধ হয় একটু কৌতুকই উপভোগ করিতেছিলেন; তাই তাঁহার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আচার্য্য! **ইষ্টগোষ্ঠি বিচার** করি—তত্ত্বনির্ণয়ের অনুরোধে একটু বিচার-তর্ক করিতে যাইতেছি, তুমি যেন রুষ্ট হইও না।

**শাস্ত্রদৃষ্ট্যে**—শাস্ত্রানুসারে কয়েকটী কথা বলিব; তাহা যদি তোমার মনের মত না হয়, তাহা হইলে যেন আমার দোষ গ্রহণ করিও না।"

**৯২-৯৩।** সার্ব্বভৌম বলিলেন, শাস্ত্রবিচার করিলে জানা যায়, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই তাঁহার অবতার হয়; এইজন্য বিষ্ণুর একটী নামও ত্রিযুগ। সুতরাং শ্রীচৈতন্য অবতার হইতে পারেন না; তবে তিনি যে মহাভাগবত এই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবান্‌কে **"ত্রিযুগ"** বল' হইয়াছে এবং "ত্রিযুগ"-বলার হেতুও বলা হইয়াছে। **"প্রত্যক্ষ-**রূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ ইতি পঠ্যতে॥—সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর—

শুনিঞা আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে—।
'শাস্ত্রজ্ঞ' করিয়া তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৪
ভাগবত ভারত দুই—শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান? ॥ ৯৫
সেই দুই কহে—কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার? ৯৬
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তাঁর নাম ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই তিন যুগেই ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেন; কলিতে কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ রূপ দেখা যায় না; এজন্য তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হয়।" শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে এবং কলিতে তিনি প্রচ্ছন্ন অবতার বলিয়াই যে তাঁহার প্রত্যক্ষ রূপ দৃষ্ট হয় না, তাহাও বলা হইয়াছে। "ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ৭।৯।৩৮ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—হে মহাপুরুষ! এইরূপে যুগে যুগে নর (নরনারায়ণ), তির্য্যক্ (বরাহ), ঋষি (ব্যাসদেব বা নারদ), দেব (শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র), ঝষ (মৎস্য)-আদি বিবিধ অবতার প্রকটিত করিয়া লোকসমূহকে পালন কর এবং যাহারা জগতের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাক; কিন্তু কলিতে তুমি প্রচ্ছন্ন থাক; তাই তোমাকে ত্রিযুগ বলা হয়।"

**মহাভাগবত** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে পরমভাগবত—পরম-ভগবদ্‌ভক্ত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। **বিষ্ণু-অবতার** নাই—বিষ্ণুর অবতার নাই; কলিযুগে বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন না। **ত্রিযুগ**—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে অবতীর্ণ হয়েন যিনি, তাঁহাকে ত্রিযুগ বলে। **বিষ্ণুনাম**—বিষ্ণুর নাম ত্রিযুগ। **কলিযুগে অবতার** ইত্যাদি—কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নাই (হয় না), ইহাই শাস্ত্রজ্ঞান (ইহাই শাস্ত্র হইতে জানা যায়)। অথবা, কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার—এরূপ শাস্ত্রজ্ঞান (আমার) নাহি; কলিযুগে যে বিষ্ণুর অবতার হয়, এরূপ শাস্ত্রজ্ঞান আমার নাই—কোনও শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বলিয়া আমি জানিনা।

**৯৪-৯৫। কর অভিমানে**—তুমি নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর; তুমি নিজেও মনে কর যে তুমি খুব শাস্ত্র জান। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত। **ভারত**—মহাভারত। **অবধান**—অভিনিবেশ; জ্ঞান। এই দুই গ্রন্থবাক্যের মর্ম্ম কি তুমি জান না?

**৯৬।** সার্ব্বভৌম! তুমি বলিতেছ, কলিতে বিষ্ণুর অবতার নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত বলিতেছেন যে—**কলিতে সাক্ষাৎ অবতার**—কলিযুগে ভগবান্ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়েন (ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত ৩।৪।৫ শ্লোক)।

**৯৭।** কলিতে যদি সাক্ষাৎ-অবতারই হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর ত্রিযুগ নাম হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

**কলিযুগে** ইত্যাদি—কলিযুগে যে অবতারের নিষেধ আছে, তাহা লীলাবতার-সম্বন্ধে, অন্য অবতার-সম্বন্ধে নহে। কলিতে লীলাবতার হয় না, কিন্তু অন্য অবতার হইতে পারে। কেননা, কলিতে যে যুগাবতার হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শাস্ত্রে আছে (নিম্নের কয়টী শ্লোকে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে); যদি কলিতে সমস্ত অবতারই নিষিদ্ধ হইত, তবে এই যুগাবতার কিরূপে হইল? সুতরাং কেবল লীলাবতারই নিষিদ্ধ, অন্য অবতার নিষিদ্ধ নহে।

**লীলাবতার**—শ্রীচতুঃসনাদি পঁচিশটী অবতারকে লীলাবতার বলে; (১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ, (৪) মৎস্য, (৫) যজ্ঞ, (৬) নরনারায়ণ, (৭) কপিল, (৮) দত্তাত্রেয়, (৯) হয়শীর্ষা, (১০) হংস, (১১) পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) বলরাম, (২৩) শ্রীকৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ এবং (২৫) কল্কী। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯২-৯৩ পয়ারের টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের "ইত্থং নৃতির্য্যগিত্যাদি" যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে

প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার—নাহিক বিচার॥ ৯৮

তথাহি ( ভাঃ—১০।৮।১৩ )—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৩

তত্রৈব ( ১১।৫।৩২ )—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে কয়টী অবতারের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই লীলাবতার এবং তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত লীলাবতারের কথাই শ্লোকের অভিপ্রেত; এইরূপ প্রত্যক্ষ-রূপধারী লীলাবতার কলিতে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়াই ঐ শ্লোকে ভগবান্‌কে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে। সুতরাং কলিতে ভগবান্ যে লীলাবতার করেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত পঁচিশটী লীলাবতারের কোনও অবতারই যে কলিতে অবতীর্ণ হয়েন না, ইহা ঐ শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। যদি কেহ বলেন, কল্কীও এক লীলাবতার; তিনি কি কলিতে অবতীর্ণ হয়েন না? একথার উত্তরে বলা যায়—কলিযুগের অন্তেই কল্কী অবতীর্ণ হয়েন। "কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্। অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্॥ সর্ব্বসম্বাদিনীধৃত চতুর্যুগাবস্থানাম ১০৪ অধ্যায় বচন॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও একথাই বলেন। "যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্ম্মপতির্হরিঃ। কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী॥ ১২।২।২৩॥ —যখন ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইবেন, তখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তখন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন প্রজাসকলও জন্মিতে থাকিবে।"

৯৮। **প্রতিযুগে**—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের প্রত্যেক যুগেই। **যুগ-অবতার**—কোনও যুগে সেই যুগের ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত যে ভগবৎ-স্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকে যুগাবতার বলে। **তর্কনিষ্ঠ**—তর্কেই নিষ্ঠা যাহার; তর্কপ্রবণ; তর্ক করিতেই উদ্‌গ্রীব। **নাহিক বিচার**—বিচার নাই; বিচার করিতে পারে না।

গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! তুমি বলিতেছ, কলিতে কোনও অবতারই নাই। কিন্তু প্রতিযুগে—সুতরাং কলিযুগেও—যে ভগবান্ যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাতো শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ আবার কলির যুগাবতারের বর্ণের কথাও তো শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥ লঘুভাগবতামৃতধৃতবচন॥ কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ ল. ভা. টীকাধৃতবচন॥ দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। শ্রীভা. ১১।৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥ কলিতে যদি কোনও অবতারই না হইবেন, তবে এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য কি ঋষিদের প্রলাপোক্তি? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিন্তু যুগাবতার নহেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্। নিম্নোদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোকে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব কোনও এক কলিতেও শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি"-শ্লোকে বলা হইয়াছে বর্ত্তমান কলিতেও স্বয়ং ভগবানই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন। নিম্নোদ্ধৃত মহাভারতের প্রমাণে ভগবানের যে সকল নামের উল্লেখ আছে, যে সমস্ত নামও ইঁহারই। উপপুরাণেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১।৩।১৫ শ্লোক॥ তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয় বলিয়াই নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রবিচার করিতে পারিতেছ না।"

**শ্লো।** ৩। **অন্বয়াদি**—আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

**শ্লো।** ৪। **অন্বয়াদি**—আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে চ দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্রনাম-
স্তোত্রে ( ৮০।৬৩ )—

স্ববর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ৯৯

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এ-সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০০

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০১

তথাহি ( ভাঃ—৬।৪।৩১ )—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নম্বু এবং ব্রহ্ম চেদ্বিশ্বস্য হেতুঃ তর্হি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি বদন্তো মীমাংসকাঃ কুতোঽত্র বিবদন্তে তৈশ্চান্যে স্বভাববাদিনঃ সম্বদন্তে তেচ তত্ত্ববিদ্ভির্ব্বোধিতা অপি কুতঃ পুনঃ পুনর্মুহ্যন্তি তত্রাহ। যস্য মায়া বিদ্যাদ্যাঃ শক্তয়ো বিবাদস্য ক্বচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ স্থানানি ভবন্তি তস্মৈ নমঃ ॥ স্বামী ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**শ্লো। ৫। অন্বয়াদি**—আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

**৯৯। এত কথার**—এত যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শনের। **নাহি প্রয়োজন**—দরকার নাই; যেহেতু, এসব অনর্থক, কোনও কাজ হইবে না; তুমি এ সমস্ত বুঝিতে পারিবে না। **ঊষর ভূমি**—ক্ষারভূমি; যে ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ( ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )।

**১০০। তাঁর কৃপা**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা। **এ সব সিদ্ধান্ত**—আমি যাহা বলিতেছি।

**১০১। মায়ার প্রসাদ**—মায়ার খেলা। মায়ার মোহ। মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়াই যে লোক কুতর্ক করে, ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারে না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

**শ্লো। ৬। অন্বয়।** যৎ-শক্তয়ঃ ( যাঁহার শক্তিসকল ) বদতাং ( সমাধানার্থ তর্ককারী ) বাদিনাং ( বাদি-প্রতিবাদীর ) বিবাদ-সম্বাদ-ভুবঃ ( বিবাদ ও সম্বাদের উৎপত্তিহেতু ) বৈ ভবন্তি ( হয় ), এষাং ( এবং তাহাদের—বাদি-প্রতিবাদীদের ) আত্মমোহং চ ( আত্মমোহও ) মুহুঃ ( বারম্বার ) কুর্ব্বন্তি ( করিয়া থাকে ), তস্মৈ ( সেই ) অনন্তগুণায় ( অনন্তগুণ ) ভূম্নে ( অপরিচ্ছিন্ন-মহিমান্বিত ভগবান্‌কে ) নমঃ ( নমস্কার করি )।

**অনুবাদ।** যাঁহার মায়াদি-শক্তিসকল তর্কনিষ্ঠ বাদি-প্রতিবাদীর বিবাদ ও সম্বাদের উপত্তিহেতু হয় এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদের আত্মমোহও জন্মাইয়া থাকে, আমি সেই অনন্ত-গুণসম্পন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন-মহিমান্বিত ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৬

দক্ষ-প্রজাপতি শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া যে সকল শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই শ্লোকটী তাহাদের মধ্যে একটী। ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়; কেহ বলেন ভগবান্ নিরাকার, নির্গুণ; আবার কেহ বলেন তিনি সাকার, সগুণ; কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই; আবার কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে। এসমস্ত মতভেদ লইয়া দুই পক্ষে—বাদী ও বিবাদীর মধ্যে—অনেক সময়ই তর্ক-বিতর্কাদি হইয়া থাকে; এইরূপ তর্ক-বিতর্কাদির হেতু হইল ভগবানের মায়াদি-শক্তি। মায়ার আবরণাত্মিকা-শক্তিতে জীবের দিব্যজ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারে না—তাই নানাবিধ মতভেদাদির সৃষ্টি হয়—যাহার ফলে নানাবিধ তর্কবিতর্ক—বাদ-বিসম্বাদের উৎপত্তি হয়। আবার, কোনও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিলেও যে কেহ কেহ ভগবত্তত্ত্বাদি বুঝিতে পারে না, কিম্বা বুঝিলেও কিছুকাল পরে তাহা ভুলিয়া যায়—ইহারও কারণ, ভগবানের মায়া-শক্তি।

তত্রৈব ( ১১।২২।৪ )—
যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র সর্ব্বেণাপি মতেন স্বমতমনুবাদয়ংস্তত্তৎপ্রশংসতি যুক্তমিতি। যুক্তমেব ভাষন্তে। যতো ব্রাহ্মণা বেদজ্ঞাস্তে সর্ব্বত্র যথাবদেব ভাষন্তে। নমু যদি সর্ব্বমেব যুক্তং তর্হ্যন্যমতানি পরিত্যজ্য কথং স্বস্বমতং প্রবেশয়েয়ুস্তত্রাহ মায়ামিতি। মরুমরীচিকাদীনামপি তাবদ্দেশপরিচ্ছিন্নত্বাৎ পরিমাণতারতম্যমস্ত্যেবেতি স্বীয়াষ্টাবিংশতিপক্ষস্য স্থাপনীয়মস্ত্যেবেতি ভাবঃ। মায়াত্রাচিন্ত্যশক্তি র্ম স্বসদ্ব্যঞ্জিকাবিদ্যা। তামুদ্গৃহ্যাবলম্ব্য। তত্র মদীয়ামিতি। তেষাং যৎকিঞ্চিত্তদালম্বনাত্তস্যাঃ পূর্ণায়া মদেকালম্বনত্বাৎ স্বস্বৈকবেদ্যা যৎকিঞ্চিদ্যুক্তিস্তেম্বপ্যস্তি কিন্তু মদীয়া যুক্তিরেব সর্ব্বপ্রকাশিকেতি ভাবঃ॥ শ্রীজীব ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

**যৎ-শক্তয়ঃ**—যাঁহার ( যে ভগবানের ) মায়াদি শক্তিসমূহ **বদতাং বাদিনাং**—তর্কিত-বিষয়ের সমাধানের নিমিত্ত যাঁহারা তর্ক-বিতর্ক করেন, সেই সমস্ত বাদী-প্রতিবাদীদের **বিবাদ-সম্বাদভুবঃ**—বাদ-বিসম্বাদের ( তর্ক-বিতর্কের ) উৎপত্তি-হেতু হয়। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, সাংখ্যমতাবলম্বী, বৈশেষিকমতাবলম্বী, মীমাংসকাদি বিভিন্ন মতবাদীদের মধ্যে মতভেদাদি লইয়া যে বাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে—ভগবানের শক্তি—মায়াই তাহার কারণ; এই ভগবচ্ছক্তি—মায়াই এসমস্ত বিভিন্ন-মতবাদীদের **আত্মমোহং**—নিজেদের মুগ্ধতা, প্রকৃত-তত্ত্ববিষয়ে অন্ধতা, **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ জন্মাইয়া থাকে। এসমস্ত মতবাদীরা নিজ নিজ মতবাদে এমনি দৃঢ় যে, অপরের যুক্তিসঙ্গত কথাও তাহারা শুনিতে, বা শুনিলেও তাহার যৌক্তিকতা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে অসমর্থ; ইহার কারণ—ভগবন্মায়ায় তাহাদের নিরপেক্ষ-বিবেচনা-শক্তি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। কোনও সময়ে কোনও কারণে—কোনও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে এবং তাঁহার কৃপাশক্তিতে নিরপেক্ষ-বিচারমূলক ভগবত্তত্ত্বাদি তাহারা বুঝিতে পারিলেও কিছুকাল পরে হয়ত তাহা আবার ভুলিয়া যায়—ইহাও মায়ারই প্রভাব; এইরূপে মায়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃই মুগ্ধ করিতেছে। প্রজাপতি দক্ষ বলিতেছেন—এইরূপ অত্যদ্ভুত-শক্তিসমূহ যাঁহার, সেই অনন্তগুণসম্পন্ন এবং **ভূম্নে**—অপরিচ্ছিন্ন-মহিমাসমন্বিত ভূমাপুরুষ ভগবান্কে আমি নমস্কার করি।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, মায়ার প্রভাবে লোক ভগবত্তত্ত্বাদি বুঝিতে পারে না।

**শ্লো। ৭। অন্বয়।** ব্রাহ্মণাঃ ( ব্রাহ্মণগণ—ঋষিগণ ) যথা ( যেরূপ ) ভাষন্তে ( বলিতেছেন ) [ তৎ ] ( তাহা ) যুক্তম্ ( যুক্তই ) [ যতঃ ] ( যেহেতু ) সর্ব্বত্র ( সর্ব্বত্রই ) [ অন্তর্ভূতানি সর্ব্বতত্ত্বানি ] ( সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত ) সন্তি ( আছে ); মদীয়াং ( আমার ) মায়াং ( মায়াকে ) উদ্গৃহ্য ( অবলম্বন করিয়া ) বদতাং ( বাদানুবাদ-কারীদের ) কিং নু ( কিই বা ) দুর্ঘটম্ ( দুর্ঘট )?

**অনুবাদ।** উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :—( উদ্ধব! তুমি যে বলিতেছ—ঋষিগণের মধ্যে কেহ বলেন তত্ত্ব আটাশটী, কেহ বলেন ছাব্বিশটী, কেহ বলেন পঁচিশটী, কেহ বলেন ষোলটী, ইত্যাদি। এইরূপ মত-বিভিন্নতার হেতু কি? ইহার উত্তরেই বলিতেছি যে ) ব্রাহ্মণগণ ( ঋষিগণ ) যাহা বলিতেছেন, তাহা যুক্তই; ( যেহেতু ) সর্ব্বত্রই সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে; ( সুতরাং যিনি যে কয়টী তত্ত্বের অনুভব পাইয়াছেন, তিনি সে কয়টী তত্ত্বের কথাই বলেন; তাঁহাদের অনুভবের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহাদের কাহারও কথাই মিথ্যা নহে; মিথ্যা নহে বলিয়া তাঁহাদের সকলের কথাই যুক্ত, কিন্তু সকলের কথা যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে মতভেদ লইয়া তাঁহারা বাদ-বিসম্বাদ করেন, তাহার হেতু এই যে ) আমার মায়াকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বাদ-বিসম্বাদ করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কি আছে? অর্থাৎ কিছুই নাই। ( তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ, তাঁহারাই বাদ-বিসম্বাদে রত

তবে ভট্টাচার্য্য কহে—যাহ গোসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে॥ ১০২
প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥ ১০৩
আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য॥ ১০৪
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ॥ ১০৫
গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ১০৬
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা॥ ১০৭
শুনি মহাপ্রভু কহে—ঐছে মত কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ॥ ১০৮
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়েন; কারণ, ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ বলিয়া—স্বস্ব অনুভব অনুসারে যিনি যাহা বলেন, তাহা যে মিথ্যা নহে, সকলের কথাই যে যুক্ত, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না; তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন—তাঁহার কথাই সত্য, আর সকলের কথা মিথ্যা; মায়ামুগ্ধতাজনিত এইরূপ অজ্ঞতাই বিবাদের হেতু এবং এরূপ অজ্ঞতার আশ্রয়ে তাঁহারা না করিতে পারেন, এমন কাজ কিছু নাই)। ৭

এই শ্লোকও পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, মায়ামুগ্ধ হইয়াই লোক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, অপরের অভ্রান্ত মতকেও উপেক্ষা করিয়া থাকে।

১০২-৩। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য। **কহে**—গোপীনাথ-আচার্য্যকে বলিলেন। **গোসাঞির স্থানে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে। **গণসহিত**—তাঁহার সঙ্গীয় লোকগণের সহিত সকলকে। **প্রসাদ আনিয়া**—শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিয়া তদ্দ্বারা। **করাহ ভিক্ষা**—আহার করাও। **পশ্চাৎ**—পরে; তাঁহার আহারের পরে।

**করাইহ শিক্ষা**—আমাকে শিক্ষা দিও; গোপীনাথ-আচার্য্যের প্রতি সার্ব্বভৌম উপহাস করিয়াই একথা বলিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে "আমাকে তোমার শিক্ষা দিতে হইবে না; এইরূপ বাক্য আমার নিকট বলাও তোমার উচিত নহে।"

১০৪। **নিন্দাস্তুতিহাস্যে**—কখনও নিন্দা, কখনও স্তুতি, কখনও বা পরিহাসাদির দ্বারা।

১০৭। **মুকুন্দ-সহিত**—মুকুন্দ দত্ত ও গোপীনাথ-আচার্য্য উভয়ে মিলিয়া। **ভট্টাচার্য্যের কথা**—সার্ব্বভৌম যে সকল কথা (৬৮-৯৩ পয়ারোক্তরূপ কথা) বলিয়াছেন, সে সকল কথা। **নিন্দা করে**—গোপীনাথ আচার্য্য ও মুকুন্দ দত্ত উভয়েই প্রভুর নিকটে সার্ব্বভৌমের নিন্দা করিলেন।

১০৮-৯। **ঐছে**—ঐরূপ; নিন্দাত্মক বাক্য। **মত**—মৎ; না। **মত কহ**—কহিও না।

সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ণ যৌবন, কিরূপে তাঁহার সন্ন্যাস রক্ষা হইবে? তিনি বরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বেদান্ত শুনাইয়া বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন; তাঁহার সম্মতি থাকিলে ভারতী সম্প্রদায় ছাড়াইয়া পুনরায় উত্তম-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইতেও পারেন। এসকল কথার উল্লেখ করিয়া মুকুন্দ ও গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের নিন্দা করিতে লাগিলেন; তখন প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"ছি! নিন্দা করিও না; সার্ব্বভৌমের কোনও দোষই নাই। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন—সর্ব্বদা আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপায়-বিধান করিতে তিনি উৎকণ্ঠিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা—আমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্যজনিত করুণার উক্তি; তাঁহার উক্তিতে দোষের কথা—নিন্দার কথাতো কিছুই নাই। তোমরা কেন তাঁহাকে নিন্দা করিতেছ?"

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥ ১১০
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥ ১১১
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা—॥ ১১২
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ॥ ১১৩
প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্ত্তব্য আমার—তুমি যেই কহ॥ ১১৪
সাতদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে॥ ১১৫
অষ্টম-দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম—।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ॥ ১১৬
ভাল-মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না-বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি॥ ১১৭
প্রভু কহে—মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ ১১৮
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ—বুঝিতে না পারি॥ ১১৯
ভট্টাচার্য্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আর বার॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"মত কহ"-স্থলে "মৎ কহ" এবং "মতি কহ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

১১১। **মন্দিরে**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে। **প্রভুরে আসন** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম প্রভুকে বসিবার আসন দিয়া (প্রভুকে বসাইয়া) নিজেও বসিলেন। অন্বয়—(সার্ব্বভৌম) ভট্টাচার্য্য তাঁর (প্রভুর) সঙ্গে মন্দিরে আসিলেন। প্রভুরে আসন দিয়া ইত্যাদি।

১১২। **বেদান্ত পড়াইতে** ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত ৭৪ পয়ারোক্তি-অনুসারে সার্ব্বভৌম বেদান্ত পড়িয়া প্রভুকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। **স্নেহভক্তি**—ইত্যাদি—প্রভুর অল্প বয়স দেখিয়া তাঁহার প্রতি সার্ব্বভৌমের স্নেহ এবং তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম দেখিয়া ভক্তি—এই দুই ভাবের বশীভূত হইয়া তিনি প্রভুকে বলিলেন—তুমি সর্ব্বদা বেদান্ত শ্রবণ করিবে, ইহাই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

১১৩। **বেদান্ত শ্রবণ**—ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করা। **সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম**—সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা।

১১৪। সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।

১১৫। সার্ব্বভৌম বেদান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন, প্রভু শুনিতে লাগিলেন; এইরূপে সাতদিন পর্য্যন্ত প্রভু পাঠ শুনিলেন; কিন্তু পাঠ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই প্রভু বলিলেন না।

১১৬-১৭। **রহ মৌন ধরি**—চুপ করিয়া থাক।

১১৮-১৯। **মূর্খ আমি**—ইহা প্রভুর দৈন্যোক্তি। **নাহি অধ্যয়ন**—আমার পড়াশুনাও (অধ্যয়নও) নাই। **তোমার আজ্ঞাতে** ইত্যাদি—তুমি আদেশ করিয়াছ বেদান্ত শুনিতে, তাই বসিয়া বসিয়া শুনি। **সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম** ইত্যাদি—তুমি বলিয়াছ, বেদান্ত শ্রবণই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম; তাই বেদান্ত শুনি। **তুমি যে করহ** ইত্যাদি—কিন্তু তুমি বেদান্তের যে ব্যাখ্যা কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না (সার্ব্বভৌম বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করিতেছেন, তাহা প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রভুর মনে হয় না—ইহাই প্রভুর উক্তির মর্ম্ম; কিন্তু সার্ব্বভৌম তখনও এই মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; তিনি মনে করিয়াছেন—পাণ্ডিত্যের বা বুদ্ধি-চাতুর্য্যের অভাবেই প্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছেন না)।

১২০। প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—যে মনে করে যে, সে কাহারও ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতেছে না,

তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার—বুঝিতে না পারি॥১২১
প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ ১২২
সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ১২৩
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥ ১২৪
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বুঝিবার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা—কোন্ স্থলে বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা জানাইয়া প্রশ্ন করা—তো তাহার কর্ত্তব্য? তুমি তাহা কর না কেন? **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে।

১২১। তুমি কিছুই জিজ্ঞাসা কর না; কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া যাও মাত্র; তোমার অভিপ্রায় কি, তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না।

১২২। **সূত্রের**—ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের; বেদান্তের মূলে যাহা লিখিত আছে, তাহার। **নির্ম্মল**—পরিষ্কার। **বিকল**—অস্থির।

সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যখন বেদান্তের মূলসূত্র পড়িয়া যাও, তখন সূত্র শুনিয়াই আমি তাহার অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহই থাকে না; কিন্তু সূত্র পড়িয়া পরে তুমি যে ব্যাখ্যা কর, তাহা শুনিয়াই আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে।" সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে না বলিয়াই প্রভুর মন অস্থির হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে প্রভু সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার ক্রটী দেখাইতেছেন।

১২৩। **সূত্রের**—বেদান্তসূত্রের; ব্রহ্মসূত্রের। **ভাষ্য**—১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলিলেন—সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলাই হইল ভাষ্যের কাজ; কিন্তু তুমি বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য বলিতেছ, তাহাতে বেদান্তসূত্রের অর্থ প্রকাশ না পাইয়া বরং প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই সার্ব্বভৌম বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। প্রভু শঙ্করভাষ্যের দোষ দেখাইতেছেন।

১২৪। **মুখ্যার্থ**—মুখ্যাবৃত্তিমূলক অর্থ; কোনও শব্দের উচ্চারণমাত্রেই যে অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে সেই শব্দের মুখ্যার্থ বলে। ১।৭।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কল্পনা-অর্থেতে**—কল্পনামূলক অর্থ; স্বকপোল-কল্পিত অর্থ; নিজের কল্পিত অর্থ।

প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"মুখ্যাবৃত্তিতে তুমি সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছ না; সূত্রের মুখ্য অর্থই সহজ অর্থ এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত অর্থ দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তুমি মুখ্য অর্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছ।"

মুখ্য অর্থই যে সূত্রের প্রকৃত অর্থ এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ যে মুখ্যার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে।

১২৫। **উপনিষৎ**—শ্রুতি; বেদের যে অংশে পরতত্ত্বের নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাকে উপনিষৎ বলে (১।৭।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শব্দ**—বাক্য; বাণী। **উপনিষদ্ শব্দের**—উপনিষদের শব্দের; উপনিষদের বাক্যের; উপনিষদে যে সমস্ত বাক্য বা উক্তি আছে, তাহাদের।

উপনিষদের বাক্যসমূহের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই ব্যাসদেব বেদান্তের সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ যাহা, তাহাই উপনিষদ্-বাক্যের মুখ্য অর্থের অনুকূল; সুতরাং মুখ্যাবৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ না করিলে, উপনিষদের সহিত তাহার সমন্বয় সম্ভব হইবে না—সুতরাং তাহা প্রকৃত অর্থও হইবে না।

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ-কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ 'লক্ষণা'॥ ১২৬
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সে-ই সে প্রমাণ॥ ১২৭
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥ ১২৮
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে॥ ১২৯
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**১২৬। মুখ্যার্থ**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪ পয়ারের টীকা ও ১।৭।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গৌণার্থ**—গৌণবৃত্তিমূলক অর্থ; ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অভিধাবৃত্তি**—মুখ্যাবৃত্তি; ১।৭।১০৩ পয়ারের টীকায় মুখ্যার্থ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **লক্ষণা**—১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বেদান্তসূত্রের লক্ষণাবৃত্তিমূলক অর্থ করিলে যে মুখ্য এবং প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকায় তাহা দ্রষ্টব্য।

**১২৭। প্রমাণের মধ্যে** ইত্যাদি—যাহা দ্বারা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা যায়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ তিন রকম, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিবাক্য। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যাভিচার দেখা যায়। ভোজ-বাজীতে বাজীকর মস্তকচ্ছেদনাদি কত বীভৎস কাণ্ড দেখায়; আমরাও প্রত্যক্ষ তাহা দেখিতে পাই; কিন্তু বাস্তবিক মস্তকচ্ছেদনাদি কিছুই হয় না, কেবল চক্ষুর ধাঁধা মাত্র; সুতরাং এস্থলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ব্যভিচার হইল। আবার আবৃত স্থানে সদ্যোনির্ব্বাপিত অগ্নি হইতে নির্গত ধূম দেখিয়া আমরা ঐস্থানে অগ্নি আছে বলিয়া অনুমান করি। বাস্তবিক সেইস্থানে আগুন নাই; সুতরাং এস্থলে অনুমানের ব্যভিচার হইল। কিন্তু শ্রুতিবাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকে না; কারণ, তাহা ভগবদ্‌বাক্য—যাহা ঋষিদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি-বাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতির বা বেদের মুখ্যার্থ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

**১২৮। জীবের অস্থি** ইত্যাদি। বেদ যাহা বলিবেন, তাহাই যে বিনা আপত্তিতে লোক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতেছেন। শঙ্খ একজাতীয় প্রাণীর অস্থিবিশেষ; আর গোময় গরুর বিষ্ঠা; প্রাণীর অস্থি ও জীবের বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইলেও শঙ্খ এবং গোময় মহা পবিত্র জিনিস বলিয়া গৃহীত হয়; কারণ, বেদ এই দুইটী জিনিসকে পবিত্র বলিয়াছেন। শঙ্খের জলে ও গোময়-স্পর্শে অপবিত্র জিনিসও পবিত্র হয়। সুতরাং বেদবাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

**১২৯।** ১।৭।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **স্বতঃপ্রমাণ**—যে নিজেই নিজের প্রমাণ। বেদ যাহা বলেন, তাহাই সত্য; কারণ, বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ।

**১৩০। ব্যাসের সূত্রের অর্থ** ইত্যাদি—ব্যাসের সূত্রের অর্থকে সূর্য্যকিরণ এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যকে মেঘ বলার তাৎপর্য্য এই যে, মেঘ সরিয়া গেলেই যেমন সূর্য্যকিরণ দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকেও সেইরূপ দূরে সরাইয়া রাখিলেই বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। মেঘ সরিয়া না গেলে যেমন সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায় না, সেইরূপ যতক্ষণ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সাক্ষাতে থাকিবে, যতক্ষণ সেই ভাষ্যের উপর নির্ভর করা যাইবে, ততক্ষণ বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থবোধ হইবে না।

**স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘ**—শঙ্করাচার্য্যের নিজের কল্পিত ভাষ্যরূপ মেঘ। **করে আচ্ছাদন**—সূত্রের প্রকৃত অর্থকে আচ্ছাদিত করে।

১২৩-১৩০ পয়ারের ফলিতার্থ এই যে, সূত্রের অর্থকে প্রকাশ করাই হইল ভাষ্যের লক্ষণ; এই লক্ষণ যাহার নাই, তাহাকে ভাষ্য বলা যায় না। ১২৩-১৩০ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত

বেদপুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩১
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান ? ॥ ১৩২
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অর্থকে প্রকাশ না করিয়া বরং প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে ভাষ্যের প্রকৃত লক্ষণ নাই; কাজেই এই ভাষ্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষ্য বলাই সঙ্গত হয় না—ইহাই এই কয় পয়ারের তাৎপর্য্য।

**১৩১।** অন্বয়—বেদ-পুরাণে যে ব্রহ্মনিরূপণ কহে,—সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু এবং ঈশ্বর-লক্ষণ হয়েন। বেদে এবং পুরাণে যে ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম বৃহদ্‌বস্তু—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির সংখ্যায় ও কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্‌বস্তু এবং সেই ব্রহ্মে ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ পূর্ণতমভাবে বিরাজমান।

বেদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ:—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় ॥ ২।১॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম। সর্ব্বোপনিষৎসার ॥ ৩ ॥ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ।৩।১ ॥

পুরাণে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ:—জন্মাদস্য যতঃ—শ্রীভা ॥১।১।১॥ স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়-হেতুরহেতুরস্য যৎ ইত্যাদি ॥ শ্রীভা, ১১।৩।৩৬॥ যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং ইত্যাদি ॥ শ্রীভা, ৬।১৬।২২॥

**সেই ব্রহ্ম** ইত্যাদি—ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থে যে বৃহদ্বস্তু বুঝায়, এবং ব্রহ্ম-শব্দে যে ঈশ্বরকেও বুঝায়, তাহা ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। **ঈশ্বর-লক্ষণ**—ঈশ্বরের লক্ষণ ( গুণাদি ) যাঁহাতে আছে, তাঁহাকে বলে ঈশ্বর-লক্ষণ। ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ বলা হইল বৃহদ্‌বস্তু; কিন্তু আকাশাদিও তো বৃহদ্‌বস্তু, তবে আকাশাদিই কি ব্রহ্ম? এই আশঙ্কা দূর করার জন্য বলিতেছেন—না, আকাশাদি বৃহদ্‌বস্তু হইলেও ব্রহ্ম নহে; কারণ, আকাশাদি জড় বস্তু; ব্রহ্ম জড়বস্তু নহেন, ব্রহ্ম চিন্ময়; ব্রহ্মের লক্ষণ এই যে, ব্রহ্ম ঈশ্বর, তিনি নিয়ন্তা, তিনি চেতন, আকাশাদির ন্যায় জড়—অচেতন নহেন; এবং তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং তিনি সবিশেষ, সাকার; তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরাকার নহেন। ব্রহ্মসূত্রের "অথাতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের শ্রীভাষ্যে এইরূপ আছে:—ব্রহ্মশব্দেন চ স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়সংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। স চ সর্ব্বেশ্বরএব অতোব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ॥ অর্থাৎ—ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থে, যাঁহাতে কোনও দোষই নাই এবং যিনি অশেষ-কল্যাণগুণের আকর, সেই পুরুষোত্তমকেই বুঝায়। ব্রহ্মশব্দে সর্ব্ববিষয়ে—স্বরূপে এবং গুণে—বৃহৎ-বস্তুকেই বুঝায়; তিনি সর্ব্বেশ্বর; সুতরাং সেই সর্ব্বেশ্বরই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। ঐস্থলেই আছে—"এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি—।" ইহাতে বুঝা যায়, পরব্রহ্মের চিন্ময় দেহ। আরও আছে "সবিশেষং ব্রহ্ম—," ব্রহ্ম সবিশেষ—সাকার। ব্রহ্মের যে সবিশেষ-রূপও আছে, তাহা উপনিষদ হইতেও জানা যায়। ব্রহ্মের দুই রকম স্বরূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্য যে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মের একটী স্বরূপই—ব্রহ্মের অমূর্ত্ত-স্বরূপ; এই স্বরূপ অব্যক্ত-শক্তিক; কিন্তু এই স্বরূপ পরতত্ত্ব নহেন—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত। ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

**১৩২।** **সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ**—ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **স্বয়ংভগবান্**—১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় ব্রহ্মশব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। যিনি ঈশ্বর, যাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি নিশ্চয়ই সবিশেষ—সাকার; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম যে নিরাকার নহেন, তদ্বিষয়ক আলোচনা ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

**১৩৩।** প্রশ্ন হইতে পারে, কোনও কোনও শ্রুতিও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ—নিরাকার, নির্গুণ—বলিয়া বর্ণনা—করিয়াছেন; সেই সকল শ্রুতির আনুগত্যে শঙ্করাচার্য্যও যদি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাতে কি দোষ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"প্রাকৃত নিষেধি" ইত্যাদি—শ্রুতি যেস্থলে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের শরীর নাই, গুণ নাই ইত্যাদি, সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে—ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত গুণ নাই,—ইত্যাদিই শ্রুতির উক্তির তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীরাদি নাই সত্য, কিন্তু অপ্রাকৃত শরীরাদি আছে। (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

**নির্ব্বিশেষ**—চক্ষু কর্ণাদি, দেহাদি, কি গুণাদি—ইহাদের কোনওরূপ বিশেষত্বসূচক বস্তুই নাই যাঁহার; যাঁহার দেহ নাই, চক্ষু কর্ণাদি নাই, গুণাদি নাই, তিনি নির্ব্বিশেষ। **কহে যেই শ্রুতিগণ**—যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন। "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ কঠোপনিষৎ॥ ২।২২॥"—এই শ্রুতি ব্রহ্মকে অশরীর—দেহশূন্য—বলিয়াছেন। "অপাণিপাদো জবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। শ্বেতাশ্বতর॥ ৩।১৯॥ এই শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই—কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দেখেন, শুনেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত "অশরীরং" ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্যে ব্রহ্মকে অশরীরী—দেহহীন বলা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলা হইয়াছে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ কঠ। ২।২৩॥"—এই আত্মা বহু বেদাধ্যয়নদ্বারা লভ্য নহেন, মেধাদ্বারা লভ্য নহেন, বহুবেদশ্রবণদ্বারা লভ্য নহেন; এই আত্মা যাঁহাকে বরণ ( কৃপা ) করেন, তিনিই ইঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহার নিকটেই এই আত্মা স্বীয় তনু ( শরীর বা স্বরূপকে ) প্রকাশ করেন।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের—আত্মার—স্বীয় "তনু" বা শরীর আছে; সুতরাং তিনি সতনু—সশরীর; অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে তাঁহাকে "অশরীর" বলা হইয়াছে। ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই ( ২।২২ শ্লোক অনুসারে ); কিন্তু তাঁহার "অপ্রাকৃত শরীর" আছে ( ২।২৩ শ্লোকানুসারে )। কঠোপনিষদের উক্ত ২।২৩ শ্লোক হইতে ইহাও জানা যায় যে—ব্রহ্মের "বরণ—কৃপা" করিবার শক্তি আছে, "স্বীয় তনুকে" সাধকের সমক্ষে প্রকাশ করিবার শক্তিও আছে; সুতরাং তিনি নিঃশক্তিক—নির্ব্বিশেষ—নহেন; তবে তাঁহাতে প্রাকৃত শক্তি—মায়াগুণজাত শক্তি নাই সত্য; কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি আছে; তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা ( অপ্রাকৃত ) শক্তি আছে। শ্বেত। ৬।৮।" আবার অপাণিপাদো জবনোগৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—ব্রহ্মের চরণ নাই কিন্তু চলেন, হাত নাই কিন্তু গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই কিন্তু দেখেন, কর্ণ নাই কিন্তু শুনেন। এই প্রমাণে বলা হয়—ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি নাই; সুতরাং ব্রহ্ম নিরাকার। উক্ত" "অপাণিপাদো" বচনে ব্রহ্মের যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কিন্তু ইন্দ্রিয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে থাকিতে পারে ? চক্ষু না থাকিলে দেখেন কিরূপে ? পদ না থাকিলে চলেন কিরূপে ? সুতরাং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যখন আছে, ব্রহ্মের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ও আছে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ইন্দ্রিয়াদিই থাকে, তবে "অশরীরং শরীরেষু—"ইত্যাদি কঠোপনিষদের বচনে ব্রহ্মকে অশরীরী বলা হইল কেন, "অপাণিপাদো—" ইত্যাদি বচনে হস্তপদাদি নাই বলা হইল কেন ? উত্তর :—প্রাকৃত আকার, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্মকে নিরাকার বলা হইয়াছে—অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নাই, প্রাকৃত রূপ নাই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। প্রাকৃত জীবের শরীর যেমন অস্থিমজ্জামাংসাদি দ্বারা গঠিত, ব্রহ্মের শরীর সেইরূপ নহে; ব্রহ্মের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধসত্ত্বময়—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তাঁহার অপ্রাকৃত দেহাদি আছে। যথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে, কৃষ্ণামৃতে :—যোসৌ নির্গুণ ইত্যুক্ত শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥ ২১৩॥ অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ। বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দ ঘনাকৃতিঃ॥ ২১৫॥ অর্থাৎ শাস্ত্র জগদীশ্বর-শ্রীকৃষ্ণকে যে নির্গুণ বলিয়াছেন, তাহাতে—প্রাকৃত-হেয়গুণদ্বারা হীন—ইহাই বলিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত অনন্ত-গুণবিশিষ্ট ও পূর্ণানন্দ-ঘনমূর্ত্তি।

যাহা প্রকৃতি বা মায়া হইতে জাত, তাহাকে প্রাকৃত বলে; যাহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে, প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও যাহা বিরাজিত, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না—তাহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়। ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান,

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ( ৬।৬৭ )—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ৮ ॥

**ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব—ব্রহ্মেতে জীবয়।**
**সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥ ১৩৪**

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যা যা শ্রুতি র্বেদঃ নির্ব্বিশেষং নিরাকারং জল্পতি কথয়তি সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষং সাকারং এবাভিধত্তে গৃহীতবতীত্যর্থঃ। তাসাং শ্রুতীনাং বিচারযোগে সতি সবিশেষমেব প্রায়ঃ বাহুল্যেন হন্ত ইত্যাশ্চর্য্যে বলীয়ঃ বলবদ্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমালা ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই তিনি "নিত্যো নিত্যানাং—কঠ। ২।২।১৩॥"; সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। ছান্দোগ্য। ৬।২।১॥" সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনিই মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ছান্দোগ্য। ৬।২।৩।" সুতরাং প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে-ব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন, তাঁহার দেহ বা ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত হইতে পারে না।

**প্রাকৃত নিষেধি**—ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ, বা প্রাকৃত-দেহ নিষেধ করিয়া। **অপ্রাকৃত করয়ে** স্থাপন—ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত গুণ ও অপ্রাকৃত দেহাদি আছে, তাহা স্থাপন করেন।

**শ্লো। ৮। অন্বয়।** যা যা ( যেই যেই ) শ্রুতিঃ ( শ্রুতি—বেদ ) নির্ব্বিশেষং ( নির্ব্বিশেষ—রূপগুণাদি-রহিত—নিরাকার বলিয়া ) জল্পতি ( নির্দ্দেশ করে ), সা সা ( সেই সেই ) [ শ্রুতিঃ ] ( শ্রুতি—বেদ ) সবিশেষং ( সবিশেষ—রূপগুণসমন্বিত—সাকার বলিয়া ) এব ( ই ) অভিধত্তে ( নির্দ্ধারণ করে ); তাসাং ( তাহাদের—সে সমস্ত শ্রুতির ) বিচারযোগে সতি ( বিচার করিলে দেখা যায় ) হন্ত ( আশ্চর্য্যের বিষয় ) প্রায়ঃ ( প্রায়শঃ ) সবিশেষমেব ( সবিশেষ পক্ষই ) বলীয়ঃ ( বলবৎ হইয়া থাকে )।

**অনুবাদ।** যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ ( রূপ-গুণাদি-রহিত নিরাকার ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে সবিশেষ ( রূপ-গুণাদিবিশিষ্ট সাকার ) বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয়বিধ-শ্রুতির বিচার করিলে সবিশেষ-পক্ষই বাহুল্যে বলবান্ হয়। ৮

১৩৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

**১৩৪।** এই পয়ারে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি ( তৈত্তিরীয় ৩। ১। ) শ্রুতির অর্থ করিতেছেন।

**ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব**—ইহা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" অংশের মর্ম্ম। **ব্রহ্মেতে জীবয়**—ব্রহ্মদ্বারাই এই বিশ্ব বা ভূতসকল জীবিত থাকে। ইহা "যেন জাতানি জীবন্তি"-অংশের মর্ম্ম। "অন্নেন জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল অন্নদ্বারাই জীবিত থাকে ( তৈত্তি। ৩। ২ ); প্রাণেন জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল প্রাণদ্বারা জীবিত থাকে ( তৈত্তি।৩।৩ )। "মনসা জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল মনোদ্বারা জীবিত থাকে ( তৈত্তি।৩।৪ )। "বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি—বিজ্ঞানদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে ( তৈত্তি।৩।৫ )। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে। ( তৈত্তি।৩।৬ )। এইরূপে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ—এসমস্ত দ্বারাই ভূতসকল জীবিত থাকে বলিয়া এবং "অন্নং ব্রহ্ম", "প্রাণো ব্রহ্ম," "মনো ব্রহ্ম", "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" এবং "আনন্দং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌বাক্যানুসারে অন্ন-প্রাণ-মনঃ প্রভৃতি প্রত্যেকেই ব্রহ্ম বলিয়া এক কথায় বলা যায় যে—ব্রহ্মদ্বারাই ভূতসকল জীবিত থাকে। **সেই ব্রহ্মে** ইত্যাদি—যে ব্রহ্ম হইতে ভূতসকল জন্মে এবং যে ব্রহ্মদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে, সেই ব্রহ্মেই সৃষ্টিধ্বংসকালে ভূতসকল সূক্ষ্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। ইহা "যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" অংশের মর্ম্ম।

অপাদান-করণাধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের 'সবিশেষ' এই তিন চিহ্ন॥ ১৩৫
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃতশক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥ ১৩৬
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**১৩৫।** পূর্ব্ব পয়ারের অর্থ হইতে ( অথবা যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ হইতে ) বুঝা যায় যে, সৃষ্টিসম্বন্ধে ব্রহ্মই অপাদান, করণ এবং অধিকরণ কারক।

**অপাদান**—যস্মাদ্বস্তুনো বস্ত্বন্তরস্য চলনং ভবতি তদপাদানম্। যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর চলন হয়, তাহাকে অপাদান বলে। যেমন, পিতা হইতে পুত্রের জন্ম হয়; এস্থলে পিতা হইলেন অপাদান-কারক। তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব জন্মে,—এস্থলে ব্রহ্ম হইলেন অপাদান-কারক। **করণ**—ক্রিয়ায়াং সাধ্যায়াং বহূনাং কারণানাং মধ্যে কারণান্তর-ব্যবধানাভাবে যদ্বস্তু ক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণং বিবক্ষিতং তস্মিন্ করণত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। কোনও ক্রিয়া-নিষ্পত্তির নিমিত্ত বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অন্য কারণের ব্যবধানাভাবে যে কারণটী ক্রিয়া-নিষ্পত্তির কারণ হয়, তাহাকে করণ বলে। যেমন, কলমদ্বারা কাগজ লেখা হয়—এস্থলে হস্তাদিও লেখার কারণ বটে; কিন্তু কলমই অব্যবহিত কারণ হওয়ায় কলম হইল করণ। তদ্রূপ, অন্নাদিরূপ ব্রহ্মই বিশ্ববাসী জীবগণের জীবনধারণের অব্যবহিত কারণ হওয়াতে ব্রহ্ম করণকারক হয়েন। **অধিকরণ**—আধার-রূপ-কারকম্। আধারকে অধিকরণ বলে। যেমন, কলসে জল আছে—এস্থলে কলস হইল জলের আধার; তাই কলস হইল অধিকরণ-কারক। তদ্রূপ, ব্রহ্মে সমস্ত বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ব্রহ্মেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে বলিয়া ব্রহ্ম হইল বিশ্বের আধার; তাই ব্রহ্ম হইলেন অধিকরণ কারক। **কারক তিন**—অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিনটী কারক। বিশ্বসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইলেন অপাদান কারক, করণ কারক এবং অধিকরণ কারক। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব জন্মে, ব্রহ্মদ্বারাই বিশ্ব জীবিত থাকে এবং ব্রহ্মেই বিশ্ব অবস্থান করে; ইহা হইতেই বুঝা যায়—ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির শক্তি আছে, বিশ্বকে পালন করিবার শক্তি আছে এবং বিশ্বকে আশ্রয় দেওয়ার শক্তিও আছে। এই সকল শক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়া ব্রহ্ম সবিশেষ। **ভগবানের সবিশেষ** ইত্যাদি—এই তিনটী কারকই ভগবানের সবিশেষত্বের চিহ্ন বা প্রমাণ। যাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি ভগবান্; ব্রহ্মের শক্তি আছে—শক্তির বৈচিত্রী আছে; শক্তির বৈচিত্রীই ঐশ্বর্য্য; সুতরাং ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যও আছে; তাই ব্রহ্মই ভগবান্। ব্রহ্মের ভগবত্তার এবং সবিশেষত্বের প্রমাণ এই যে, তিনি বিশ্বের সম্বন্ধে অপাদান-কারক, করণ-কারক এবং অধিকরণ কারক।

**১৩৬-৭।** ব্রহ্মের যে মন এবং নয়ন আছে এবং সেই মন ও নয়ন যে প্রাকৃত নহে—পরন্তু অপ্রাকৃত—তাহাই যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—এই (ছান্দোগ্য ৬।২।৩) শ্রুতিবাক্যের অনুবাদই হইল ১৩৬ পয়ার।

**বহু হৈতে**—অনেক রূপে প্রকাশ পাইতে, সৃষ্ট-বস্তুর অন্তর্য্যামিরূপে অনেক হইতে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ একই ছিলেন, "এক এব আসীৎ পুরা।" "অহমেবাসমেবাগ্রে—"। সৃষ্টির পরে অন্তর্য্যামি রূপে প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুতে তিনি প্রবেশ করেন; ইহা দ্বারা তিনি বহু হইলেন। **যবে কৈল মন**—যখন ইচ্ছা করিলেন। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। তৈত্তিরীয় ২।৬।" ইচ্ছা মনের একটী কার্য্য; মন না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতে পারে না; সৃষ্টির পূর্ব্বেই যখন ভগবানের ( বহু রূপে প্রকাশ পাইবার জন্য ) ইচ্ছা হইল, তখন নিশ্চিতই বুঝা যায়, তাঁহার মন আছে। **প্রাকৃত শক্তিকে**—মায়ার প্রতি। **কৈল বিলোকন**—দৃষ্টি করিলেন। দৃষ্টি দ্বারা ভগবান্ মায়াতে সৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চারিত করেন; তখনই সেই মায়া বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইতে থাকে। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আপনাতে লীন জীবের পূর্ব্ব-সৃষ্টিকৃত প্রারব্ধের প্রতি দৃষ্টি করেন এবং মনে করেন—এক আমি প্রজার ( জীবের ) নিমিত্ত তদন্তর্যামিরূপে অনেক হইব।" "কৈল বিলোকন"-দ্বারা বুঝা যায়, ভগবানের নয়ন আছে।

ব্রহ্ম-শব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৩৮
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥ ১৩৯

তথাহি ( ভাঃ—১০।১৪।৩২ )—
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন কেবলং স্তন্যদায়িন্যস্তা এব ধন্যাঃ কিন্তু শ্রীনন্দাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি ব্রজবাসিনোঽতিধন্যা ইত্যাহ—অহো ইতি। বীপ্সা পরমহর্ষেণ ভাগ্যাতিশয়াভিপ্রায়েণ বা, নন্দগোপস্য ব্রজ ওকো নিবাসো যেষাং যদ্বা, নন্দশ্চ গোপাশ্চ অন্যে চ ব্রজৌকসঃ পশুপক্ষ্যাদয়ঃ সর্ব্বে তেষাং কিং বক্তব্যং নন্দস্য ভাগ্যম্ অহো গোপানামপি সর্ব্বেষাং পরমভাগ্যমিত্যেবমত্র কৈমুতিকন্যায়োঽবতার্য্যঃ যেষাং মিত্রং বন্ধুঃ ত্বং তত্র চ পরম আনন্দো যস্মাদিতি কদাচিৎ শোকদুঃখাদিকং সুখাল্পত্বঞ্চ নিরস্তং পূর্ণমিতি প্রত্যুপকারাপেক্ষকত্বাদিকং ব্রহ্ম ব্যাপকমিতি কুত্রচিদলভ্যত্বং সনাতনং নিত্যমিতি কদাচিদপ্যপ্রাপ্যত্বম্। যদ্বা, পূর্ণং ব্রহ্ম ত্বং যেষাং মিত্রং সনাতনং মিত্যমিত্রতয়ৈব নিত্যং বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। ন কেবলমাপত্ত্রাণাদিকং কিন্তু পরমানন্দপ্রদং চেত্যাহ, পরমানন্দং পরমানন্দস্বরূপং যদ্বা, আনন্দং পরং কেবলং মিত্রং ন তু ঈশ্বরাদিরূপং প্রেমবিশেষ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**সেই কালে** ইত্যাদি—যে সময়ে ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনও প্রাকৃত-সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং তখনও প্রাকৃত মন ও প্রাকৃত-নয়নের জন্ম হয় নাই। ( কারণ, দৃষ্টির পরেই প্রাকৃত-সৃষ্টি হইয়াছিল ), অথচ তখনও ব্রহ্মের মন ও নয়ন ছিল; ( তাহা না হইলে তিনি ইচ্ছা ও দৃষ্টি করিতে পারিতেন না ); ইহাতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মের মন ও নয়ন প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। অর্থাৎ ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদি আছে; সুতরাং তিনি সাকার। [ প্রকৃতি বা মায়া হইতে যে সমস্ত বস্তুর জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাকৃত বা মায়িকবস্তু বলে। যাহাদের জন্ম প্রকৃতি হইতে হয় নাই, যাহারা প্রকৃতি বা মায়ার অতীত, তাহাদিগকে অপ্রাকৃত বস্তু বলে। ]

**১৩৮।** ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ; ব্রহ্ম অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নাই বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত আকার আছে,—এসব প্রতিপন্ন হইল; কিন্তু সেই ব্রহ্ম কে? তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্ম বলিতে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ কে? শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; বেদাদি-শাস্ত্রে এই প্রমাণই পাওয়া যায়। **শাস্ত্রের প্রমাণ**—বেদাদি-শাস্ত্রের উক্তি-অনুসারে। "কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। গোপাল-তাপনী-শ্রুতি। ১.৩।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১ ॥ কৃষির্ভূবাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" ইত্যাদিই কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব এবং স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ। ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

**১৩৯।** পূর্ব্বপয়ারে বলা হইল, শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, বেদে স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না কেন? ইহার উত্তর বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, ইহা বেদও বলেন; কিন্তু বেদের মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি না; কেননা, বেদের অর্থ অত্যন্ত গূঢ়, সহজে বুঝা যায় না; এজন্যই ব্যাসদেব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বেদের মর্ম্ম লইয়া পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন; বেদের কথাই পুরাণে সরল-ভাষায় লিখিত হইয়াছে; সুতরাং পুরাণের উক্তির ও বেদের উক্তির মর্ম্ম একই। এই পুরাণ-সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রেষ্ঠ, এই শ্রীমদ্‌ভাগবত আবার বেদান্তসূত্রের স্বয়ং-ব্যাসদেব-লিখিত অকৃত্রিম ভাষ্য; সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবত যাহা বলেন, তাহা বেদ ও বেদান্তেরই উক্তিমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা এই শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন; "এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"—১।৩।২৮ ॥ আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম—স্বয়ং ভগবান্,—তাহারই প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

**শ্লো। ৯। অন্বয়।** নন্দগোপব্রজৌকসাং ( নন্দগোপ-ব্রজবাসীদিগের ) অহো ভাগ্যং ( কি আশ্চর্য্য ভাগ্য )!

'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥ ১৪০

অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ'।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ' ॥ ১৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হাগ্যাপত্তেঃ। যদ্বা, পূর্ণং ব্রহ্মাপি ত্বং যে নন্দগোপব্রজৌকস এব মিত্রাণি যস্য তথাভূতমসি নপুংসকত্বং ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ শ্রীভগবৎপ্রিয়তমানামপি শ্রীরাধাদীনাং মাহাত্ম্যং তদানীং বাল্যে তদ্রক্ষাপ্রবৃত্তেঃ কিম্বা পুত্রত্বাদিনা লজ্জাতঃ পরম-গোপ্যত্বাদ্বা ব্যক্তং ন বর্ণিতম্ ॥ শ্রীসনাতন ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অহো ভাগ্যং ( কি আশ্চর্য্য ভাগ্য )! যৎ ( যাঁহাদের ) মিত্রং ( মিত্র ) পরমানন্দং ( পরমানন্দ ) পূর্ণং ( পূর্ণ ) সনাতনং ( নিত্য ) ব্রহ্ম।

**অনুবাদ।** নন্দগোপ-ব্রজবাসীদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র! ৯

গো-বৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসী-দিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া এই শ্লোকটী বলিয়াছেন। **নন্দগোপ ব্রজৌকসাং**—নন্দগোপ এবং ব্রজবাসীদিগের। **নন্দগোপ**—ব্রজরাজ নন্দ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র—ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য। **ব্রজৌকসাং**—ব্রজ হইয়াছে ওকঃ ( বাসস্থান ) যাঁহাদের, তাঁহাদের; ব্রজবাসীদের। ব্রজবাসীদের সৌভাগ্য এই যে—তাঁহারা সকলেই মিত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও বন্ধু, কাহারও প্রাণবল্লভ, কাহারও বাৎসল্যের পাত্র—ইত্যাদি রূপে, ব্রজবাসীদের সকলের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুজনোচিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সেই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? তিনি **পরমানন্দং**—পরমানন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দরূপ, আনন্দঘনমূর্ত্তি; **পূর্ণং**—পূর্ণতম; **সনাতনং**—নিত্য, শাশ্বত; অনাদিকাল হইতে যিনি আছেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যিনি থাকিবেন, তাদৃশ **ব্রহ্ম**—শ্রুতিতে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি। শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্ম-শব্দের পরম-পরিণতি।

এই শ্লোকে নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের নিত্যবন্ধুকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের নিত্যবন্ধু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পূর্ণব্রহ্ম, তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল। ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত আকারাদি আছে, তাহাও এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হইল। কারণ, যিনি ব্রজবাসীদিগের নিত্যবন্ধু, তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার নহে।

১৪০। এক্ষণে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের সমন্বয় দেখাইতেছেন। **অপাণিপাদ-শ্রুতি**—যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে "অপাণিপাদ" বলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের পাণি ( হাত ) নাই, ব্রহ্মের পাদ ( চরণ ) নাই ইত্যাদি বলেন। **বর্জ্জে প্রাকৃত পাণিচরণ**—সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের যে প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। **পুনঃ কহে** ইত্যাদি—সেই সকল শ্রুতিই আবার বলেন, ব্রহ্ম শীঘ্র চলেন, সমস্ত গ্রহণ করেন ( শ্রুতির উক্তি এই :—জবনোগৃহীতা অর্থাৎ ব্রহ্ম চলেন এবং গ্রহণ করেন )।

১৪১। **অতএব** ইত্যাদি—কিন্তু যাঁহার চরণ নাই, তিনি কিরূপে চলিতে পারেন? যাঁহার হস্ত নাই, তিনিই বা কিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন? অথচ শ্রুতি যে বলিতেছেন, ব্রহ্ম চলেন, ব্রহ্ম গ্রহণ করেন—এ কথাও মিথ্যা হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মের নিশ্চয়ই হস্ত-পদ আছে; কিন্তু হস্তপদাদিই যদি থাকে, তবে শ্রুতি আবার তাঁহাকে অপাণিপাদ বলেন কেন? ব্রহ্মের হস্তপদ নাই—একথা বলেন কেন? এ কথাও তো মিথ্যা হইতে পারে না? না, এ কথাও মিথ্যা নহে। এ কথা দ্বারা শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই; কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে, এই অপ্রাকৃত হস্তপদ দ্বারাই তিনি চলেন এবং গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষ ( সাকার )ই বলিতেছেন।

ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ 'নিরাকার' ?॥ ১৪২
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ?॥ ১৪৩

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ( ৬।৭।৬১ )—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১০
তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ( ১।১২।৬৯ )—
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**মুখ্য ছাড়ি** ইত্যাদি। মুখ্যার্থ ছাড়িয়া—ব্রহ্ম-শব্দের বৃংহতি ও বৃংহয়তি এই দুইটী অর্থের মধ্যে বৃংহয়তি অংশ ত্যাগ করিয়া। লক্ষণা দ্বারা কল্পিত অর্থ করাতেই শঙ্করাচার্য্য সবিশেষ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ ( নিরাকার ) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৪২। ষড়ৈশ্বর্য্য**—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥ (১) ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিত্ব; (২) বীর্য্য—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, (৩) যশঃ—বাক্য, মন ও শরীরাদির সদ্গুণ-খ্যাতি, (৪) শ্রী—সর্ব্ববিধ সম্পদ, (৫) জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং (৬) বৈরাগ্য—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, এই ছয়টীর সম্পূর্ণতাকে ষড়ৈশ্বর্য্য বলে। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ**—ষড়ৈশ্বর্য্যসমন্বিত পূর্ণ আনন্দস্বরূপ; অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং আনন্দময়। **বিগ্রহ**—দেহ, রূপ। ১।৭।১০৬ এবং ১।২।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৪৩।** ব্রহ্ম যে নিঃশক্তিক নহেন, তাহা বলিতেছেন। **স্বাভাবিক**—স্বভাবসিদ্ধ। **তিনশক্তি**—তিন রকমের শক্তি; পরবর্ত্তী "বিষ্ণুশক্তিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পরা, অপরা ও মায়াশক্তি। **নিঃশক্তি**—শক্তিশূন্য। ব্রহ্মে স্বভাবতঃই তিনটী শক্তি আছে; অথচ তুমি ( সার্ব্বভৌম—শঙ্করাচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া ) সেই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক সিদ্ধান্ত করিতেছ।

**শ্লো।। ১০।অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে "পরাশক্তি" বলিতে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, "অপরা-শক্তি" বলিতে তটস্থাখ্য জীবশক্তি এবং "অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞা" বলিতে মায়াশক্তিকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের যে তিনটী শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মের বা ভগবানের অনন্তশক্তির কথা শুনা যায়; অথচ এই শ্লোকে তাঁহার মাত্র তিনটী শক্তি আছে বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের অনন্তশক্তির শ্রেণীবিভাগ করিলে তিনশ্রেণীর ( বা তিনজাতীয় ) শক্তিই পাওয়া যায়; এই তিনটী শক্তিকে তিনটী প্রধানশক্তি মনে করিলে ইহাদের অনন্ত বৈচিত্রীই অনন্তশক্তিরূপে প্রতিভাত হইবে। "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি—জীবশক্তি নাম॥ ২।৮।১১৬॥"

**শ্লো।। ১১। অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৪।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী—"বিষ্ণুশক্তিঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে যে পরা বা অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বরূপ-শক্তিরই তিন রকম বিকাশ; এই তিন রকম বিকাশের নামই হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। "স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥ ২।৮।১১৮-৯॥" এই শ্লোক হইতে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, "বিষ্ণুশক্তিঃ"—ইত্যাদি শ্লোকোক্ত পরা ( অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ), অপরা (তটস্থা জীবশক্তি ) এবং অবিদ্যা ( বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি )—ব্রহ্মের এই তিনটী শক্তি থাকিলেও কেবলমাত্র পরা বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই তিনটী যাহার বৃত্তিবিশেষ, সেই স্বরূপশক্তিই—ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে বা বিগ্রহে অবস্থিত; অপরা বা তটস্থাখ্য-জীবশক্তি এবং অবিদ্যা বা মায়াশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত নহে ( তটস্থাখ্য-জীবশক্তির অবস্থানসম্বন্ধে ১।২।৮৬ পয়ারের টীকা এবং মায়াশক্তির অবস্থানসম্বন্ধে ১।৫।৪৯ এবং ১।২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের ইহাই মর্ম্ম। দ্বিতীয়ার্দ্ধের মর্ম্ম এই যে—সাত্ত্বিকী ( হ্লাদকরী ), রাজসিকী (মিশ্রা) এবং তামসিকী (তাপকরী)—এই তিনটী প্রাকৃতশক্তি ভগবানে নাই, যেহেতু তিনি প্রাকৃতগুণবর্জ্জিত।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন-অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৪৪
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ১৪৫
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মে বা ভগবানে অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণ থাকিলেও তাঁহাতে যে প্রাকৃত-গুণ নাই এবং অসংখ্য অপ্রাকৃতশক্তি থাকিলেও তাঁহার স্বরূপে যে প্রাকৃত শক্তি ( মায়াশক্তি ) নাই, তাহাই এই শ্লোকে সূচিত হইতেছে। ইহাও ব্যঞ্জিত হইতেছে যে—যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা নির্গুণ বলিয়াছেন, সে-সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মে প্রাকৃত-শক্তি নাই, প্রাকৃত গুণও নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত-শক্তি এবং অপ্রাকৃত গুণ আছে। এরূপ অর্থ না করিলে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় হয় না।

**১৪৪-৫। সচ্চিদানন্দময়**—সৎ, চিৎ, ও আনন্দময়। ঈশ্বরের স্বরূপ তিন অংশে বিভক্ত যথা—(১) সৎ ( সত্ত্বা, অস্তিত্ব ), চিৎ ( জ্ঞান, যিনি স্ব-প্রকাশ হইয়া পরকে প্রকাশ করেন ) এবং (৩) আনন্দ ( সর্ব্বাংশে নিরবচ্ছিন্ন পরম-প্রেমের আস্পদ )।

**তিন অংশে**—সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশে। **চিচ্ছক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; উক্ত "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি; এই শক্তি কেবল চৈতন্যরূপিণী। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের এই তিন অংশে উক্ত চিচ্ছক্তি তিন নামে অভিহিত হন; অর্থাৎ তিন রূপে প্রকাশ পান।

চিচ্ছক্তি যে-রূপে "আনন্দ"-অংশকে ধারণ করেন, তাহাকে হ্লাদিনী, যে-রূপে "সৎ"-অংশকে ধারণ করেন, তাহাকে সন্ধিনী এবং যেরূপে "চিৎ" অংশকে ধারণ করেন, তাহাকে সম্বিৎ-শক্তি বলে। বিশেষ বিবরণ ১।৪।৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

**১৪৬। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি**—"বিষ্ণুশক্তিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তি, যাহার অপর নাম চিচ্ছক্তি। **তটস্থা জীবশক্তি**—শ্লোকোক্ত "অপরা ক্ষেত্রজ্ঞা" শক্তি; ১।২।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বহিরঙ্গা মায়াশক্তি**—শ্লোকোক্ত "অবিদ্যা" শক্তি। ১।২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তিনে করে প্রেমভক্তি**—এই তিন প্রকারের শক্তির প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমযুতা ভক্তি প্রদর্শন করেন, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ভগবৎ-শক্তিসমূহের দুইরূপে অবস্থিতি—প্রথমতঃ কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; দ্বিতীয়তঃ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। ভগবৎ-সন্দর্ভ। ১১৮। উক্তশক্তিত্রয় তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রীরূপ মূর্ত্তবিগ্রহেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা করিয়া থাকেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। অমূর্ত্তরূপে—কেবল শক্তিরূপে—শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত কার্য্যসাধনরূপ সেবা বা অভিপ্রেত কার্য্যসাধনের সহায়তারূপ সেবাও তাঁহারা করিয়া থাকেন।

অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি মূর্ত্তরূপে ভগবৎ-পরিকর, ভগবদ্ধাম এবং লীলাসাধক দ্রব্যাদিরূপে প্রকটিত হইয়া ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন; আবার কেবলমাত্র অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে ভগবৎ-স্বরূপে এবং পরিকরাদির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের অভীষ্ট লীলাদি সম্পাদন করাইয়া থাকেন; রাসাদি-লীলা করিবার যে ইচ্ছা, রাসাদি-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের যে ইচ্ছা বা যোগ্যতা এবং ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও যে ইচ্ছা বা যোগ্যতা—তৎসমস্তই অমূর্ত্ত-চিচ্ছক্তির কার্য্য।

তটস্থা জীবশক্তি জীবরূপে অভিব্যক্ত; জীব দুইরকমের—নিত্যসিদ্ধ ও সংসারাসক্ত; নিত্যসিদ্ধ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই গরুড়াদি ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবানের সেবা করিতেছেন, সংসারাসক্ত জীবও সাধক-ভক্ত বা মায়ামুক্ত হওয়ার পরে সিদ্ধভক্তরূপে ভগবানের সেবা করিতেছেন; যাঁহারা বহির্ম্মুখ, তাঁহারাও স্বরূপে নিত্যকৃষ্ণদাস বলিয়া স্বরূপতঃ কৃষ্ণভক্ত।

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥ ১৪৭
মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর-সনে করহ অভেদ ? ॥ ১৪৮
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ভগবদাদেশে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া এবং সৃষ্ট-প্রপঞ্চে জীবকে তাহার অদৃষ্ট ভোগ করাইয়া আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করিতেছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, আদেশ-পালন-রূপ সেবাব্যতীতও মায়াদেবী প্রকৃতির অষ্টম আবরণে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। "শ্রীমোহিনীমূর্ত্তিধরস্য তত্র বিভ্রাজমানস্য নিজেশ্বরস্য। পূজাং সমাপ্য প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টমূর্ত্তিঃ সপদ্যেব সমভ্যয়ান্মাম্ ॥ ২।৩।২৫॥—শ্রীগোপকুমার বলিতেছেন—"দেখিলাম, সেই প্রকৃতিদেবী স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা করিলেন। সেই ঈশ্বরের কি চমৎকার মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিও লজ্জিত হয়। পরে দেবী পূজা সমাপন করিয়া মনোহর বেশে ঝটিতি আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন।" এইরূপে ত্রিবিধা শক্তিই সর্ব্বদা ভগবানের সেবা করিতেছেন।

"প্রেমভক্তি"-স্থলে "প্রভুর ভক্তি"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

**১৪৭। চিচ্ছক্তিবিলাস**—চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস বা বিকার অর্থাৎ পরিণতি। ভগবানের চিচ্ছক্তিই তাঁহার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে; তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার চিচ্ছক্তিরই পরিণতি বা বিকাশবিশেষ; সর্ব্বত্র তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য বিরাজমান, অথচ সেই ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ যে শক্তি, সেই শক্তিই তুমি স্বীকার করিতেছনা—ইহা তোমার **পরম সাহস**—দুঃসাহস; যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে অস্বীকার করা দুঃসাহসের পরিচায়ক বই আর কি হইতে পারে ?

**১৪৮।** ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব ও নিঃশক্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া এক্ষণে জীবেশ্বরের অভেদত্ব খণ্ডন করিতেছেন। **মায়াধীশ**—মায়ার অধীশ্বর হইলেন ঈশ্বর; মায়া ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া ঈশ্বর হইলেন শক্তিমান্, আর মায়া হইল তাঁহার শক্তি; শক্তিমান্ বলিয়া ঈশ্বর হইলেন মায়ার নিয়ন্তা বা অধীশ্বর। **মায়াবশ**—মায়ার বশীভূত, জীব। মায়ার বশ্যতা স্বীকার করিয়াই জীব মায়িক সংসারে আসিয়াছে এবং আসিয়াও মায়ার আনুগত্যেই মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। মায়ার উপর জীবের কোনও কর্ত্তৃত্বই নাই, জীব নিজের শক্তিতে ঈশ্বর-শক্তি-মায়ার বশ্যতা হইতেও নিজেকে দূরে সরাইতে পারে না—নিজের শক্তিতে মায়া হইতে দূরে থাকিতে পারে না; মায়া ঈশ্বর-শক্তি বলিয়া জীব অপেক্ষা বলীয়সী; তাই "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" গীতা। ৭।১৪।—বাক্যে এই মায়াকে জীবের পক্ষে "দুরত্যয়া" বলা হইয়াছে। **ঈশ্বরে-জীবে-ভেদ**—ঈশ্বরে ও জীবে পার্থক্য। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে—ঈশ্বর হইলেন মায়ার অধীশ্বর বা নিয়ন্তা, আর জীব হইলেন মায়ার অধীন, মায়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে মায়াধীন-জীবকে মায়াধীশ-ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়াছেন—তিনি বলেন জীব ও ঈশ্বরে (বা ব্রহ্মে) কোনও ভেদ নাই। মহাপ্রভু বলিতেছেন—অধীশ্বরে এবং অধীনে যেমন ভেদ, নিয়ন্তায় এবং নিয়ন্ত্রিতে যেমন ভেদ, ঈশ্বরে এবং জীবেও তেমনি ভেদ। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য; সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে কখনও এক হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে "কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা"—এই (১।১।১৪) সূত্রের শ্রীভাষ্যে আছে:—"জীবস্যাবিদ্যাপরবশস্য।—জীব মায়ার একান্ত বশীভূত।" মায়া অর্থ মায়া-নির্ম্মিত কর্ম্মও হইতে পারে। ঈশ্বর কর্ম্মবশ্যতাহীন, আর জীব কর্ম্মবশ্য; সুতরাং জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমপাদে "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। ১।১।২০।" এই সূত্রের শ্রীভাষ্যে আছে:—"পরমাত্মনঃ কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরহিতত্বমিত্যর্থঃ কর্ম্মাধীনসুখদুঃখভাগিত্বেন কর্ম্মবশ্যাঃ জীবাঃ।"

**১৪৯। পূর্ব্ব** পয়ারে বলা হইল—জীব মায়ার অধীন বলিয়া মায়াধীশ-ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার অভেদ হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে—ঈশ্বরের কৃপায় জীব যদি মায়ার কবল হইতে মুক্তি পায়, তাহা হইলে তো তাহার

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ ( ৭।৫ )—
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১২

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ—সত্ত্বগুণের বিকার ?॥ ১৫০

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মায়াধীনত্ব থাকিবে না ? তখন সেই জীবে—মায়ামুক্ত জীবে—ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ থাকিবে কি না ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তখনও জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ থাকিবে ; জীব মায়ামুক্ত হইলে তাহার মায়াধীনত্ব ঘুচিয়া যায় বটে ; কিন্তু তখনও—ঈশ্বরের ন্যায় তাহার মায়াধীশত্ব জন্মে না ; কোনও অবস্থাতেই জীব ঈশ্বরের ন্যায় মায়ার অধীশ্বর হইতে পারে না ; সুতরাং মুক্ত অবস্থায়ও জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। এইরূপে, মায়ার সংশ্রবের দিক্ দিয়া জীব ও ঈশ্বরের অভেদত্ব খণ্ডিত হইল ; কিন্তু মায়ার সংশ্রব ব্যতীতও, স্বরূপতঃই যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে, তাহাই এই ১৪৯ পয়ারে দেখাইতেছেন।

স্বরূপতঃ জীব হইল ঈশ্বরের শক্তি—জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি ; আর ঈশ্বর হইলেন সেই শক্তির শক্তিমান্, সেই শক্তির আশ্রয়। শক্তি ও শক্তিমানে যে পার্থক্য, আশ্রিত ও আশ্রয়ে যে পার্থক্য, জীবে এবং ঈশ্বরেও সেই পার্থক্য ; মায়াবদ্ধ জীবই হউক, কি মায়ামুক্ত জীবই হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই জীব ও ঈশ্বরে এই পার্থক্য বিদ্যমান। ১।৭।১১১-১১৩ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

গীতাশাস্ত্রে যে জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হইয়াছে, আহার প্রমাণরূপে "অপরেয়ম্" ইত্যাদি গীতাশ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ১২। অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৭।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল।

**১৫০।** ব্রহ্মের যে সমস্ত সাকার বিগ্রহ আছেন, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়াছেন ; এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের এইমত খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর-বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্থাপন করিতেছেন।

শঙ্করাচার্য্য দুই রকমের ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন—সগুণ ও নির্গুণ। তাঁহার প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নির্গুণ ব্রহ্ম ; আর বিষ্ণু-আদি সগুণস্বরূপকে তিনি সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা সগুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্ত্বা স্বীকার করেন না ; তাঁহাদের মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র—সগুণ ব্রহ্ম জীবের ন্যায় উপাধির কাল্পনিক বিলাসমাত্র। মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।—মায়ারূপা কামধেনুর বৎসই জীব ও ঈশ্বর। পঞ্চদশী। ৬।২৩৬॥" নিরুপাধিক ব্রহ্মে যখন মায়াশক্তির উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর ; আর যখন কোষ-উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি জীব-পদবাচ্য হয়েন। "শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা॥ পঞ্চদশী। ৩।৩৮॥ তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥ পঞ্চদশী। ৩।৪০॥ কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্॥ পঞ্চদশী। ৩।৪১॥" অদ্বৈতবাদীদের মতে—উপাধি অন্তর্হিত হইয়া গেলে—ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম হইয়া যায়। "মায়াবিম্বে বিহায়ৈবং উপাধী পরজীবয়োঃ। অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥ পঞ্চদশী। ১।৪৭॥" অদ্বৈতবাদীদের এই মতে একটা প্রধান আপত্তি উঠিতে পারে ; তাহা এই। দেখা যাইতেছে—ব্রহ্ম মায়াদ্বারা কবলিত হইতে পারেন ; নিজে নিঃশক্তিক বলিয়া মায়াকে বাধা দিতে পারেন না এবং মায়া ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া না দিলে মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতিও পাইতে পারেন না ; তাহা হইলে জীবের পক্ষে মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনভজনের সার্থকতাও থাকে না। আবার একবার মুক্ত হইয়া জীব ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেও মায়া আবার তাহাকে কবলিত করিতে পারে ; তাহা হইলে মুক্তিরও আত্যন্তিকতা বা নিত্যত্ব থাকে না। যাহা হউক, মায়াবাদীরা যে বলেন—ঈশ্বর মায়িক বিগ্রহ—এক্ষণে মহাপ্রভু তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

**শ্রীবিগ্রহ**—শ্রীমূর্ত্তি, দেহ। শ্রীবিগ্রহ বলিতে এস্থলে প্রতিমাকে বুঝাইতেছে না ; সাকার ঈশ্বরের নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত অপ্রাকৃত দেহ আছে ; এই অপ্রাকৃত দেহকেই এই পয়ারে শ্রীবিগ্রহ বলা হইয়াছে। এই

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে—সে-ই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই—হয় যমদণ্ডী ॥ ১৫১
বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক ॥ ১৫২

জীবের নিস্তার-লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১৫৩
'পরিণামবাদ' ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীবিগ্রহ বা ঈশ্বরদেহ মায়িক জীবের দেহের ন্যায় মায়িক ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি পঞ্চভূতে গঠিত নহে; পরন্তু ইহা **সচ্চিদানন্দাকার**—সৎ, চিৎ ও আনন্দময় আকারবিশিষ্ট; ইহা সৎ, চিৎ ও আনন্দ দ্বারা গঠিত; ঘনীভূত চেতনা —ঘনীভূত আনন্দ। ইহা চিদানন্দঘনবিগ্রহ—সুতরাং অপ্রাকৃত। **সত্ত্বগুণের বিকার**—প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার; সুতরাং জড় ও প্রাকৃত।

প্রভু বলিতেছেন, ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি; ইহা প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার নহে। ১।৭।১০৮-১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫১। **শ্রীবিগ্রহ যে না মানে**—ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ (বা দেহ) আছে বলিয়া যে স্বীকার করে না। **অদৃশ্য**—দর্শনের অযোগ্য; তাহার মুখদর্শনও অন্যায়। **অস্পৃশ্য**—স্পর্শের অযোগ্য; তাহাকে স্পর্শ করিলেও অপবিত্র হইতে হয়। **যমদণ্ডী**—যমের হাতে দণ্ড (শাস্তি) পাওয়ার যোগ্য। ১।৭।১১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫২। **বেদ না মানিয়া** ইত্যাদি—বৌদ্ধগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া তাহাদিগকে নাস্তিক বলা হয়। **বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ**—বেদের আশ্রয় স্বীকার করিয়াও (বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও) যাহারা নাস্তিকবাদ প্রচার করে, তাহারা **বৌদ্ধেতে অধিক**—বৌদ্ধ অপেক্ষাও ঘৃণিত, অধম। শঙ্করমতাবলম্বীরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; এজন্য তাঁহাদিগকে বেদাশ্রয়ী বলা হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের কথা বেদে থাকিলেও তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে নাস্তিক (বেদাশ্রয়ী নাস্তিক) বলা হইয়াছে। হিন্দুর মুখে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা যেমন অহিন্দুর মুখের হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা অপেক্ষা অসহনীয়, তদ্রূপ বেদাশ্রয়ীদের মুখে বেদসম্মত ভগবদ্‌বিগ্রহের নিন্দা বেদবহির্ভূত বৌদ্ধদের বেদনিন্দা অপেক্ষা অসহনীয়। ভূমিকায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫৩। **সূত্র**—ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র। **মায়াবাদীভাষ্য**—শঙ্করাচার্য্যের মতকে মায়াবাদ বলে। শঙ্করাচার্য্য বলেন—একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু; জগৎ মিথ্যা—মায়ার বিজৃম্ভণে ব্রহ্মই জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইতেছে, ব্রহ্মে জগতের ভ্রম জন্মিতেছে। জীবও ব্রহ্মই; মায়ার মোহ-শক্তি জীবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, তাই জীব ব্রহ্ম-ভাব হারাইয়া শোক-দুঃখের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে জগৎ-প্রপঞ্চে মায়ারই প্রাধান্য দেখান হইয়াছে বলিয়া—তাঁহার ভাষ্যানুসারে জগৎ-প্রপঞ্চ মায়ারই বিজৃম্ভণমাত্র বলিয়া—শঙ্করের মতকে মায়াবাদ এবং তাঁহার ভাষ্যকে মায়াবাদী ভাষ্য বলে। **হয় সর্ব্বনাশ**—মায়াবাদমূলক ভাষ্য শুনিলে জীব ও ঈশ্বরে অভেদ-ভাব জন্মে; তাহাতে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হইয়া যায়, ভক্তির প্রাণ বিশুষ্ক হইয়া যায়; "আমিই ব্রহ্ম"-এইরূপ জ্ঞান জন্মে বলিয়া সাধন-ভজনেও প্রবৃত্তি হয় না; তাই জীবের ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা আরও বর্দ্ধিত হয়; ইহাই জীবের সর্ব্বনাশ। ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভু পরিণামবাদ স্থাপন করিতেছেন।

**পরিণাম বাদ**—ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, এই মত। ১।৭।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ব্যাসসূত্রের সম্মত**—ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্রের অনুমোদিত। ঈশ্বরই যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই বেদান্তসূত্রের (১।৪।২৬ সূত্রের) সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন হইতে পারে, জগৎ যদি ব্রহ্মেরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে তো ব্রহ্ম

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার ॥ ১৫৫
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৫৬
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয় ॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বা ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়েন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**অচিন্ত্যশক্ত্যে** ইত্যাদি—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ঈশ্বর অবিকৃত থাকিতে পারেন। ১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৫৫।** জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে ঈশ্বর নিজে অবিকৃত থাকিতে পারেন, মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

**মণি**—স্যমন্তক মণি। **প্রসবে হেমভার**—সোনার ভার প্রসব করে। চারি ধানে এক গুঞ্জা; পাঁচ গুঞ্জায় এক পণ; আট পণে এক ধারণ; আট ধারণে এক কর্ষ; চারি কর্ষে এক পল; শত পলে এক তুলা; বিশ তুলায় এক ভার (শ্রীধরস্বামী)। স্যমন্তক মণি প্রতিদিন এইরূপ আট ভার সোনা প্রসব করিত। "দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো। শ্রীভা, ১০।৫৬।১০॥" স্যমন্তকমণি প্রত্যহ আট ভার স্বর্ণ প্রসব করিয়াও যেমন অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। **অবিকার**—বিকারশূন্য; অবিকৃত। ১।৭।১১৮-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৫৬। ব্যাসভ্রান্ত বলি**—১।৭।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সেই সূত্রে**—সেই বেদান্তসূত্রে; "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এই ১।৪।২৬ সূত্রের পরিণামবাদমূলক অর্থে। **বিবর্ত্তবাদ**—১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৫৭। দেহে আত্মবুদ্ধি**—অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধি। ১।৭।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সেই মিথ্যা হয়**—তাহাই মিথ্যা বা ভ্রম; অনাত্মদেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করাই ভ্রম। ১।৭।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জগৎ মিথ্যা নহে**—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু; জগৎ মিথ্যা; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাবে—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়,—ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম জন্মিতেছে। অন্ধকারে একখণ্ড রজ্জু পড়িয়া থাকিলে তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহা ভ্রমমাত্র; সর্প বলিয়া কিছু সেখানে নাই। শুক্তি দেখিলে দূর হইতে রজত (রৌপ্য) বলিয়া মনে হয়; ইহাও ভ্রম; রৌপ্য সেখানে নাই। অনেক সময় মরুভূমিতে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া জলের ভ্রান্তি জন্মায়; বস্তুতঃ সেখানে জল নাই—সূর্য্যকিরণকেই জল বলিয়া মনে হয়; ইহা ভ্রান্তি। ভোজবাজীকর কত কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখায়; হঠাৎ কাহারও মাথা কাটিয়া ফেলিতেছে; কাটা মুণ্ড কথা বলিতেছে; একগাছা সূত্র আকাশে ছুড়িয়া দিলে তাহা খাড়া হইয়া থাকে; তাহাতে আরোহণ করিয়া একটী বালক আকাশে উঠিয়া গেল; কতক্ষণ পরে ছুরিকা লইয়া আর একজন বৃদ্ধলোক উঠিয়া গেল। কতক্ষণ পরে একে একে বালকের সদ্যঃ-কর্ত্তিত মস্তক, হস্ত, পদাদি পড়িতে লাগিল; সর্ব্বশেষে বৃদ্ধ নামিয়া আসিল, আসিয়া বালকের হস্ত পদাদি সমস্ত একটা থলিয়ায় পুরিয়া লইল; কতক্ষণ পরে থলিয়ার ভিতরে বালকটী বাঁচিয়া উঠিল, তাহার হস্ত-পদাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ! দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন!! কিন্তু আগাগোড়া সমস্তই ভ্রম। কেহ আকাশেও উঠে নাই, বালকের হাত-পাও কাটা যায় নাই!! অথচ বাজীকরের অদ্ভুতশক্তিতে সকলেই সমস্ত ঘটনাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছে!! ঠিক এই ভাবেই মায়ার অদ্ভুত-শক্তিতে ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে। এই যে আমরা একটা দালান দেখিতেছি, মায়াবাদী বলিবেন—এখানে দালান বলিয়া কোনও জিনিসই নাই—আছে ব্রহ্ম, ব্রহ্মকেই দালান বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে; দালান থাকার কথা মিথ্যা। তদ্রূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চ বলিয়াও কোনও কিছু নাই—সমস্তই ভ্রম; চতুর্দ্দিকে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা ভ্রমমাত্র—মিথ্যা। ইহার উত্তরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিতেছেন—না, জগৎ মিথ্যা নয়; চারিদিকে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহার যে কোনও অস্তিত্বই নাই তাহা নহে; তাহার অস্তিত্ব আছে; এই যে একটী বটগাছ দেখিতেছ, এখানে একটী বটগাছ সত্যই আছে—ইহা ভ্রান্তি নহে;

প্রণব যে 'মহাবাক্য' ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগৎ-উৎপত্তি॥ ১৫৮
'তত্ত্বমসি' জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে 'মহাবাক্য'॥ ১৫৯
এইমত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥ ১৬০
বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥ ১৬১
ভগবান্ 'সম্বন্ধ' ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
প্রেমা 'প্রয়োজন'—বেদে তিন বস্তু কয়॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তবে এই বটগাছটা নিত্য নহে, **নশ্বর**—বিনাশশীল; ইহা পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না সত্য; কিন্তু এখন ইহা আছে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে; ইহার অস্তিত্ব যে আদৌ নাই, তাহা নহে; অস্তিত্ব আছে তবে এই অস্তিত্ব অবিনশ্বর নহে, বিনাশশীল। এই উক্তির অনুকূল যুক্তি ও প্রমাণ এই:—

যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। জগতের অস্তিত্বই যদি না থাকিবে, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টিও থাকিতে পারে না, প্রলয়ও থাকিতে পারে না। কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ।

শাস্ত্র ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু জগতের অস্তিত্বই যদি না থাকিবে, তাহা হইলে তাহার আবার উপাদানই বা কি? আর নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তাই বা কি?

বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেবও জগৎকে অলীক বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন নাই; যদি করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মকর্ত্তৃক জগৎ-সৃষ্টির অসম্ভাব্যতাসম্বন্ধে নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তিনি তাহার খণ্ডন করিতেন না।

বেদান্তসূত্র বলেন—"ভাবে চোপলব্ধেঃ। ২।১।১৫॥ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ। ২।২।৩০॥—যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না।" আমাদের চিত্তে জগতের উপলব্ধি হইতেছে; জগৎ যে আছে, এই উপলব্ধিই তাহার প্রমাণ। শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন—"রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম।" এই বাক্যেও সর্পের উপলব্ধি ধরিয়া লওয়া হইতেছে; সর্পের উপলব্ধি না থাকিলে, সর্পের জ্ঞান না থাকিলে, সর্প কি-রূপ তাহা না জানিলে, সর্পভ্রম জন্মিতে পারে না। তদ্রূপ, জগতের উপলব্ধি না থাকিলে, জগতের জ্ঞান না থাকিলে, জগৎ বলিয়া কোনও ভ্রমও জন্মিতে পারে না। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের বাক্য হইতেই বুঝা যাইতেছে যে—জগৎ বলিয়া একটা জিনিস আছে॥

**১৫৮-৯।** এক্ষণে "তত্ত্বমসির" মহাবাক্যত্ব খণ্ডন করিয়া প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিতেছেন। ব্যাখ্যাদি ১।৭।১২১-২৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

**জীবহেতু**—জীববিষয়ক। **প্রাদেশিক**—বেদের এক প্রদেশে (বা এক অংশে) মাত্র স্থিত; বেদের অন্তর্গত। ১।৭।১২২ পয়ারের টীকায় "বেদের একদেশ"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **তত্ত্বমসি জীবহেতু** ইত্যাদি—জীব হইল ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক; "তত্ত্বমসি" এই বাক্যটী ব্যাপ্য-জীব সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; সুতরাং সেই বাক্যের ব্যাপকতা নাই বলিয়া ইহা মহাবাক্য হইতে পারে না। আবার ইহা বেদের কোনও এক অংশেই বলা হইয়াছে, ইহা বেদের অন্তর্গত একটী বাক্য, সুতরাং ইহা বেদের বাচক হইতে পারে না—কাজেই মহাবাক্যও হইতে পারে না।

**১৬০। কল্পনা-ভাষ্যে**—স্বীয় কল্পনার সাহায্যে শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, সেই ভাষ্যে। **শতদোষ দিল**—বহু দোষ দেখাইলেন, প্রভু। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **পূর্ব্বপক্ষ**—প্রশ্ন, আপত্তি।

**১৬১। বিতণ্ডা**—পরের মতে দোষারোপ। **ছল**—বক্তার উক্তির মর্ম্মের বহির্ভূত কল্পিত দোষারোপ। **নিগ্রহ**—নিরাকরণ। বিতণ্ডাদির বিশেষ লক্ষণ ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

**১৬২। ভগবান্** ইত্যাদি। এই স্থলে প্রভুর নিজমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন:—বেদের মতে সম্বন্ধ

আর যে যে কহে কিছু—সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥ ১৬৩

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥ ১৬৪

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬২।৩১)—
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৩

তথাহি তত্রৈব ( ২৫।৭ )—
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

**স্বাগমৈরিতি।** হে শঙ্কর! কল্পিতৈঃ রচিতৈঃ স্বাগমৈঃ **স্বস্বাগমৈঃ** শাস্ত্রৈঃ করণৈ র্জনান্ লোকান্ মদ্বিমুখান্ ময়ি ভক্তিহীনান্ ত্বমেব কুরু। তৎ কৃত্বা মাঞ্চ গোপয় গোপনং কুরু যেন গোপনেন এষা সৃষ্টিরুত্তরোত্তরা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিবাহুল্যা ভবেদিত্যর্থঃ॥ শ্লোকমালা॥ ১৩

মায়াবাদমিতি। হে দেবি দুর্গে কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ময়া মায়াবাদং মিথ্যাবাদং অসচ্ছাস্ত্রং বিহিতং রচিতম্। তচ্ছাস্ত্রং বৌদ্ধমুচ্যতে আত্মব্রহ্মবাদং কথ্যতে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং শাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং ভক্তিজনকত্বাচ্ছাদকমিত্যর্থঃ॥ শ্লোকমালা॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বা প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন ভগবান্, **অভিধেয়** বা জীবের কর্ত্তব্য হইল সাধন-ভক্তি, এবং **প্রয়োজন** হইল ভগবৎ-প্রেম। এই তিন বস্তুই বেদের বর্ণনীয় বিষয়। ১।৭।১৩২-৩৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব এই তিনটী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৬০-৬১ পয়ারোক্তিসম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের উক্তিও ঠিক এইরূপই। "অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈর্নিরস্তধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষম্। চকার বিপ্রঃ প্রভুণা স চাশু স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ॥ মহাকাব্য।১২।২৬॥"

**১৬৩। আর যে যে কহে**—উক্ত তিন বস্তু ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য আর যে যে বস্তুর কথা নিজ ভাষ্যে বলিয়াছেন, সে সমস্তই তাঁহার কল্পিত। **স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য**—১।৭।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **লক্ষণা**—১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৬৪। আচার্য্যের**—শঙ্করাচার্য্যের; ইনি মহাদেবের অবতার—শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শঙ্করাচার্য্য মহাদেব হইয়া বেদের কল্পিত অর্থ করিলেন কেন? উত্তর—ঈশ্বরের আদেশে। বেদের কল্পিতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে আদেশ করায় মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহা করিয়াছেন—ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**শ্লো। ১৩। অন্বয়।** ত্বং চ ( তুমি—হে শিব! তুমি ) কল্পিতৈঃ (নিজের কল্পিত) স্বাগমৈঃ ( নিজ আগমশাস্ত্র দ্বারা ) জনান্ ( লোক-সকলকে ) মদ্বিমুখান্ ( আমা হইতে বিমুখ ) কুরু ( কর ), মাঞ্চ ( আমাকেও ) গোপয় ( গোপন কর ), যেন ( যদ্দ্বারা ) এষা ( এই ) সৃষ্টিঃ ( সৃষ্টি ) উত্তরোত্তরা ( ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা ) স্যাৎ-( হইতে পারে )।

**অনুবাদ।** শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে শিব! তুমি স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র দ্বারা লোক-সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর—যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।" ১৩।

**কল্পিতৈঃ**—বেদার্থ-বহির্ভূত এবং স্বকপোলকল্পিত, **স্বাগমৈঃ**—স্বরচিত আগম ( বা তন্ত্র ) শাস্ত্র দ্বারা। এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—আগমশাস্ত্র পাঠ করিলে লোক ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া যায়, ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব জানিতে না পারিলে এবং ভগবদ্ বহির্ম্মুখতা ঘনীভূত হইলে বিষয়সুখে মত্ত হইয়া লোক প্রজাবৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিবে।

এই শ্লোক সম্বন্ধীয় আলোচনা ১। ৭ ১০৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

**শ্লো। ১৪। অন্বয়।** দেবি ( হে দেবি, দুর্গে )! কলৌ ( কলিকালে ) ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (ব্রাহ্মণরূপে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শঙ্করাচার্য্যরূপে ) ময়া এব (আমাদ্বারাই ) মায়াবাদং ( মায়াবাদরূপ ) অসচ্ছাস্ত্রং ( অসৎশাস্ত্র ) বিহিতং ( প্রচারিত হইয়াছে ); [ যৎ ] ( যাহা—যে মায়াবাদ-শাস্ত্র ) প্রচ্ছন্নং ( প্রচ্ছন্ন ) বৌদ্ধং ( বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত হয় )।

**অনুবাদ।** মহাদেব ভগবতীকে বলিলেন—"হে দেবি! যাহাকে লোকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া থাকে, সেই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমিই প্রচার করিয়াছি।" ১৪

এই শ্লোকে মায়াবাদ-শাস্ত্র বলিতে শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত-ভাষ্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ( পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এই ভাষ্যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অস্বীকার করিয়া ভগবানের বিগ্রহকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার বলা হইয়াছে বলিয়া এবং জীবেশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া জীবের সহিত ভগবানের সেব্য-সেবকত্ব-ভাব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, এইরূপে এই ভাষ্যদ্বারা জীবের অশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে বলিয়া—এই ভাষ্যকে **অসচ্ছাস্ত্র**—অসৎশাস্ত্র বলা হইয়াছে। স্বয়ং মহাদেবই ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে—শঙ্করাচার্য্যরূপে ( শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন )—এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব—সাকারত্ব, করুণাময়ত্ব, ভক্তানুগ্রহকারকত্ব প্রভৃতি—খণ্ডন করিয়া শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোনও গুণাদি না থাকায় তাঁহার উপাসনাদি সম্ভব নহে; বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়া—তদ্দ্বারা সেব্য সেবকত্ব-ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—ভক্তিমার্গের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। আবার বৌদ্ধশাস্ত্রও শূন্যবাদী; বৌদ্ধশাস্ত্র বলেন—বিশ্বের মূলে শূন্য—কিছুই নাই, ঈশ্বরও নাই; ঈশ্বর বলিয়া কোনও বস্তুই বৌদ্ধশাস্ত্র স্বীকার করেন না; বৌদ্ধশাস্ত্র নিরীশ্বর বলিয়া বৌদ্ধমতে ভক্তির অবকাশও নাই। এইরূপে শঙ্করের মায়াবাদভাষ্য এবং বৌদ্ধশাস্ত্র—এই উভয়ই ভক্তির বাধক বলিয়া উভয়কেই এক বলা হইয়াছে, মায়াবাদ-শাস্ত্রকেও বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হইয়াছে। তবে বাহিরে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে; মায়াবাদ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে—কিন্তু স্বীকার করিলেও সাধন-বিষয়ে মায়াবাদের মতও বৌদ্ধমতেরই অনুরূপ—ভক্তিবিরোধী। ভক্তি-প্রতিপাদক বেদের আশ্রয়ে—ভক্তি-প্রতিপাদক বেদের দ্বারা প্রচ্ছন্ন বা আবৃত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুরূপ ভক্তি-বিরোধী তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে বলিয়া এই মায়াবাদ-শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হইয়াছে। ভক্তি-প্রতিপাদক বেদের আনুগত্য স্বীকার করে বলিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে মায়াবাদকেও ভক্তি-প্রতিপাদক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়—ইহা ভক্তি-বিরোধী। ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরাদেশেই যে শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই দুই শ্লোক।

বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদভাষ্য "যোগাচারভূমি"-নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অসঙ্গনামক বৌদ্ধদার্শনিকই এই যোগাচারভূমির গ্রন্থকার। রাহুল-সংকৃত্যায়ন-নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বত হইতে যোগাচার-ভূমির প্রতিলিপি এদেশে আনিয়াছেন ( ১৩৪৩ বাংলা সনের ৩০শে কার্ত্তিকের ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য )। ভূমিকায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার"-প্রবন্ধের শেষাংশও দ্রষ্টব্য। কি উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়াবাদ-ভাষ্য লিখিয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধাংশে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"—ইত্যাদি বহু স্তোত্র, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"—নৃসিংতাপনীর ভাষ্যে তাঁহার এইরূপ উক্তি এবং তাঁহার ষট্‌পদীস্তোত্রাদি দেখিলে মনে হয়, তাঁহার স্বীয় সাধন-ভজন তাঁহার ভাষ্যানুরূপ ছিলনা। ষট্‌পদীস্তোত্রে তিনি বলিয়াছেন—"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার এইরূপ মর্ম্ম দৃষ্ট হয়। "যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই। সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঁই॥ তবু তোমা হৈতে যে হইয়াছি আমি। আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥ যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ'—লোকে বলে। 'তরঙ্গের সমুদ্র'—না হয় কোন কালে॥ অতএব জগৎ তোমার—তুমি পিতা। ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥ যাঁহা

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৬৫

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরমপুরুষার্থ হয় ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন। তাঁরে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥ (অন্ত্য ৩য় অধ্যায়)।" স্পষ্টই দেখা যায়, এই ষট্‌পদী-স্তোত্রের মর্ম্ম তাঁহার ভাষ্যানুরূপ নহে, ইহা সেব্য-সেবক-ভাবের অনুকূল। ভক্তমাল-গ্রন্থেও শ্রীপাদ শঙ্করকে ভক্তই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।"-প্রমাণ-অনুসারে শ্রীশম্ভু হইলেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য; তাঁহার অবতার হইলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের পক্ষে ভক্তি-বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধ-শূন্যবাদ-প্লাবিত ভারতবর্ষে ঔপনিষদ্-ধর্ম্মকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি মায়াবাদ-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু মায়াবাদের আবরণে তিনি ভক্তিবাদই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—সন্ধানীর হাতে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। অধুনা কেহ কেহ বলিতে চাহেন—শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত স্তোত্রগুলি ভাষ্যকার শঙ্করের লেখা নয়। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা যদি নিরপেক্ষভাবে ভাষ্যের এবং স্তোত্রের ভাষার বিচার করেন, দেখিবেন উভয়ত্রই একই ব্যক্তির লেখা। তবে একথা সত্য, ভাষ্য লিখিয়াছেন—শূন্যবাদীদিগকে ঔপনিষদিক-ধর্ম্মে আকর্ষণেচ্ছু শঙ্কর; আর স্তোত্র লিখিয়াছেন—সাধক শঙ্কর। মায়াবাদ-ভাষ্যের আবরণে তিনি যাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনে তাঁহাকেই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার স্তোত্রাদি হইতে তাহাই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

১৬৫। **শুনি**—নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন ও সবিশেষবাদ স্থাপন এবং ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তিই অভিধেয়, আর প্রেমই প্রয়োজন ইত্যাদি তত্ত্বের কথা প্রভুর মুখে শুনিয়া। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **পরম বিস্মিত**—অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত। বিস্ময়ের হেতু এই যে—সার্ব্বভৌম যাঁহাকে অপণ্ডিত, অপরিণতবুদ্ধি, বালক সন্ন্যাসীমাত্র মনে করিয়াছিলেন—তিনি কিরূপে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন মহাপণ্ডিতের ব্যাখ্যার শত শত দোষ দেখাইলেন! আর সার্ব্বভৌমের নিজের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরও সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া সুচারুরূপে স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন! তিনি এতই বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার **মুখে না নিঃসরে বাণী**—তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তিনি **হইলা স্তম্ভিত**—যেন জড়বৎ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—দ্বিজবৃন্দের সন্নিধানে প্রভু যখন সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে ভগবচ্চরণ-কমলাশ্রয়-প্রতিপাদক নিগূঢ়-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত স্বকৃত-ব্যাখ্যানে প্রকাশ করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়াছিলেন; প্রভুকৃত ব্যাখ্যান শুনিয়া সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন, প্রভুর ব্যাখ্যাতেই বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে; তিনি তখন তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞাত (মায়াবাদ-মূলক) সিদ্ধান্ত (বিচারসহ নহে বলিয়া) অনাবশ্যক মনে করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া সার্ব্বভৌম বিস্ময়োৎফুল্ল-চিত্তে প্রভুর পদানত হইলেন। "অথাপরাহ্নে দ্বিজবৃন্দ-সন্নিধৌ স সার্ব্বভৌমস্য পুরো মহাপ্রভুঃ। উবাচ বেদান্তনিগূঢ়মর্থং বচো মুরারেশ্চরণাম্বুজাশ্রয়ম্॥ বেদান্ত-সিদ্ধান্তমিদং বিদিত্বা গতং পুরা যত্তদলং স মত্বা। চৈতন্যপাদাব্জযুগে মহাত্মা স বিস্ময়োৎফুল্লমনাঃ পপাতঃ॥ কড়চা। ৩।১২।১২-১৩॥"

১৬৬। সার্ব্বভৌমের বিস্ময় দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তোমার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—ব্রহ্মসাযুজ্যই জীবের **পরম পুরুষার্থ**—চরম-কাম্যবস্তু; কিন্তু তাহা নয়—**ভগবানে ভক্তি**—প্রেমভক্তি—প্রেমের সহিত ভগবানের সেবাই জীবের পরমপুরুষার্থ। ভগবানে—সবিশেষ ব্রহ্মে—ভক্তিই যদি পরমপুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে চরম-তত্ত্ব,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে পরমতত্ত্ব হইতে পারে না—ইহাতো সহজেই বুঝা যায়; ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? ১।৭।৮১ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আত্মারাম-পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৬৭

তথাহি ( ভাঃ—১।৭।১০ )
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৫

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥ ১৬৮

প্রভু কহে—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ—যেবা কিছু জানি ॥ ১৬৯

শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ-বিধান ॥ ১৭০

নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র-মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া—॥ ১৭১

---

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যোনির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু। যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচেতি। যদ্বা। গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তঃ ক্রোধোঽহঙ্কাররূপো গ্রন্থির্যেষাং তে নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নন্থ মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেতি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি ॥ স্বামী ॥ ১৫

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**১৬৭।** ভক্তিই যে পরম-পুরুষার্থ, এই উক্তির অনুকূল যুক্তি দেখাইতেছেন।

**আত্মারাম**—আত্মাতে রমণ করেন যাঁহারা; সংসারমুক্ত; মায়ামুক্ত। **ঈশ্বর-ভজন**—সবিশেষ ভগবানে ভক্তি করেন। **ঐছে**—এমনই। **অচিন্ত্য**—চিন্তার অতীত।

শঙ্করাচার্য্যের মতে—মায়ামুগ্ধ হইয়াই জীব নিজের স্বরূপ—নিজে যে ব্রহ্ম তাহা—ভুলিয়া গিয়াছে। মায়ামুক্ত হইলেই জীব আবার স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে; সুতরাং মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিই জীবের একমাত্র কাম্য; কারণ, মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীব দেহত্যাগান্তে ব্রহ্মের সহিত লয় প্রাপ্ত হইতে পারে। মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া আত্মারাম মুনিগণের কোনওরূপ সংসার-বন্ধন নাই; তাঁহারা মুক্ত; সুতরাং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য তাঁহাদিগের ভগবদ্-ভজন করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই চিত্তাকর্ষক-অচিন্ত্য গুণসমূহ আছে যে, সেই আত্মারাম মুনিগণও ঐ সমস্ত গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভজন করেন। ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

**শ্লো। ১৫। অন্বয়।** নির্গ্রন্থাঃ ( অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য ) অপি ( হইয়াও ) আত্মারামাঃ ( আত্মারাম ) চ মুনয়ঃ ( মুনিগণ ) উরুক্রমে ( উরুক্রম-শ্রীহরিতে ) অহৈতুকীং ( অহৈতুকী ) ভক্তিং ( ভক্তি ) কুর্ব্বন্তি ( করিয়া থাকেন )। ইত্থম্ভূতগুণঃ ( এমনই-চিত্তাকর্ষকগুণবিশিষ্ট ) হরিঃ ( শ্রীহরি ) [ ভবতি ] ( হয়েন )।

**অনুবাদ।** শ্রীহরির এমনই চিত্তাকর্ষক গুণ আছে যে, অবিদ্যাগ্রন্থিহীন আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও সেই উরুক্রম-শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ১৫

এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ২৪শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

**১৬৮। শুনি**—আত্মারাম শ্লোক শুনিয়া। **এই শ্লোকের**—এই আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ।

"আত্মারাম"-শ্লোকের কথা মুরারিগুপ্ত বা কবি কর্ণপুর কিছুই উল্লেখ করেন নাই; বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর করিয়াছেন; কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী যে ভাবে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সে-ভাবে করেন নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—প্রভুর মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌম যখন প্রভুর নিকটে ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছিলেন, তখন ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনার পরে, প্রভু সার্ব্বভৌমের মুখে "আত্মারাম"-শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। তখন সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং "আর শক্তি নাহিক বলিয়া" ক্ষান্ত হইলেন। ইহার পরে প্রভু নিজে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন; প্রভুর "ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত। মনে ভাবে—এই কিবা ঈশ্বর-বিদিত ॥" পরবর্ত্তী ২।৬।১৯৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৭০-৭১। বিবিধবিধান**—নানাপ্রকার। **নববিধ**—নয় রকম।

ভট্টাচার্য্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥ ১৭২
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥ ১৭৩
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব-অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল॥ ১৭৪
আত্মারামাদি-শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্-পৃথক্ কৈল পদের অর্থ-নিশ্চয়॥ ১৭৫
তৎপদপ্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥ ১৭৬
ভগবান্ তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের—না হয় কথন॥ ১৭৭
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন॥ ১৭৮
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥ ১৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭২-৭৩। **সাক্ষাৎ বৃহস্পতি**—পাণ্ডিত্যে স্বয়ং বৃহস্পতির তুল্য শক্তিশালী। **পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়**—পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায়। **প্রতিভা**—প্রত্যুৎপন্নমতি ; নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনী শক্তি। **ইহা বই**—ইহা ব্যতীত ; তুমি যাহা অর্থ করিলে, তাহা ব্যতীত। **আরো অভিপ্রায়**—আরও তাৎপর্য্য ; অন্যরকম অর্থ।

১৭৪। **তাঁর নব অর্থ মধ্যে**—ভট্টাচার্য্য যে নয় রকম অর্থ করিয়াছেন, তাঁহার সেই নয় রকম অর্থের মধ্যে। **এক না ছুঁইল**—একটী অর্থকেও স্পর্শ করিলেন না। উক্ত নয় রকম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের অর্থ করিলেন।

১৭৫। **আত্মারামাদি শ্লোকে** ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যদি-শ্লোকে এগারটী পদ আছে ; যথা আত্মারামঃ, চ, মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ, অপি, উরুক্রমে, কুর্ব্বন্তি, অহৈতুকীং, ভক্তিং, ইত্থম্ভূতগুণঃ, হরিঃ, এই এগারটি পদ।

১৭৬। **তত্তৎপদপ্রাধান্যে**—মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ প্রভৃতি পদের প্রধান প্রধান বিভিন্ন অর্থের সহিত আত্মারাম-শব্দ যোগ করিয়া শ্লোকের মর্ম্মের অনুকূল আঠার রকম অর্থ করিলেন। (বিভিন্ন প্রকারের অর্থ মধ্যের ২৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

১৭৭। **অচিন্ত্য প্রভাব তিনের**—ভগবান্, ভগবানের শক্তি ও ভগবানের গুণাবলী, এই তিনের এমনই অচিন্ত্য-শক্তি যে, তাহারা আত্মারামগণের মনকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ভগবানের ভজন করায়। ইহাই "আত্মারাম" শ্লোকের অভিপ্রায়।

১৭৮। **হরে সিদ্ধ-সাধকের মন**—ভগবান্, তাঁহার শক্তি ও গুণাবলী সাধকগণের মনকে ত হরণ করেই ; যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহাদের মনকে পর্য্যন্তও হরণ করে ; এই তিনের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের নিকট অন্যবিধ সাধ্য-সাধন সমস্তই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। **অন্য যত সাধ্য সাধন**—স্বর্গাদি বা মোক্ষাদি সাধ্য এবং কর্ম্মাদি সাধন।

১৭৯। ভগবানের অদ্ভুত-গুণাবলী যে সনক-সনাতনাদির মনকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনে নিয়োজিত করিয়াছিল, তদ্বিষয়ক প্রমাণ মধ্যের ২৪শ অধ্যায়ের মূলে দ্রষ্টব্য।

**সনকাদি**—সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দন। **শুকদেব**—ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবগোস্বামী। **তাহাতে প্রমাণ**—ভগবান্, তাঁর শক্তি ও গুণগণ যে অন্যসাধ্যসাধনকে আচ্ছাদিত করিয়া সিদ্ধ-সাধকের মনকেও হরণ করে, সেই বিষয়ে প্রমাণ। শুক-সনকাদি জন্মাবধিই ব্রহ্মময় ছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গের সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণগুণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত এমনই মুগ্ধ হইয়া গেল যে, জ্ঞানমার্গের সাধন এবং জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য ব্রহ্মসাযুজ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেন।

শুনি ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৮০
ইঁহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া ॥ ১৮১
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ১৮২
দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ॥ ১৮৩
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ১৮৪
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ১৮৫
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ১৮৬
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ ১৮৭
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু-পদ ধরি ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

**১৮০।** প্রভুর মুখে আত্মারাম-শ্লোকের বহুবিধ অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া গেলেন; তখন সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে—এই সন্ন্যাসী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অপর কেহ নহেন; অবশ্য প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিল; ইহার ফলে সার্ব্বভৌমের চিত্তে নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান জন্মিল—তাঁহার পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করিয়া তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

**১৮১।** সার্ব্বভৌমের আত্মধিক্কারের প্রকার বলিতেছেন।

**১৮২।** সার্ব্বভৌম যখন প্রভুর শরণাগত হইলেন, তখন তাঁহাকে বিশেষরূপে কৃপা করার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল।

**১৮৩।** সার্ব্বভৌমকে প্রভু কিভাবে কৃপা করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

**চতুর্ভুজ রূপ**—নারায়ণ রূপ। **শ্যামবংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ**—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ; এই স্থানে বংশীমুখ বলায় দ্বিভুজও বুঝিতে হইবে। এই দ্বিভুজ-মুরলীধরই মহাপ্রভুর পরিচায়ক। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে সর্ব্বাগ্রে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ দেখাইলেন কেন? সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য দর্শন মাত্রেই মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই; মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব-প্রতিভা এবং অসাধারণ-শক্তি (অর্থাৎ কিছু ঐশ্বর্য্য) দেখিয়াই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অবধারিত করিলেন। বোধ হয় এজন্যই মহাপ্রভু অগ্রে তাঁহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মক-চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছেন। আবার স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে গৌররূপে প্রকটিত হইয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্যই পরে নিজের দ্বিভুজ-মুরলীধর মধুর রূপ দেখাইলেন। (১।৭।৫৮-৫৯ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ-রূপ" দ্রষ্টব্য।

**১৮৫।** প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের চিত্তে প্রভুর সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরিত হইল; তিনি তখন প্রভুর নাম-প্রেমদানাদিরূপ মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু; যতক্ষণ চিত্তে মলিনতা থাকে, ততক্ষণ ইহা স্ফুরিত হয় না; ভগবানের কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই ইহা স্ফুরিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত গর্ব্বরূপ মলিনতায় সার্ব্বভৌমের চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তিনি প্রভুর সাক্ষাতে থাকিয়াও প্রভুর তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই; এক্ষণে প্রভুর কৃপায় তাঁহার গর্ব্বাদি সমস্ত অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার চিত্তে ভগবত্তত্ত্ব স্ফুরিত হইল।

**১৮৭।** **শুনি**—সার্ব্বভৌমের কথিত স্তবের শ্লোক শুনিয়া আলিঙ্গনের উপলক্ষ্যে প্রভু সার্ব্বভৌমের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার করিলেন।

**১৮৮।** সার্ব্বভৌমের দেহে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকাশিত হইল। **থরহরি**—থর্ থর্ করিয়া কম্প।

দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥ ১৮৯
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি—।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি ? ॥ ১৯০
প্রভু কহে—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভাল মতে ॥ ১৯১
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল—॥ ১৯২
জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥১৯৩
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ-প্রচণ্ড ॥ ১৯৪
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজবাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯০। **সেই ভট্টাচার্য্যের**—যে ভট্টাচার্য্য শুষ্কজ্ঞানী ও তার্কিক ছিলেন, কলিতে ভগবানের কোনও অবতার আছে বলিয়াই যিনি স্বীকার করিতেন না, তাঁহার।

১৯৪। **তর্কশাস্ত্রে জড়**—তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে আমার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হইয়াছে, আমার হৃদয় লৌহবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে।

১৯৫। **ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে**—ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ-আচার্য্যদ্বারা মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভুকে আহার করাইলেন।

শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের সঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মিলন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনা ও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা অনেকাংশে একরূপ নহে। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—সার্ব্বভৌম প্রথমে প্রভুর ভগবত্তা স্বীকার করেন নাই ( ২।৬।৭৫-১০২ )। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রণাম করিলে প্রভু যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে প্রভু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ( ২।৬।৪৭-৪৮ )। প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম তুষ্ট হইয়াছিলেন ( ২।৬।৫৪ ) এবং প্রভুকে প্রকৃতি-বিনীত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তিনি মমত্ব-বুদ্ধিবশতঃ প্রীতিও পোষণ করিয়াছিলেন ( ২।৬।৬৮ )। প্রভুও সার্ব্বভৌমের প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ "সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন" বলিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ( ২।৬।৫৭-৯ )। এই তরুণ-সন্ন্যাসী এত অল্প বয়সে কিরূপে তাঁহার সন্ন্যাস রক্ষা করিবেন, ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম উদ্বিগ্নও হইলেন এবং প্রভুকে "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ" করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইবার সঙ্কল্পও করিলেন ( ২।৬।৭৩-৪ )। প্রভুর মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌমের প্রভুসম্বন্ধে এই ভাব দেখিয়া গোপীনাথ-আচার্য্য মনে খুব দুঃখ পাইলেন এবং প্রভুর ভগবত্ত্বা-স্থাপনের জন্য সার্ব্বভৌম ও তদীয় শিষ্যদিগের সহিত তর্ক-বিতর্কও করিলেন ( ২।৬।৭৬-১০১ )। ইহার পরে একদিন সার্ব্বভৌম তাঁহার সঙ্কল্প-অনুসারে প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ-সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল; স্বীয় মায়াবাদ-মতের প্রতিষ্ঠার জন্য সার্ব্বভৌম ছল-বিতণ্ডাদি অনেক উত্থাপিত করিলেন; কিন্তু প্রভু তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত ( ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক সিদ্ধান্ত ) স্থাপন করিলেন ( ২।৬।১১২-৬৪ )। প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন ( ২।৬।১৬ ); তখন প্রভু বলিলেন—সার্ব্বভৌম, বিস্মিত হইও না, আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের ভজন করেন ( ২।৬।১৬৬-৬৮ )।" একথা বলিয়া প্রভু "আত্মারাম"-শ্লোক উচ্চারণ করিলে সার্ব্বভৌম প্রভুর মুখে এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমকেই প্রথমে অর্থ করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য নয় প্রকার অর্থ করিলেন। তখন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ঐ শ্লোকেরই আঠার প্রকার নূতন অর্থ করিলেন। প্রভু-কৃত অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া "প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার" এবং প্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। প্রভুও কৃপা করিয়া তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ-রূপ দর্শন করান। এই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভু-পদতলে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন এবং উঠিয়া যোড়করে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের মন সম্পূর্ণরূপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিবর্ত্তিত হইল, প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল ( ১।৬।১৬৮-৮৮ )।

আর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা এইরূপ। নীলাচলে প্রভু "আত্মসঙ্গোপন করি আছে কুতূহলে।" একদিন তিনি নিভৃতে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু; তোমাতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান; তুমিই প্রেমভক্তি দিতে পার। তাই আমি এখানে আসিয়াছি; আমি তোমার শরণ নিলাম। যাতে আমার মঙ্গল হয়, যাতে আমি সংসার-কূপে পতিত না হই, দয়া করিয়া তুমি তাহাই করিবে।" "এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি। সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌর হরি॥ না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম। কহিতে লাগিলা সে জীবের যত ধর্ম্ম॥" প্রভুর ভগবত্ত্বাসম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের জ্ঞান ছিলনা; প্রভু কিভাবে উক্তরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। প্রভুকে জীবতত্ত্ব মনে করিয়া মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তোমার চিত্তে অপূর্ব্ব ভক্তির উদয় হইয়াছে; তোমার উপরে কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে। এ সমস্তই উত্তম। কিন্তু তুমি একটা কাজ ভাল কর নাই; সুবুদ্ধি হইয়া কেন তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে অহঙ্কার আসে, সন্ন্যাসী কাহাকেও নমস্কার তো করেনই না, কাহারও নিকটে যোড়হস্তও হন না; বরং যাঁহাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করা সঙ্গত, তাঁহাদের নমস্কার গ্রহণেও ভীত হন না। এসমস্ত আচরণ কিন্তু ভক্তিবিরোধী। 'ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।'—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের ( ১১।২৯।১৭ ) বিধান। সন্ন্যাসের আর একটী দোষ এই যে, সন্ন্যাসী নিজেকে নারায়ণ মনে করেন। গীতাশাস্ত্রমতে ( ৬।৬ ), যিনি নিষ্কাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, কেবল পোষাকে কেহ প্রকৃত সন্ন্যাসী হন না। যদি বল শ্রীপাদ শঙ্করও তো জীব ও ঈশ্বরে অভেদ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শঙ্করের মত নহে। "সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"—ইত্যাদি ষট্‌পদীস্তোত্রে শঙ্কর বলিয়াছেন—সমুদ্রেরই যেমন তরঙ্গ হয়, কখনও সমুদ্র যেমন তরঙ্গের হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরেরই জীব। তাই বলি, কেন তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে? যদি বল ভক্তিপথাবলম্বী মাধবেন্দ্র-পুরী-আদিও তো সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন? কিন্তু তাঁহারা তোমার মত প্রৌঢ়যৌবনে সন্ন্যাসী হন নাই। 'সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ বয়সে। গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥' এই বয়সে তোমার কিরূপে সন্ন্যাসে অধিকার জন্মিল? সন্ন্যাসের তোমার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তোমার প্রতি ভক্তির যে কৃপা হইয়াছে, 'যোগীন্দ্রাদি সবেরো দুর্ল্লভ সে প্রসাদ। তবে কেন করিয়াছ এমত প্রমাদ॥" সার্ব্বভৌমের মুখে এসকল ভক্তিযোগের কথা শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥' ইহার পর বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়াছেন—'প্রভু হই নিজদাসে মোহে হেন মতে। এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিব কেমতে॥' যাহাহউক, প্রভুর মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌমের উক্তরূপ কথা শুনিয়া 'হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া। না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া॥' ইহা প্রভুর কৌতুকের হাসি; কিন্তু মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ইহা প্রভুর একটী কৌতুক-রঙ্গ। 'হেনমতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।' যাহাহউক, ইহার পরেও প্রভুর কৌতুক-রঙ্গ চলিল। তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"ভাগবতের কোনও কোনও স্থানে আমার কিছু সন্দেহ আছে; তুমিই আমার সন্দেহের নিরসন করিবার যোগ্যতা ধারণ কর। তোমার মুখে ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা হয়।" কোন্‌স্থলে প্রভুর সন্দেহ, সার্ব্বভৌম তাহা জানিতে চাহিলেন। প্রভু "আত্মারাম"-শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করিয়া বলিলেন, 'ইহার অধিক অর্থ করার আমার আর শক্তি নাই।' ইহার পরে ঈষৎ হাস্য-সহকারে প্রভু বলিলেন—"এখন আমার ব্যাখ্যা শুন।" তাহা ঠিক হয় কিনা বিচার করিয়া দেখ।" প্রভুর "ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত। মনে ভাবে—এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লোকব্যাখ্যা করিতে করিতেই প্রভু ষড়্ভুজ-রূপ ধারণ করিয়া সহুঙ্কারে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, কি তোর বিচার। সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥ সন্ন্যাসী কি আমি, হেন তোর চিত্তে লয়। তোর লাগি এথা আমি হইনু উদয়॥" কোটীসূর্য্যময় অপূর্ব্ব ষড়ভুজ-রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রভুর হস্তস্পর্শে চেতনা লাভ করিয়া তিনি প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"হেনমতে করি সার্ব্বভৌমের উদ্ধার। নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার॥" ( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ )।

বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণিত কাহিনীর সহিত মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূরের বর্ণনার কোনও অংশেই মিল নাই। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত ঘটনা ঘটিয়াছিল—"নিভৃতে"; সুতরাং তাঁহার বর্ণনা অনুসারেই বুঝা যায়, মহাপ্রভুর তৎকালীন নীলাচল-সঙ্গী শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও উক্ত নিভৃত-আলোচনার সময়ে আলোচনাস্থলে ছিলেন না। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত প্রসঙ্গের একমাত্র সাক্ষী—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ব্যতীত—হইলেন সার্ব্বভৌম নিজে; তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বরূপদামোদরের নিকটে উক্ত প্রসঙ্গের কথা তিনি বলিয়া থাকিলে স্বরূপদামোদরের কড়চায়ও তাহার উল্লেখ থাকিত বলিয়া এবং দাসগোস্বামীও তাহা জানিতে পারিতেন বলিয়া—সুতরাং কবিরাজগোস্বামীও তাহা বর্ণন করিতেন বলিয়া—অনুমান করা যায়। কিন্তু কবিরাজ তাহা করেন নাই। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দ—স্বয়ং কবিরাজগোস্বামীও—শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা এবং আস্বাদন করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের আস্বাদনের বিষয় ছিল প্রভুর লীলার মাধুর্য্য এবং 'ভক্তিরস-প্রসঙ্গ। ভক্তিরস-রসিক বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সার্ব্বভৌম-প্রসঙ্গ-বর্ণনায় ভক্তিরসের যে অমৃত-মন্দাকিনী উচ্ছলিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে তাহা পরম-আস্বাদনীয়ই ছিল এবং ঐ বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর যে কৌতুক-রঙ্গের চিত্র বৃন্দাবনদাসঠাকুর প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের নিকট পরম-রমণীয় ছিল। সার্ব্বভৌমের মুখে ভক্তিপ্রসঙ্গের, সন্ন্যাসের অপকারিতার, ষট্‌পদী স্তোত্রের ভক্তিমুখী ব্যাখ্যার কোনও সমর্থন মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর, স্বরূপদামোদর, দাসগোস্বামী বা অপর কাহারও নিকট হইতে পায়েন নাই বলিয়াই হয়তো কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে সেই সমস্তের উল্লেখ করেন নাই এবং বেদান্ত-বিচারের প্রসঙ্গে সকলেরই সমর্থন আছে বলিয়া তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। এমনও হইতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত বেদান্ত-পাঠন-বেদান্ত-বিচারাদির ন্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত ভক্তিপ্রসঙ্গাদিও ঐতিহাসিক সত্য। রঙ্গিয়া-প্রভু হয়তো কৌতুক-রঙ্গ আস্বাদনের লোভে কোনও একদিন সার্ব্বভৌমকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদ্বারা ভক্তিপ্রসঙ্গাদি বর্ণন করাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমও প্রভুকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহার বৈষ্ণব-ভাবের পরিপুষ্টি সাধক ভক্তিপ্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রভুর সন্ন্যাস-রক্ষাসম্বন্ধে স্বীয় উদ্বিগ্নতাবশতঃ সন্ন্যাসের অপকারিতার কথাও বর্ণন করিয়াছেন। পরে একদিন হয়তো আবার প্রভুকে "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ" করাইবার উদ্দেশ্যে সার্ব্বভৌম প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করেন এবং এই বেদান্ত-পাঠনের পর্য্যবসান হয় বেদান্ত-বিচারে। মুরারিগুপ্তের মতে দ্বিজবৃন্দের সন্নিধানেই—নিভৃত স্থানে নহে—প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত-চিত্তে সার্ব্বভৌম স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর মত গ্রহণ করেন। কবিরাজগোস্বামী যেভাবে "আত্মারাম"-শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক। ভক্তিপ্রসঙ্গ বর্ণন করিতে করিতে ভক্তিরস-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া বৃন্দাবনদাসঠাকুর হয়তো শুষ্ক-নীরস-বেদান্ত-বিচার সম্বন্ধে অনুসন্ধানহীন হইয়াই তাহা আর বর্ণন করেন নাই। কবিরাজগোস্বামিকর্তৃক ভক্তিপ্রসঙ্গ বর্ণিত না হওয়ার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অথবা, বৃন্দাবনদাস বর্ণন করিয়াছেন বলিয়াই কবিরাজ তাহা পুনরায় বর্ণন করেন নাই।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতে বেদান্ত-পাঠন বা বেদান্ত-বিচার-সম্বন্ধে কোনও কথা না থাকাতে এবং সার্ব্বভৌমের মুখে কেবলমাত্র ভক্তিপ্রসঙ্গই বর্ণিত হওয়াতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, সার্ব্বভৌম প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিপথাবলম্বী ছিলেন, তিনি মায়াবাদী অদ্বৈত-বেদান্তী ছিলেন না। কিন্তু এই অনুমান বিচার-সহ নহে। সার্ব্বভৌম ভক্তিমার্গাবলম্বীই ছিলেন, মায়াবাদী ছিলেন না—এরূপ কথা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন নাই; বরং তিনি যে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীই ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উক্তি না হইলেও প্রচ্ছন্ন উক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়। "হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।" যিনি ভক্তির প্রতিকূল পন্থায় বিচরণ করেন, ভক্তিপথে আনয়নেই তাঁহার সম্বন্ধে উদ্ধার-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা। যিনি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিপথে আছেন, তাঁহার সম্বন্ধে উদ্ধার-শব্দ-প্রয়োগের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না। এই পরিচ্ছেদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারের টীকায় কবিকর্ণপূর এবং মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ হইতে কবিরাজগোস্বামীর উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন। ভূমিকায় "প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী"-শীর্ষক প্রবন্ধে কর্ণপূরের নাটক হইতে "যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতি র্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি। ১০।৫।"—ইত্যাদি যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর ন্যায়ই মায়াবাদী ছিলেন, প্রভুর কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া তিনি যে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, স্বীয়-বন্ধু প্রকাশানন্দকেও তদ্রূপ কৃতার্থতা লাভ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বে তিনি একবার কাশীতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত কবিকর্ণপূরের বাক্যব্যতীত তাঁহার নাটকেও আরও এমন কতকগুলি উক্তি দৃষ্ট হয়, যাহাহইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে মায়াবাদীই ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। এস্থলে দু'একটী বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। গোপীনাথাচার্য্যের মুখে—ঈশ্বরের কৃপাই ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায়,—একথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—(বিহস্য) জ্ঞাতং বৈষ্ণবোঽসি—"ও, বুঝিলাম, তুমি বৈষ্ণব!" তখন গোপীনাথও বলিয়াছিলেন—"যদ্যস্য কৃপা স্যাত্তদা ত্বমপি ভবিষ্যসি—ইঁহার (প্রভুর) কৃপা হইলে তুমিও (বৈষ্ণব) হইবে। নাটক। ৬।৪১।" সার্ব্বভৌম যদি তখনও বৈষ্ণব থাকিতেন, উল্লিখিত বাক্যগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তারপর, সদ্য নিদ্রোত্থিত সার্ব্বভৌম প্রভুপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ যখন স্নান-সন্ধ্যাদি না করিয়াই গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার ভৃত্যগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল—"আমাদের প্রভু যে-ভট্টাচার্য্য কখনও জগন্নাথের প্রসাদান্ন খায়েন নাই, তিনি আজ—ইত্যাদি। তদো অহ্মাণং ঈসলে ভট্টাচালিএ কহিম্পি পসাঅভত্তং ন খাএইসে ঈসলে উম্মত্তে বিঅ (ততোঽস্মাকম্ ঈশো ভট্টাচার্য্যঃ-কদাপি প্রসাদান্নং ন খাদিতঃ স ঈদৃশঃ উন্মত্ত ইব—ইত্যাদি।" পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণব হইলে তিনি মহাপ্রসাদ পূর্ব্বেও গ্রহণ করিতেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে কর্ণপূর তাঁহার নাটকে অন্যত্রও বলিয়াছেন—"বিনা বারীং বদ্ধো বনকরীন্দ্রো ভগবতা, বিনা সেকং স্বেষাং শমিত ইব হৃত্তাপদহনঃ। যদৃচ্ছাযোগেন ব্যরচি যদিদং পণ্ডিতপতেঃ কঠোরং বজ্রাদপ্যমৃতমিব চেতোঽস্য সরসম্॥—এই বন্য-হস্তি-রাজ বারী (হস্তিরন্ধনী-রজ্জু) ব্যতীতই বদ্ধ হইলেন; জলসেক-ব্যতীতই আমাদের হৃদয়ের তাপ প্রশমিত হইল; যেহেতু, ভাগ্যবশতঃ ভগবান্ এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌমের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হৃদয়কে অমৃতের ন্যায় সরস করিয়াছেন।" সার্ব্বভৌমের হৃদয় যে পূর্ব্বে ভক্তিকোমল ছিল না, এই উক্তি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন এবং এই বর্ণনা যে স্বরূপ-দামোদর, রঘুনাথদাসগোস্বামী আদিরও অনুমোদিত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না; কারণ, স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং দাসগোস্বামী আদির উক্তিই যে প্রভুর শেষলীলা-বর্ণনে কবিরাজের প্রধান অবলম্বন, তাহা তিনি নিজেই স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। সার্ব্বভৌম যে পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহার অকাট্য আর একটী প্রমাণ আছে। লক্ষ্মীধরের "অদ্বৈতমকরন্দ" অদ্বৈত-বেদান্তের একখানি প্রসিদ্ধ প্রকরণ-গ্রন্থ; সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের একটী টীকা লিখিয়াছেন; এই টীকাতে তিনি অদ্বৈত-বিরোধী মতের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত-মকরন্দের শুদ্ধিবিধান করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভক্তিপথাবলম্বী হইলে অদ্বৈত-মকরন্দের শুদ্ধিবিধান করিতে যাইতেন না। এই টীকার শেষ শ্লোকে সার্ব্বভৌম তাঁহার পিতা বিশারদকেও "বেদান্তবিদ্যাময়" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে॥ ১৯৬
পূজারী আনিঞা মালা-প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন-মালা পাইয়া প্রভু হর্ষ হৈলা॥ ১৯৭
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ ১৯৮
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হইল জাগরণ॥ ১৯৯
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্ফুটে কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঢ়িলা॥ ২০০
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন্।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন॥ ২০১
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিলা॥ ২০২
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান-সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥ ২০৩
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পঢ়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥ ২০৪

তথাহি পদ্মপুরাণে—
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শুষ্কমিতি। মহাপ্রসাদং ভগবদ্ভুক্তশেষং প্রাপ্তমাত্রেণ যেন তেন রূপেণ প্রাপণেন তৎক্ষণং ভোক্তব্যং অবশ্যং ভোজনীয়ং অত্র ভোক্তব্যে কালবিচারণা কালবিবেচনা ন কর্ত্তব্যা ইতি। কথম্ভূতং প্রসাদং শুষ্কং কঠিনং চিরকালোষিতং পর্য্যুষিতং বাপি দুর্গন্ধং বা দূরদেশতঃ বহুদূরদেশাদপি নীতং আনীতম্॥ শ্লোকমালা॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯৬। **আর দিন**—অন্য একদিন। **শয্যোত্থানে**—শয্যা হইতে উত্থান সময়ে।

১৯৭। **মালা প্রসাদান্ন**—জগন্নাথের প্রসাদী মালা এবং তাঁহার প্রসাদী অন্ন।

১৯৮। **ঘরে**—বাড়ীতে। **ত্বরাযুক্ত হৈয়া**—খুব তাড়াতাড়ি।

১৯৯। **অরুণোদয়কালে**—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড সময়কে অরুণোদয় বলে; সেই সময়েই প্রভু মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়াছিলেন। অথবা, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে; ঊষায়।

২০০। সার্ব্বভৌম স্পষ্টরূপে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। **স্ফুট**—স্পষ্টরূপে।

২০১। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই সার্ব্বভৌম সম্মুখে প্রভুকে দেখিতে পাইলেন; আর অমনি তাড়াতাড়ি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

২০২-৪। সার্ব্বভৌম সাক্ষাতে আসিতেই অঞ্চল হইতে মহাপ্রসাদান্ন খুলিয়া প্রভু তাঁহার হাতে দিলেন। সার্ব্বভৌম মাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন; তখনও তাঁহার দন্তধাবন করা হয় নাই, মুখ ধোয়া হয় নাই, প্রাতঃস্নান হয় নাই, প্রাতঃসন্ধ্যাও হয় নাই; এসব প্রাতঃকৃত্য না করিয়া কেহই—বিশেষতঃ সার্ব্বভৌমের ন্যায় আচারনিষ্ঠ কোনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই—সাধারণতঃ অন্নগ্রহণ করেন না; কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের কঠোরতা ও ভক্তিবিমুখতা দূরীভূত হইয়াছিল; তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে—স্মৃতির আচার অপেক্ষা ভক্তি-অঙ্গের স্থান অনেক উপরে; তাই প্রভু যখন তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন, তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া "শুষ্কং পর্য্যুষিতং" ইত্যাদি মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিলেন। **খুলি**—অঞ্চল হইতে খুলিয়া। **স্নান-সন্ধ্যা**—প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা। **দন্তধাবন**—দাঁতমাজা ও শয্যোত্থানের পর মুখধোয়া। **জাড্য**—জড়তা; ভক্তিতে অবিশ্বাস; ভক্তিধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া স্মৃতিবিহিত আচার-পালনের কঠোরতা। **চৈতন্যপ্রসাদে**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায়। **এই শ্লোক**—শুষ্কং পর্য্যুষিতং ইত্যাদি শ্লোক।

**শ্লোক। ১৬। অন্বয়।** শুষ্কং (শুষ্ক—শুষ্কই হউক), বা (অথবা) পর্য্যুষিতং অপি (বাসিও—বাসিই হউক), বা (কিম্বা) দূরদেশতঃ (দূরদেশ হইতে) নীতং (আনীত—আনীতই বা হউক) [মহাপ্রসাদান্নং] (মহাপ্রসাদান্ন)

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। | প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন দেশেতি। যস্যান্নস্য রন্ধনী স্বয়ং লক্ষ্মীঃ তস্য ভোক্তা স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ। তদ্ভুক্তশেষং দ্রুতং শীঘ্রং ভোক্তব্যং ভোজনীয়ং তত্র দেশাদীনাং নিয়মো নাস্তীতি হরিরব্রবীৎ॥ শ্লোকমালা॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাপ্তমাত্রেণ (প্রাপ্তিমাত্রেই—যখন পাওয়া যাইবে, কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎই) ভোক্তব্যং (ভোজনীয়—ভোজন করিতে হইবে); অত্র (এই বিষয়ে) কালবিচারণা (কোনও রূপ কালবিচার—সময়ের বিচার) ন (করিবে না)।

**অনুবাদ।** মহাপ্রসাদ—শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই (পঁচাই) হউক, কিম্বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক,—যখনই পাওয়া যাইবে, ঠিক তৎক্ষণাৎই ভোজন করিতে হইবে; এই বিষয়ে সময়াদির কোনওরূপ বিচার করিবে না। ১৬

মহাপ্রসাদ সাধারণ অন্ন নহে; ইহা চিন্ময় বস্তু; এজন্য ইহা যদি **শুষ্ক**—শুক্না হয় (ভোগের পরে অনেকক্ষণ খোলা-অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে রৌদ্রবাতাসে প্রসাদান্ন শুকাইয়া যায়); কিম্বা **পর্য্যুষিতং**—বাসি, পঁচা দুর্গন্ধ হয়; কিম্বা যদি **দূরদেশতঃ নীতং**—বহু দূরদেশ হইতে আনীতও হয় (দূরদেশ হইতে আনীত হইলে অপবিত্র স্থানের উপর দিয়াও আনা হইতে পারে, কিম্বা অস্পৃশ্য জাতির দ্বারা স্পৃষ্টও হইতে পারে; কিন্তু অপবিত্র স্থানের উপর দিয়া আনা হইলেও কিম্বা অস্পৃশ্য জাতিদ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও মহাপ্রসাদান্ন অপবিত্র বা অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না; কাজেই সেই প্রসাদান্নও) পাওয়া মাত্রেই—কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎই—**ভোক্তব্যং**—ভোজন করিতে হইবে। ইহাই বিধি (তব্য-প্রত্যয়ে বিধি সূচিত হইতেছে)। **নাত্র কালবিচারণা**—মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে কোনওরূপ সময়ের বিচার করিবে না; সকালে হউক, সন্ধ্যায় হউক, দিবায় হউক, রাত্রিতে হউক, স্নানের পর হউক বা পূর্ব্বে হউক, নিত্যকরণীয় সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাধা হওয়ার পূর্ব্বে হউক বা পরে হউক—যে কোনও সময়েই মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইবে, সেই সময়েই তাহা ভোজন করিতে হইবে।

**শ্লো। ১৭। অন্বয়।** তত্র (সেই বিষয়ে—মহাপ্রসাদ ভোজন বিষয়ে) দেশনিয়মঃ (স্থানাস্থানের নিয়ম) ন (নাই), তথা (এবং) কালনিয়মঃ (সময়াসময়ের নিয়মও) ন (নাই)। শিষ্টৈঃ (শিষ্ট বা সাধুব্যক্তিগণ কর্তৃক) প্রাপ্তং (প্রাপ্ত) অন্নং (মহাপ্রসাদান্ন) দ্রুতং (শীঘ্রই—প্রাপ্তিমাত্রেই) ভোক্তব্যং (ভোজনীয়—ভোজন করার যোগ্য); [ইতি] (ইহাই) হরিঃ (শ্রীহরি) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন)।

**অনুবাদ।** ইহাতে (এই মহাপ্রসাদ-ভোজন-বিষয়ে) দেশের (স্থানাস্থানের) নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই। (যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইবে, সেই স্থানে এবং সেই সময়েই) শিষ্টব্যক্তিগণ অনতিবিলম্বে তাহা ভক্ষণ করিবেন। স্বয়ং শ্রীহরি ইহা বলিয়াছেন। ১৭

**ন দেশনিয়মঃ**—পবিত্র স্থানই হউক, কি অপবিত্র স্থানই হউক; অপবিত্র স্থানেও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা যায়।

উক্ত শ্লোক দুইটী মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। মহাপ্রসাদ এতই পবিত্র যে, দেশ-কালাদির অপবিত্রতায় ইহা অপবিত্র হয় না; যে ব্যক্তি সামাজিক ভাবে অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য, তাহার বা অন্য কোনও অপবিত্র লোকের স্পর্শদোষেও মহাপ্রসাদ অপবিত্র হয় না। এমন কি কুকুরের উচ্ছিষ্ট হইলেও মহাপ্রসাদ অপবিত্র হয় না। এইরূপই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ সামাজিক বিধি-নিষেধের অতীত। শ্রীভগবানের অধরস্পর্শে চিন্ময়ত্ব লাভ করে বলিয়াই মহা-প্রসাদের এতাদৃশ মহিমা। কেহ কেহ বলেন—কেবল শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেই শ্লোক দুইটী কথিত হইয়াছে; জগন্নাথের মহাপ্রসাদসম্বন্ধেই দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার করিবে না—অপর মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির বিচার কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা বিচারসহ কথা নহে, সঙ্গত কথা নহে। শ্রীজগন্নাথ যেমন চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহ—বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথাদি, নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌরাঙ্গাদি, কিম্বা যে কোনও ভক্তের গৃহস্থিত যে কোনও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদিই তেমনই

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২০৫
দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দোঁহার স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন ॥ ২০৬
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ২০৭
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥ ২০৮
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহ ; এবং শ্রীজগন্নাথের উচ্ছিষ্টের ন্যায় তাঁহাদের উচ্ছিষ্টও চিন্ময় ও পবিত্র এবং তুল্যরূপ মহিমাসমন্বিত। সুতরাং জগন্নাথ ব্যতিরিক্ত অন্য ভগবদ্‌বিগ্রহের প্রসাদসম্বন্ধেও দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার খাটিতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদাদির সম্বন্ধে দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার করিতে গেলে মহাপ্রসাদের—এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদির—অবমাননা করা হইবে ; সুতরাং এরূপ আচরণ অপরাধজনক। যাঁহারা সামাজিক বিধি-নিষেধকেই ভক্তির উপরে স্থান দিয়া থাকেন, তাঁহারাই এইরূপ আচরণের দ্বারা মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পায়েন। আবার কেহ কেহ বলেন—শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন ; তাই শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ বিধি-নিষেধের অতীত। এই উক্তিও তুল্যরূপে অসঙ্গত এবং বিচারাসহ। পাচক বা পাচিকার পার্থক্যানুসারে পাচিত-অন্নের গুণাদির পার্থক্য হইতে পারে ; কিন্তু সেই অন্ন যখন শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন—জগন্নাথস্বরূপেই করুন, কি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই করুন, কোনও ধামস্থিত বিগ্রহরূপেই করুন, বা কোনও ভক্তের গৃহস্থিত বিগ্রহরূপেই করুন, যে স্বরূপেই হউক, শ্রীভগবান্ যখন সেই পাচিত অন্ন অঙ্গীকার করিবেন—তখনই তাহা চিন্ময় ও পরম পবিত্র হইয়া যাইবে ; বিভিন্ন স্বরূপে যেমন একই ভগবান্, তেমনই বিভিন্ন ভগবদ্‌বিগ্রহের উচ্ছিষ্টরূপে তুল্যমাহাত্ম্যযুক্ত একই মহাপ্রসাদ—তুল্যরূপেই দেশ-কাল-পাত্রাদিসম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের অতীত। শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবীই রন্ধন করেন—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, রন্ধনের পরে কিন্তু জগন্নাথের সেবক মানুষই সেই পাচিত অন্ন বহন করিয়া ভোগের নিমিত্ত জগন্নাথের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন ; মানুষের স্পর্শে শ্রীক্ষেত্রে যদি পাচিত অন্ন ভোগের অনুপযোগী না হয়, অন্যত্রই বা হইবে কেন? শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্যস্থানে ভগবান্ যে কোনও পাচিত-ভোগের দ্রব্য অঙ্গীকার করেন না, ইহা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তাহাই যদি হয়, তবে অন্য স্থানের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ন্যূন হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতুই দেখা যায় না। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম ॥ ৩।১৬।৫৪ ॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের যে কোনও রূপের উচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ। এই মহাপ্রসাদের অসাধারণ মাহাত্ম্যের হেতুর কথাও প্রভু জানাইয়া গিয়াছেন ; রন্ধনের বৈশিষ্ট্যই এই মাহাত্ম্যের হেতু নয় ; নিবেদিত বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হয় বলিয়াই ইহার এত মাহাত্ম্য। "এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হৈতে আইল। কৃষ্ণের অধরামৃত ইহঁা সঞ্চারিল ॥ ৩।১৬।৮৭ ॥ আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন। আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥ তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ৩।১৬।১০৪-৫ ॥" এই যে "আপনা বিনু অন্য স্বাদ করায় বিস্মারণ।"—ইহা তো ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরীদের কথা—"ইতর-রাগ-বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ বলিয়া উভয়ের অধরামৃতেরই সমান মাহাত্ম্য। কিন্তু "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে বৈষ্ণবে নামব্রহ্মণি। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব বর্ত্ততে।"

২০৫। দেখি—মহাপ্রসাদে সার্ব্বভৌমের শ্রদ্ধা দেখিয়া। মহাপ্রসাদে অচল অটল বিশ্বাস শুদ্ধাভক্তির অতি উচ্চস্তরের লক্ষণ ; সার্ব্বভৌমকে এই উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল।

২০৮-৯। প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন :—

"সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হওয়াতে আজি আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইল, আজ ত্রিভুবন জয় করিলাম এবং বৈকুণ্ঠলাভ করিলাম।" জগতের জীবগণকে শুদ্ধাভক্তি গ্রহণ করানই মহাপ্রভুর অভিলাষ ছিল ; সার্ব্বভৌম-

আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥ ২১০

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥ ২১১

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ভট্টাচার্য্য ছিলেন ভক্তি-বিরোধী, কুতার্কিক; তিনি আবার অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিতেন। এক্ষণে এইরূপ অদ্বিতীয়-পণ্ডিত ও অসামান্য প্রতিপত্তিশালী সার্ব্বভৌম যখন শুদ্ধাভক্তি গ্রহণ করিলেন (মহাপ্রসাদে বিশ্বাস শুদ্ধাভক্তির একটী লক্ষণ), তখন অন্যান্য প্রায় সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে উহা গ্রহণ করিবে; সুতরাং সার্ব্বভৌমকে প্রেমভক্তি লওয়ানেই প্রকারান্তরে জগতের জীবকে প্রেমভক্তি লওয়ান হইল। এই অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু বলিয়াছেন "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি যেমন দুর্লভ, জগতের জীবকে প্রেমভক্তি লওয়ানও তেমনি দুঃসাধ্য; কিন্তু সার্ব্বভৌমের প্রেমভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই আজ তাহা সুসাধ্য হইল।" কর্ণপূর বলেন, পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ গ্রহণই করিতেন না।

২১০। **নিষ্কপটে**—বেদধর্ম্ম-প্রাতঃসন্ধ্যাদি ত্যাগ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাতেই সার্ব্বভৌমের নিষ্কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে। **কৃষ্ণাশ্রয়**—কৃষ্ণই আশ্রয় বা একমাত্র শরণ যাঁহার; কৃষ্ণৈকশরণ। **কৃষ্ণ নিষ্কপটে**—শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমভক্তি না দিয়া মাত্র ভুক্তিমুক্তি আদি দিয়াই কোনও ভক্তের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহেন, তখনও সেই ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের দয়া প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু তাহা কৃষ্ণের কপট-দয়া; কারণ, যাহা দেওয়ার জিনিসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রেমভক্তি তিনি দিতেছেন না, তাহা লুকাইয়া রাখিতেছেন; এই লুকাইয়া রাখাই কপটতা। প্রেমভক্তি দিতেছেন না বলিয়া কৃষ্ণের কৃপাকে এস্থলে কপটতা বলা হইতেছে বটে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কপটতা নহে; যিনি যে বস্তু চাহেন, তাঁহাকে সে বস্তু না দিয়া, সেই বস্তু বলিয়া অপর বস্তু দিলেই কপটতা প্রকাশ পায়। যে ভক্ত প্রেমভক্তি চাহেন, কৃষ্ণ যদি তাঁহাকে প্রেমভক্তি না দিয়া ভুক্তিমুক্তিমাত্র দিয়াই বলেন যে—ইহাই প্রেমভক্তি, তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত কপটতা প্রকাশ পায়। ভুক্তিমুক্তি পাইয়াই যিনি সন্তুষ্ট, তিনি নিশ্চয়ই প্রেমভক্তি পাওয়ার যোগ্য নহেন; তাঁহাকে প্রেমভক্তি না দিয়া ভুক্তিমুক্তি দান করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণের কপটতা প্রকাশ পাইবে না; এস্থলে বাস্তবিক কপটতা ভুক্তিমুক্তিকামী ভক্তের; কারণ, ভজন বলিতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনা সূচিত হয়; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন—নিজের ভুক্তিমুক্তির নিমিত্ত—কেবল মাত্র প্রেমভক্তি বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত নহে—তাঁহার ভজন যে কপটতাময় তাহাতে সন্দেহ নাই; "কৈতব—আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিবিনা অন্যকামনা॥" ভক্তের এই কপটতাই ভগবানের কৃপায় প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে কপটতার আভাস দিয়া থাকে। অথবা, পরমকরুণ ভগবান্ সেই কপট-ভক্তকেও প্রেমভক্তি দিতে একান্ত ইচ্ছুক; কিন্তু ভক্তের ভজন কপটতাময় বলিয়া—প্রেমভক্তি গ্রহণে ভক্ত অযোগ্য বলিয়া—তিনি তাঁহাকে তাহা দিতে পারিতেছেন না। ভক্তকে তাহা দেখাইলে হয়তো ভক্ত তাহা চাহিয়া বসিবে, কিন্তু প্রেমভক্তির অযোগ্য বলিয়া তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন না; তাই ভগবান্—পায়সান্নপ্রার্থী অথচ ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন রুগ্ন সন্তানের নিকট হইতে মাতা যেমন পায়সপাত্র লুকাইয়া রাখেন, ভগবান্ও তদ্রূপ—সেই কপটভক্তের নিকট হইতে প্রেমভক্তি লুকাইয়া রাখেন বলিয়া তাঁহার কৃপাকে কপট-কৃপা বলা যায়। কিন্তু সার্ব্বভৌম কপট নহেন—তিনি ভুক্তিমুক্তি চাহেন না, সংসারে মান-সম্মান প্রতিপত্তি চাহেন না; যদি চাহিতেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসীদেরও গুরুস্থানীয় প্রামাণিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া স্নান-সন্ধ্যা না করিয়া—এমন কি প্রাতঃকৃত্য না করিয়াই—মহাপ্রসাদ মুখে দিতেন না; এরূপ আচরণে যে তাঁহার গ্লানি হইবে, তাহাও একবার ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না। তিনি চাহেন শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় তাঁহার ভজন—নিষ্কপট ভজন তাঁহার; তাই শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভাণ্ডারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা ছিল, সেই প্রেমভক্তি নিষ্কপটে তাঁহাকে দান করিলেন, কিছুই লুকাইয়া রাখিলেন না।

২১১। **আজি খণ্ডিল** ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি সদয় হওয়াতে ভগবৎ-তত্ত্ব তোমাতে স্ফুরিত

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদভক্ষণ ॥ ২১২

তথাহি ( ভাঃ—২।৭।৪১ )—
যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদি ন কোঽপি বিদন্তি তর্হি কথং মুচ্যেরন্ তৎকৃপয়ৈবেত্যাহ যেষামিতি দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ। তে চ যদি নিষ্কপটাশ্রিতচরণা ভবন্তি। তে দুস্তরামপি দেবমায়ামতিতরন্তি চকারাৎ মায়াবৈভবং বিদন্তি চ। অথেতি বা পাঠঃ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণমিত্যাহ নৈষামিতি। এষাং শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে ॥ স্বামী ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে ; এজন্যই তোমার দেহে আত্মবুদ্ধি এবং আত্মাতে দেহবুদ্ধি দুর হওয়ায় তোমার সর্ব্ববিধ বন্ধন দূর হইয়াছে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির কারণ অবিদ্যা বা মায়া ; ভগবানের কৃপায় ভগবত্তত্ত্ব স্ফুরিত হওয়ায় এবং অকপটে তাঁহার শরণ লওয়ায় আজ তোমার মায়ার বন্ধনও দূর হইল—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গীতা ।৭।১৪ ॥" এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোক।

**২১২। আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য** ইত্যাদি—কৃষ্ণকৃপায় মায়ার বন্ধনাদি ছিন্ন হওয়ায় এবং হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি স্ফুরিত হওয়ায় তোমার মন এখন অতি পবিত্র অবস্থায় আছে ; সুতরাং তোমার মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছে। **বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি**—স্নানসন্ধ্যা না করিয়া ভোজন করা বেদধর্ম্মে নিষিদ্ধ। সার্ব্বভৌম এই নিষেধ-বিধির লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াছেন ; ইহাতেই চিত্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে ; শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ একনিষ্ঠতা যখন জন্মে, তখনই ভক্তের মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম যে বিচারপূর্ব্বক বেদধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা নহে। শুদ্ধাভক্তির কৃপায় শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার ফলে তাঁহার বেদবিধি-ত্যাগ হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

**শ্লো। ১৮। অন্বয়।** স এব ( সেই ) অনন্তঃ ( অনন্ত ) ভগবান্ ( ভগবান্ ) যেষাং ( যাঁহাদিগকে ) দয়য়েৎ ( দয়া করেন ), তে চ ( তাঁহারা ) যদি ( যদি ) নির্ব্ব্যলীকং ( অকপট ভাবে ) সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ ( সর্ব্বপ্রকারে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করেন ) [ তে ] ( তাঁহারা ) দুস্তরাং ( দুস্তর ) দেবমায়াং ( দেবমায়া ) অতিতরন্তি ( অতিক্রম করিতে পারেন ) ; শ্বশৃগালভক্ষ্যে ( কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্যদেহে ) এষাং ( তাঁহাদের ) মম অহং ধীঃ ( আমার ও আমি—এইবুদ্ধি ) ন ( থাকে না )।

**অনুবাদ।** ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন—"সেই ভগবান্ অনন্ত যাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যদি অকপটহৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হন, তবেই তাঁহারা অতি দুস্তর-দৈবীমায়ার পারে গমন করিতে ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতেও পারেন ; তখন আর কুক্কুর ও শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদিগের 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মে না। ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে—"হে নারদ! তোমার অগ্রজ মুনিগণ এবং আমি স্বয়ং ব্রহ্মা ভগবানের মায়াশক্তির অন্ত জানিতে পারি নাই। সহস্রবদন অনন্তদেবও তাঁহার গুণ গান করিয়া অন্ত পান না।" একথা শুনিলে লোকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে—যদি কেহই তাহা জানিতে না পারে, তাহা হইলে কিরূপে লোক মায়ামুক্ত হইতে পারিবে? ইহার উত্তরেই বলিতেছেন—"যেষাং স এব ভগবান্" ইত্যাদি—সেই ভগবান্ যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহারাই মায়ামুক্ত হইতে পারেন ; অন্যে পারে না। সূর্য্য যেমন সকল স্থানেই সমানভাবে কিরণ বিতরণ করিতেছেন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও তো সকল জীবের প্রতি সমভাবে কৃপা বিতরণ করিতেছেন ; কারণ, ভগবানের তো পক্ষপাতিত্ব নাই, আর জীবনিস্তারের জন্যই তো তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা—

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে। | সেই-হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩।২।৫ ॥" তাহা হইলে সকল জীবই কি মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? না, সকলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না; যাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, তাঁহারা যদি **নির্ব্ব্যলীকং**—অকপটভাবে, সর্ব্ববিধ কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল অন্তঃকরণে **সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ**—সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হয়েন, সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা **দুস্তরা**—দুস্তরণীয়া, জীব নিজের চেষ্টায় কিছুতেই যাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না, এইরূপ **দেবমায়াং**—ভগবানের মায়া **অতিতরন্তি**—উত্তীর্ণ হইতে পারে। মায়াসমুদ্র পার হইতে হইলে দরকার দুইটী জিনিসের—প্রথমতঃ ভগবানের দয়া, দ্বিতীয়তঃ ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে অকপট আত্মসমর্পণ। ভগবানের দয়াব্যতীত আত্মসমর্পণের যোগ্যতাও জীব লাভ করিতে পারে না; সূর্য্যরশ্মির ন্যায় যেই দয়া নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে, এই দয়া সেই দয়া নহে; সেই দয়া দ্বারা আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে সকলেই আত্মসমর্পণ করিতে পারিত এবং সকলেই মায়ামুক্ত হইতে পারিত। জীবের আত্ম-সমর্পণের যোগ্যতাবিধায়িনী দয়া ভক্তযোগেই সাধারণতঃ প্রথমে প্রকাশিত হয়; মহৎকৃপারূপে ভগবৎকৃপা প্রথমে যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়, তিনিই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন; তাই এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"কেন লক্ষণেন তস্য দয়া জ্ঞাতব্যেত্যত আহ সর্ব্বাত্মনা জ্ঞানকর্ম্মাদিনিরপেক্ষতয়া নির্ব্যলীকং নিষ্কপটং নিষ্কামমিতি যাবৎ।—ভগবানের যে দয়া হইয়াছে, কোন্ লক্ষণে তাহা জানা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—নিষ্কপটভাবে এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিনিরপেক্ষভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয়ের চেষ্টা দ্বারাই ভগবৎ-কৃপার পরিচয় পাওয়া যাইবে।" ভগবৎকৃপা যখন কোনও মহতের ভিতর দিয়া মহৎ-কৃপারূপে কাহারও প্রতি প্রসন্ন হয়, তখনই সেই কৃপার প্রভাবে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিতে পারে; যখন দেখা যায় যে, এইভাবে কেহ আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে। আত্মসমর্পণের চেষ্টা দ্বারা জীব আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করে—এই চেষ্টা হইতেছে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন। ভজনের প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা—সমস্ত অনর্থ—যখন দূরীভূত হইবে, তখনই জীব ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই দুস্তরণীয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। শ্লোকে "অতিতরন্তি চ দেবমায়াং" এই বাক্যে যে **চ**-কার আছে, চক্রবর্ত্তিপাদ (এবং শ্রীজীবগোস্বামীও) বলেন—যাঁহারা ভগবৎকৃপায় ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা মায়াতো উত্তীর্ণ হনই, অধিকন্তু ভগবানের তত্ত্বও জানিতে পারেন, ইহাই **চ**-কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে। তাঁহারা যে মায়া উত্তীর্ণ হইলেন, তাহা কি লক্ষণে জানা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**এষাং শ্বশৃগালভক্ষ্যে** ইত্যাদি—কুক্কুর ও শৃগালের ভক্ষ্য এই যে মায়িক দেহ, এই দেহেতে তাঁহাদের আর "আমি-আমার জ্ঞান" থাকিবে না—এই দেহ আমার, কি এই দেহই আমি—ইত্যাদি বুদ্ধি তখন আর তাঁহাদের থাকিবে না; মায়াপাশ যাঁহাদের ছুটিয়া যায়, দেহ-দৈহিক বস্তুতে তাঁহাদের আর কোনওরূপ আসক্তি থাকে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২১০-১২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক; সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য নিষ্কপটে ভগবচ্চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন; ভগবান্‌ও নিষ্কপটে তাঁহাকে কৃপা করিয়া তাঁহার দেহাদিবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া দিলেন।

**২১৩। নিজ স্থানে**—নিজের বাসায়। **সেই হৈতে**—যে দিন স্নান-সন্ধ্যা না করিয়াই সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে। সেই দিন সার্ব্বভৌমকে "প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২।৬।২০৫ ॥" এই আলিঙ্গন-চ্ছলেই প্রভু তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে কৃপা করিয়াছিলেন; এই কৃপার ফলেই তাঁহার **খণ্ডিল অভিমান**—আমি জ্ঞানী, আমি পণ্ডিত, ইত্যাদি অভিমান ঘুচিয়া গেল।

চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান ॥ ২১৪
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরিহরি' বলি নাচে করতালি দিয়া ॥ ২১৫
আরদিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু-স্থানে ॥ ২১৬
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব-দুর্ম্মতি ॥ ২১৭
ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৮

তথাহি বৃহন্নারদীয়পুরাণে ( ৩৮।১২৬ )—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ১৯

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥ ২১৯
গোপীনাথাচার্য্য বোলে—আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য! তোমার সেই ত হইল ॥ ২২০
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে—।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২২১
তুমি মহাভাগবত,—আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১৪। সেই দিন হইতেই সার্ব্বভৌম একান্তভাবে প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন; এবং সেইদিন হইতেই তিনি সমস্ত শাস্ত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

২১৬। **চলিলা দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথের দর্শনে। তিনি শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্দিরে না গিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২১৭। **পূর্ব্ব দুর্ম্মতি**—প্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে যেরূপে শাস্ত্রের ভক্তিবিরোধী ব্যাখ্যা করিতেন, যেরূপে ভক্তিবিরুদ্ধ তর্কাদি করিতেন, তৎসমস্ত বিবরণ এক্ষণে প্রভুর নিকটে খুলিয়া বলিলেন।

২১৮। **ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ**—সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির বিবিধ অঙ্গের মধ্যে কোন্ অঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহা জানিবার জন্য সার্ব্বভৌমের বাসনা হইলে মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন যে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

এই উক্তির প্রমাণরূপে প্রভু নিম্নোদ্ধৃত হরের্নাম-শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন।

**শ্লো। ১৯। অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৭।৩ শ্লোকে এবং ১।১৭।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২১৯। **এই শ্লোকের অর্থ**—১।১৭।১৯-২২ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

২২০। **পূর্ব্বে যে কহিল**—এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২ এবং ১০০ পয়ারের উক্তি।

২২১। **তোমার সম্বন্ধে**—তোমার প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা এবং আমি তোমার আত্মীয় ( সম্বন্ধী ); তাই প্রভু আমাকে কৃপা করিয়াছেন; নতুবা, আমি তাঁহার কৃপালাভের যোগ্য নহি। অথবা, **তোমার সম্বন্ধে**—আমার সহিত তোমার কৃপার সম্বন্ধ আছে বলিয়া; তুমি আমাকে কৃপা করিয়াছ বলিয়া।

২২২। **তর্ক-অন্ধে**—তর্ক করিতে করিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছি অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি।

ভক্তের সহিত যাহার কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকে, তাহার প্রতিও যে ভগবানের কৃপা হয়, কুলীনগ্রামীদের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুলীনগ্রামবাসী শ্রীগুণরাজখান তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণরাজখানের এই উক্তির উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের নাথ ॥ তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দুর ॥ ২।১৫।১০১-২ ॥" অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়। শূকর

বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল—যাঞা করহ জগন্নাথ দরশন ॥ ২২৩
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২২৪
উত্তম-উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ-বিপ্র-হাতে দুইজনা সঙ্গে দিলা ॥ ২২৫
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি দিল জগদানন্দ-হাথে ॥ ২২৬
প্রভু-স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২২৭
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল ॥ ২২৮
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্ত্যে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২২৯

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ( ৬।৭৪ )

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২০ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৈরাগ্যেতি। য একঃ পুরাণঃ প্রধানঃ পুরুষঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগং শিক্ষার্থং বৈরাগ্য-বিধানং নিজভক্তিযোগমিতিদ্বয়ং লোকে উপদেশার্থং যঃ কৃপাম্বুধিঃ দয়াসমুদ্রঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী ভবতি তং চৈতন্যচন্দ্রং মৎপ্রভুমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমালা ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥ ১।১০।৮১ ॥" শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমও এস্থলে শ্রীপাদ গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিতেছেন—"তুমি মহাভাগবত, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রভু আমাকে কৃপা করিয়াছেন।"

২২৫। **নিজ বিপ্র হাতে**—নিজের ব্রাহ্মণের হাতে সেই মহাপ্রসাদ দিয়া। **দুইজনা** ইত্যাদি—জগদানন্দ ও দামোদর এই দুইজনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

২২৬। **নিজ দুই শ্লোক**—সার্ব্বভৌম নিজের কৃত ( নিম্নোদ্ধৃত ) দুইটী শ্লোক এক তালপত্রে লিখিয়া প্রভুকে দেওয়ার জন্য জগদানন্দের হাতে দিলেন।

২২৭। **প্রসাদ-পত্রী**—মহাপ্রসাদ এবং পত্রী অর্থাৎ যে তালপাতে উক্ত শ্লোক দুইটী লিখিত ছিল, তাহা। **তার হাতে**—জগদানন্দের হাতে।

২২৮। শ্লোক দুইটী পাঠ করিয়াই **মুকুন্দদত্ত** বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তালপত্রটী ছিঁড়িয়া ফেলিবেন; এজন্যই তিনি শ্লোক দুইটী রক্ষা করার জন্য **বাহির-ভিতে**—বাহিরের দেওয়ালের গায়ে লিখিয়া রাখিলেন এবং তাহার পরে তালপত্রটী জগদানন্দের হাতে ফিরাইয়া দিলেন; জগদানন্দ তখন তাহা প্রভুর হাতে দিলেন।

২২৯। **চিরিয়া ফেলিল**—নিজের স্তুতিসূচক শ্লোক বলিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। **ভিত্ত্যে**—দেওয়ালের গায়ে। **কণ্ঠে কৈল**—মুখস্থ করিল। মহাপ্রভুর গুণবর্ণনাসূচক উপাদেয় শ্লোক বলিয়া লোভবশতঃ ভক্তগণ ঐ শ্লোক-দুইটী মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। এই শ্লোক দুইটী চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ২০। অন্বয়।** যঃ ( যিনি—যে ) একঃ ( এক ) কৃপাম্বুধিঃ ( কৃপাসমুদ্র ) পুরাণঃ ( আদি ) **পুরুষঃ** ( পুরুষ ) বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং ( বৈরাগবিদ্যা এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী ( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ), তং ( তাঁহাকে ) অহং ( আমি ) প্রপদ্যে ( শরণ গ্রহণ করি )।

**অনুবাদ।** বৈরাগবিদ্যা ( বৈরাগ্যের বিধানাদি ) এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত যে করুণাসিন্ধু এক পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। ২০

গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত কথাবার্ত্তায় সার্ব্বভৌম প্রথমে মহাপ্রভুকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াও স্বীকার করেন নাই; মহাভাগবত মাত্র বলিয়াছিলেন ( ২।৬।৯২ )। প্রভুর কৃপা হওয়ায় এক্ষণে তিনি প্রভুকে **"একঃ পুরাণঃ পুরুষঃ"**

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২১ ॥

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কালাৎ কালদোষাৎ নষ্টং অপ্রচরদ্রূপং নিজং স্ববিষয়ং ভক্তিযোগং পুনঃ প্রাদুষ্কর্তুং সর্ব্বত্র প্রকটীকর্ত্তুং যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূতঃ প্রকটিতবান্। তস্য পাদারবিন্দে পাদকমলে চিত্তভৃঙ্গঃ গাঢ়ং গাঢ়ং অতিশয়ং যথা স্যাৎ তথা লীয়তাং লীনো ভবতু॥ শ্লোকমালা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছেন। **একঃ**—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়; একমেবাদ্বিতীয়ম্; অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। **পুরাণঃ পুরুষঃ**—আদিপুরুষ; সকলের আদি যিনি; সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহকে প্রকটিত করিয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ আদিপুরুষের দুইটী স্বরূপ আছে—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ; এস্থলে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই শ্লোকে বলা হইল। **শরীর**—বিগ্রহ, স্বরূপ। কি নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? **বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং**—বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **বৈরাগ্যবিদ্যা**—বৈরাগ্যবিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞান; বৈরাগ্যের বিধান; সন্ন্যাসীর আচরণ; প্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা শিক্ষা দিয়াছেন; কখনও তিনি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই; কখনও ভাল খাওয়া-পরা অঙ্গীকার করেন নাই; সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনবিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—এসমস্তই মোটামুটিভাবে বৈরাগ্যের বিধান। **নিজভক্তিযোগ**—নিজের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-বিষয়ে ভক্তিযোগ; কিরূপে শ্রীকৃষ্ণভক্তি করিতে হয়, প্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কেন তিনি জীবের জন্য এত সব করিলেন? তিনি **কৃপাম্বুধিঃ**—কৃপার সমুদ্র বলিয়াই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এরূপ করিয়া গিয়াছেন।

**শ্লো। ২১। অন্বয়।** কালাৎ (কালপ্রভাবে) নষ্টং (নষ্টপ্রায়—অপ্রচারিত) নিজং (স্ববিষয়ক) ভক্তিযোগং (ভক্তিযোগ) প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনরায় প্রকাশ করার নিমিত্ত) কৃষ্ণচৈতন্যনামা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক) যঃ (যিনি) আবির্ভূতঃ (আবির্ভূত হইয়াছেন), তস্য (তাঁহার) পাদারবিন্দে (চরণকমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (চিত্তরূপ ভ্রমর) গাঢ়ং গাঢ়ং (গাঢ়রূপে—অতিশয়রূপে) লীয়তাং (লীন—আসক্ত—হউক)।

**অনুবাদ।** কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় (অপ্রচারিত) স্ববিষয়ক-ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।২১

**কালাৎ নষ্টং**—কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায়। স্বয়ংভগবানের প্রাকট্যের নিয়ম এই যে "ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার॥ ১।৩।৪॥" এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কোনও এক কলিতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করিয়া ভক্তি-সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শেষ যেই সময়ে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কলি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় পূর্ব্বপ্রচারিত ভক্তিযোগ জগতে প্রায় লুপ্ত—অপ্রচারিত—হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার পুনরায় প্রচারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণ-কমলে স্বীয় চিত্তভৃঙ্গ যাহাতে গাঢ়রূপে লীন হইয়া থাকিতে পারে, তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণসেবা-রসে তাঁহার মন যেন ভরপুর হইয়া থাকে—ইহাই সার্ব্বভৌমের প্রার্থনা।

**২৩০। এই দুই শ্লোক**—পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক দুইটী; এই দুইটী শ্লোকই সার্ব্বভৌম তালপত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। **ভক্তকণ্ঠে রত্নহার**—উক্ত শ্লোক দুইটীকে ভক্তগণ রত্নহারের ন্যায় অতি যত্নে ও অতি আদরে কণ্ঠে ধারণ করেন অর্থাৎ অত্যন্ত যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন।

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥ ২৩১
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥ ২৩২
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ২৩৩

ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পঢ়িলা।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥ ২৩৪

তথাহি ( ভাঃ—১০।১৪।৮ )

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তস্মাদ্ ভক্তিরেব সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—তত্তেঽনুকম্পামিতি। সুসমীক্ষ্যমাণস্তব কৃপা কদা ভবিষ্যতীতি বহুমন্যমানঃ স্বার্জ্জিতং চ কর্ম্মফলমনাসক্তঃ সন্ ভুঞ্জান এব নাতীব তপ আদিনা ক্লিশ্যন্নেবং যো জীবেত স মুক্তৌ দায়ভাগ্ ভবতি ভক্তস্য জীবনব্যতিরেকেণ দায়প্রাপ্তাবিব মুক্তৌ নান্যদুপযুজ্যত ইতি ভাবঃ॥ স্বামী॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

**সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি**—ঘোর মায়াবাদী সার্ব্বভৌম যে ভক্তিমার্গের অতি উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই সার্ব্বভৌমের মহতী কীর্ত্তি; এই শ্লোক দুইটীই তাঁহার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও অদ্ভুত উন্নতির পরিচয় দিতেছে; তাই এই শ্লোক দুইটীই যেন তাঁহার সেই মহতী কীর্ত্তি সর্ব্বসাধারণ্যে **ঘোষে**—ঘোষণা করিতেছে **ঢক্কাবাদ্যাকারে**—যেন ঢাক বাজাইয়া; উচ্চনাদে ঘোষণা করিতেছে। যিনিই এই শ্লোক দুইটী পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—ভক্তিমার্গের কত উচ্চস্তরে সার্ব্বভৌম উঠিয়া গিয়াছিলেন।

২৩১। **ভক্ত একতান**—একান্ত ভক্ত; প্রভুতে অনন্যভক্তিসম্পন্ন। পরবর্ত্তী পয়ারে তাঁহার একতানতা দেখাইতেছেন।

২৩৪। **দুই অক্ষর**—ভাগবতের মূল-শ্লোকের শেষ-চরণে "মুক্তিপদে" শব্দ আছে; সার্ব্বভৌম "মুক্তি"-শব্দের অক্ষর দুটী পরিবর্ত্তিত করিয়া "মুক্তি-পদের" স্থলে "ভক্তিপদে" শব্দ পাঠ করিলেন। "মুক্তি" এই দুই অক্ষরের পরিবর্ত্তে "ভক্তি" এই দুই অক্ষর পাঠ করিলেন।

**শ্লো। ২২। অন্বয়।** তৎ ( অতএব ) যঃ (যে ব্যক্তি) তে ( তোমার ) অনুকম্পাং (অনুগ্রহ) সুসমীক্ষ্যমাণঃ ( কবে ভগবানের কৃপা হইবে, এইরূপ—প্রতীক্ষা করিয়া ) আত্মকৃতং ( স্বকৃত—নিজের উপার্জ্জিত ) বিপাকং ( কর্ম্মফল ) ভুঞ্জান এব ( ভোগ করিতে করিতে ) হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ ( কায়মনোবাক্যদ্বারা ) তে ( তোমাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) বিদধন্ ( করিয়া ) জীবেত ( জীবিত থাকে ), সঃ (সেইব্যক্তি) ভক্তিপদে (ভক্তিপদে) দায়ভাক্ (দায়ভাগী)।

**অনুবাদ।** ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—( যেহেতু ভক্তিভিন্ন তোমার মহিমাকে বা তোমাকে অবগত হওয়া যায় না ) অতএব যে ব্যক্তি—কবে ভগবানের কৃপা হইবে—এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার ( তোমার ভজনাদি ) করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই ভক্তিপদে দায়ভাগী হইয়া থাকেন। ২২

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—যখন ভক্তিব্যতীত অন্য কোনও সাধনেই তোমাকে পাওয়া যায় না, তখন ভক্তিই একমাত্র কর্ত্তব্য। কিরূপভাবে ভক্তি করা কর্ত্তব্য? কিরূপ ভক্ত ভগবান্‌কে পাইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি **তে অনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ**—তোমার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া, কত দিনে তোমার কৃপা হইবে, এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া, অনাসক্তভাবে স্বকৃত **বিপাকং**—বিবিধ কর্ম্মফল, নিজের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ নির্ব্বিকারচিত্তে **ভুঞ্জান এব**—ভোগ করিতে থাকেন এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে কায়মনোবাক্যে তোমার নমস্কারাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন, তিনিই **ভক্তিপদে**—ভক্তিবিষয়ে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**দায়ভাক্**—দায়ভাগী হইয়া থাকেন। দায়-অর্থ—পৈত্রিকসম্পত্তি; সেই পৈত্রিকসম্পত্তিতে যাঁহার অধিকার আছে, তিনি হইলেন দায়ভাক্ বা দায়ভাগী। সন্তানের যাহা উপকারে লাগিবে, তাহাই পিতা পুত্রের জন্য রাখিয়া থাকেন; তাহাই সন্তানের দায় এবং সেই বস্তুতেই সন্তান দায়ভাগী; সেই সম্পত্তিতে দায়ভাগী হইতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে জীবিত থাকিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ পিতার শাসনাদি সমস্তই পিতার কৃপার চিহ্নরূপে অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তৃতীয়তঃ পিতার তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। এই তিনটী কার্য্য করিতে পারিলেই সন্তান পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারে। ভক্তের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্‌ও সঞ্চিত করিয়া রাখেন স্ববিষয়ক-ভক্তি; সেইভক্তিই যদি ভক্ত পাইতে চাহেন, তাহাহইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ভক্তকে সেই কয়দিন—নিজের কৃত কর্ম্মের ফল—সুখদুঃখ—তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানেরই দেওয়া জিনিসরূপে অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে,—ভোগ করিতে হইবে, এবং তৃতীয়তঃ ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করিতে হইবে অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; এসমস্ত করিতে পারিলেই—পৈত্রিক দায় বা পৈত্রিক-সম্পত্তি যেমন পুত্রে আসে, তদ্রূপ ভক্তিসম্পত্তিও তাদৃশজীবন-যাত্রানির্ব্বাহকারী ভক্তের নিকট আসিয়া থাকে। ইহাই দায়ভাক্ শব্দের তাৎপর্য্য।

ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্—এই বাক্যটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিপাক অর্থ—কর্ম্মের বিসদৃশ ফল (মেদিনী)। সংসারে আমাদিগকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়—শারীরিক দুঃখ এবং মানসিক দুঃখ। অনেক সময় আমরা মনে করি, আমাদের এই দুঃখের জন্য অমুক অমুক দায়ী—স্ত্রী দায়ী, পুত্র দায়ী, ভ্রাতা-ভগিনী দায়ী, পুত্রবধূ দায়ী, প্রতিবেশী দায়ী, বা আত্মীয়-স্বজন দায়ী। বস্তুতঃ দায়ী ইঁহারা কেহই নয়; দায়ী আমি নিজে, আমার ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাকে ভোগ করিতে হইবেই। এই কর্ম্মফল অনেক সময় অন্য লোককে উপলক্ষ্য বা আশ্রয় করিয়া আসে; এই অন্য লোক আমার কর্ম্মফলের বাহক মাত্র, হেতু নহে। হেতু আমি নিজে। যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বা প্রতিবেশীর মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি, আমার কর্ম্মফলই আমাকে তাহাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাদের কর্ম্মফলও আমাকে তাহাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে—পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের কর্ম্মভল-ভোগের আনুকূল্যার্থ। আমার উপার্জ্জিত কর্ম্মের ফল সুখরূপে যেমন আসে, দুঃখরূপেও তেমনি আসে—তাহাদিগের যোগে। বাহনকে দোষী করিয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতি—তাতে নূতন একটী কর্ম্ম করা হয়, যাহার ফল ভবিষ্যতে আবার আমাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং "আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিতেছি, এজন্য আমি নিজেই দায়ী, অপর কেহ দায়ী নহে।"—এইরূপ মনে করিয়া চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করার চেষ্টা করাই সঙ্গত; বিশেষতঃ সাধকের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। যাহাদিগকে আমরা আমাদের দুঃখের জন্য দোষী মনে করি, তাহারা দোষী তো নহেই, বরং আমাদের উপকারী—এইরূপ মনে করাই উচিত। উপকারী কেন বলা হইতেছে, তাহার হেতু এই। আজই হউক, কি দু'দিন পরেই হউক, কর্ম্মফল তো আমাকে ভোগ করিতেই হইবে; যতদিন ভোগ না করা হয়, তত দিন আমার একটা বোঝা-রূপেই তাহা জমা থাকিবে; যে লোকের বাহনে সেই কর্ম্মফলটী আমার সাক্ষাতে আসিয়া উপনীত হইল, সেই লোক আমার এই বোঝাটীকে অপসারিত করার আনুকূল্য করিতেছে, তাই আমার উপকারী। এইরূপ মনে করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করার চেষ্টা যদি করা যায়, তাহা হইলে মনের স্থৈর্য্যও রক্ষিত হইতে পারে, নূতন কোনও কর্ম্মের ফাঁদেও পড়িতে হয় না; অধিকন্তু ভবিষ্যতের চিন্তায়ও ব্যাকুল হইতে হয় না। কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যতের জন্য আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছি, ভগবান্ আপনা হইতেই তাহা পাঠাইয়া দিবেন; যেহেতু, তিনিই কর্ম্মফলদাতা। তজ্জন্য আমার ভাবনার কোনও প্রয়োজন নাই। "ঐহিকামুষ্মিকী চিন্তা নৈব কার্য্যা কদাচন। ঐহিকং তু সদাভাব্যং পূর্ব্বাচরিতকর্ম্মণা॥ আমুষ্মিকং তথা কৃষ্ণঃ স্বয়মেব করিষ্যতি॥ পদ্ম পু, পা, ৫১।২৬-২৭॥" আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে "ভুঞ্জান এব বিপাকম্"—ইত্যাদি বাক্যে এইরূপই ব্রহ্মার অভিপ্রায়।

প্রভু কহে—'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পঢ়—কি তোমার আশয় ? ॥২৩৫
ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি-ফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৩৬
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৩৭
সেই-দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে—যেই করে ভক্তি ॥ ২৩৮
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার—।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥২৩৯
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৫। প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! মূলশ্লোকে তো মুক্তিপদে-পাঠ আছে; তুমি ভক্তিপদে-পাঠ বলিতেছ কেন ?" **মুক্তিপদ**—মুক্তিরূপ পদ (বস্তু), মুক্তি। পদ-শব্দের একটী অর্থ বস্তু (অমরকোষ)। সার্ব্বভৌম মুক্তি-অর্থেই এই শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩৬। **মুক্তি নহে ভক্তি-ফল**—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফল মুক্তি নহে। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—ভগবানের কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনাসক্ত-চিত্তে বিষয় ভোগ করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে নমস্কার করিয়া অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানের নিকট হইতে দায়াধিকাররূপে জীব যে ফল লাভ করে, তাহা মুক্তি নহে, তাহা ভক্তি। উল্লিখিত ভাগবতের শ্লোকের মর্ম্মানুযায়ী নিয়মে জীবন-ধারণের ফল মুক্তি নহে, উহার ফল ভক্তি; এজন্যই আমি "ভক্তিপদে" পাঠ করিয়াছি। যাহারা ভগবদ্বিমুখ, যাহারা ভগবানের ভক্তি করে না, ভগবান্ তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন; ইহা তাঁহার অনুগ্রহ নহে, ইহা দণ্ড-বিশেষ। কারণ, মুক্তি লাভ করাতে তাহারা ভগবৎসেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। যাহাতে সুখ বা আনন্দ নাই, তাহা দণ্ড ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? (মুক্তি বলিতে এখানে সাযুজ্য-মুক্তিকেই বুঝাইতেছে)।

২৩৭-৮। প্রথমতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করে না, পরন্তু প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলিয়া মনে করে, দ্বিতীয়তঃ যাহারা শিশুপালাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণলীলাদিকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করে, ও শ্রীকৃষ্ণের গুণকেও দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত জীব মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি করে—এই দুই শ্রেণীর জীবের প্রতি দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ভগবান্ তাহাদিগকে ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি দিয়া থাকেন; এই দুই শ্রেণীর ভগবদ্দ্বেষী জীবের স্বকর্ম্মের ফলই মুক্তি; কিন্তু যাহারা ভগবানে ভক্তি করে, তাহাদের কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে, তাহাদের কর্ম্মের ফল ভক্তি বা প্রেম। **ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি**—যে মুক্তিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া যায়।

**সত্য**—নিত্য; সচ্চিদানন্দময়। **নিন্দাযুদ্ধাদিক**—নিন্দা ও যুদ্ধাদি।

২৩৯। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির বিবরণ ১।৩।১৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৪০। যদি বল, কোন কোন ভক্ত ত সালোক্যাদি-মুক্তি অঙ্গীকার করেন; তবে ভক্তির ফল মুক্তি না হইল কিরূপে ? তাহার উত্তর বলিতেছেন:—**সালোক্যাদি চারি**—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, ও সার্ষ্টি এই চারি প্রকার মুক্তি যদি সেবাদ্বার হয়, অর্থাৎ ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য (সহায়তা) করে, তবে কদাচিৎ কোনও ভক্ত এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি অঙ্গীকার করেন। সালোক্যাদি মুক্তি দুই প্রকার; এক প্রকারে সুখ এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে; ভক্ত এই প্রকারের মুক্তি চাহেন না। দ্বিতীয় প্রকারে প্রেমসেবাই প্রধান উদ্দেশ্য; কোন কোন ভক্ত এই প্রকারের সেবা অঙ্গীকার করেন; কারণ, ইহাতে সেবার অবকাশ আছে। ১।৩।১৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৪১
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৪২

তথাহি ( ভাঃ ৩।২৯।১৩)—
সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৩

প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ'-শব্দে—সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥ ২৪৩
মুক্তি পদে যার—সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
নবমপদার্থ-মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয় ॥ ২৪৪
দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি ?।
সার্ব্বভৌম কহে—ও-শব্দ কহিতে না পারি ॥২৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

২৪১। **হয় ঘৃণা ভয়**—ভগবদ্‌বিদ্বেষী দৈত্যেরাও ইহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে এবং ইহাতে সেবাসুখ নাই বলিয়া ঘৃণা এবং সেব্য-সেবকভাব বিলুপ্ত হইবে বলিয়া ভয়।

**নরক বাঞ্ছয়ে**—নরকে অসহনীয় যাতনা ভোগ করার সময়েও কদাচিৎ ভগবৎ-স্মৃতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া এবং নরকভোগের অবসানে আবার ভক্তিধর্ম্ম যাজনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া নরকও বাঞ্ছা করে, কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা ইচ্ছা করে না।

২৪২। সাযুজ্য দুই প্রকার; ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। **ব্রহ্ম-সাযুজ্য**—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয়। **ঈশ্বর-সাযুজ্য**—সাকার ভগবানে লয়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে—মুক্ত ( ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত ) জীবগণও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিতে পারেন"—এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—ভক্তি-বাসনা থাকিলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবও পরে ভক্তিলাভ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবের সে সম্ভাবনা নাই; এজন্য ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার দিয়াছেন। ১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**শ্লো ২৩। অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৪।৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৪৩। "তত্তেঽনুকম্পাং"-ইত্যাদি মূলশ্লোকস্থ "মুক্তিপদে"-শব্দের অর্থ সাযুজ্যমুক্তি মনে করিয়াই সার্ব্বভৌম "মুক্তিপদে"-স্থলে "ভক্তিপদে"-পাঠ বলিয়াছেন; ইহাই সার্ব্বভৌমের উক্তির মর্ম্ম। প্রভু বলিলেন—সার্ব্বভৌম! তোমার পাঠ বদলাইবার দরকার ছিল না; মুক্তিপদে-শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে; মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ "সাক্ষাৎ-ঈশ্বর" ও হইতে পারে। **আর অর্থ**—অন্য অর্থ; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য অর্থ।

২৪৪। মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ যে "ঈশ্বর" হইতে পারে, তাহা দেখাইতেছেন। **মুক্তিপদে যার** ইত্যাদি—মুক্তি যাঁহার পদে (চরণে) অর্থাৎ যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে মুক্তি পাওয়া যায়; অথবা, মুক্তি যাঁহার পদ ( চরণকে ) আশ্রয় করিয়াছে, তিনিই মুক্তিপদ। উভয় অর্থেই মুক্তিপদ-শব্দে সাক্ষাৎ-ঈশ্বরকে বুঝাইল; এই এক অর্থ। আরও একরূপ অর্থ করিতেছেন, **"নবম পদার্থ"** ইত্যাদি দ্বারা। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে (যাহা আদি ২য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে, ১৫শ শ্লোক) দশটি পদার্থের উল্লেখ আছে; ইহাদের নবমটী "মুক্তি" এবং দশমটী "আশ্রয়"; অর্থাৎ দশম পদার্থটী হইল প্রথমোক্ত নয়টী পদার্থের আশ্রয়; এই আশ্রয়-পদার্থটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; "মুক্তিপদ"-শব্দের অন্তর্গত "পদ" শব্দের অর্থ "আশ্রয়"; আর "মুক্তি" হইল উক্ত নবম পদার্থ; সুতরাং মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ হইল "মুক্তির আশ্রয় যিনি" অর্থাৎ ভগবান্।

**সমাশ্রয়**—সম্যক্‌রূপে আশ্রয়; এই স্থলে "পদ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সমাশ্রয়"।

অন্বয়:—মুক্তি পদে যাঁর, তিনি মুক্তিপদ; কিম্বা, নবম পদার্থ মুক্তির সমাশ্রয় যিনি, তিনি মুক্তিপদ।

২৪৫। **দুই অর্থে**—মুক্তি পদে বা চরণে যাঁহার এবং মুক্তির পদ বা আশ্রয় যিনি, এই দুই অর্থই কৃষ্ণকে ...ং তুমি পাঠ বদলাও কেন? **ও-শব্দ**—ঐ শব্দ অর্থাৎ মুক্তি-শব্দ। "কহিতে না পারি" স্থলে "সহিতে না ... দৃষ্ট হয়।

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহনে না যায়॥ ২৪৬
যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের পঞ্চ মুক্ত্যে বৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্য প্রতীতি॥ ২৪৭
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥ ২৪৮
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২৪৯
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥ ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**২৪৬। তোমার অর্থ**—তোমার কৃত দুই রকম অর্থ। **এই শব্দে**—মুক্তি-পদ-শব্দে। যদ্যপি তোমার কৃত দুই রকম অর্থেই মুক্তিপদ-শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়, তেমনি আবার সাযুজ্য-মুক্তিকেও বুঝাইতে পারে; সুতরাং এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করিলে পাছে কেহ ঈশ্বর না বুঝিয়া সাযুজ্যমুক্তি বুঝে, এই আশঙ্কায় "মুক্তিপদ" না বলিয়া "ভক্তিপদ" বলিয়াছি।

**আশ্লিষ্যদোষ**—যাহাতে একাধিক বিভিন্ন অর্থ বুঝায় এইরূপ দোষ। এই আশ্লিষ্যদোষ "মুক্তিপদ"-শব্দে কিরূপে হইল, তাহা পরের পয়ারে দেখাইতেছেন। কোন কোন গ্রন্থে 'আশ্লিষ্যদোষে'র স্থলে "অশ্লীল শব্দ" পাঠ আছে। এরূপ স্থলে "অশ্লীল" অর্থ "নিন্দনীয়।"

**২৪৭। পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি**—পাঁচ রকমের মুক্তিতেই বৃত্তি বা অর্থ। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—মুক্তিশব্দের এই পাঁচ রকম বৃত্তি। **রূঢ়ি বৃত্তি**—"মুক্তি" বলিতে সালোক্যাদি পাঁচ প্রকার মুক্তিকে বুঝায় সত্য, কিন্তু "মুক্তি" কথা শুনামাত্র প্রথমতঃ সাযুজ্যমুক্তির কথাই মনে হয়।

প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির অপেক্ষা না রাখিয়া কোনও শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে ঐ শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বা রূঢ়ার্থ বলে। যেমন, প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিবেচনা করিলে "মণ্ডপ"-শব্দের অর্থ হয়—"যে মণ্ড পান করে"; কিন্তু "মণ্ডপ"-শব্দ ব্যবহারতঃ মণ্ডপানকারীকে বুঝায় না—বুঝায় এক রকম ঘরকে; এস্থলে মণ্ডপ-শব্দের অর্থ যে ঘর-বিশেষ হইল, ইহা মণ্ডপ-শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বা রূঢ়ার্থ; মণ্ডপ-শব্দ শুনামাত্র মণ্ডপ নামক ঘরের কথাই আমাদের মনে হয়। তদ্রূপ মুক্তি-শব্দ শুনিলে সাধারণতঃ সাযুজ্যমুক্তির কথাই মনে হয়—যদিও মুক্তিশব্দে পাঁচ রকমের মুক্তিকেই বুঝায়। এজন্য সাযুজ্যমুক্তি হইল মুক্তিশব্দের রূঢ়ার্থ। মণ্ডপ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের সঙ্গে মণ্ডপ-ঘরের কোনও সম্বন্ধই নাই; কিন্তু মুক্তি-শব্দের প্রকৃত অর্থ পাঁচ রকমের মুক্তির সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তির একটা সম্বন্ধ আছে—ইহা পাঁচ রকমেরই অন্তর্গত এক রকমের মুক্তি; সুতরাং মণ্ডপ-শব্দের রূঢ়ার্থে ও মুক্তি-শব্দের উল্লিখিত রূঢ়ার্থে একটু পার্থক্য আছে। "পঙ্কজ" বলিতে পদ্মকে বুঝায়; কিন্তু পঙ্কজ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হইল—যাহা পঙ্কে জন্মে; পদ্ম ব্যতীত শালুকাদি অনেক জিনিসই পঙ্কে জন্মে; কিন্তু পঙ্কজ-শব্দে—পঙ্কে যত জিনিস জন্মে, তাহাদের সকলকে না বুঝাইয়া কেবল একটীকে—পদ্মকে—বুঝায়; এই জাতীয় অর্থকে যোগরূঢ়ার্থ বলে; মুক্তি-শব্দের সাযুজ্যমুক্তি অর্থও এই জাতীয় যোগরূঢ়ার্থ—পাঁচ রকমের মুক্তিকে না বুঝাইয়া কেবল এক রকমের মুক্তিকে বুঝায় বলিয়া।

"পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি" স্থলে "হয় পঞ্চ বৃত্তি" পাঠও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

**২৪৮। ঘৃণা ত্রাস**—ঘৃণা ও ভয় পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উল্লাস**—আনন্দ।

**২৫০।** অন্বয়—যে (সার্ব্বভৌম) ভট্টাচার্য্য মায়াবাদ (-ভাষ্য) (নিজে) পড়েন এবং (অপরকে) পড়ান, তাঁহার (মুখে) এইরূপ বাক্য স্ফুরিত হয়—ইহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যপ্রসাদ (ব্যতীত আর কিছুই নহে)।

মায়াবাদের চর্চ্চা করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য সাযুজ্যমুক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেন, ভক্তির সাধ্যত্ব স্বীকারই করিতেন না; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় তাঁহার এমনই পরিবর্ত্তন হইল যে, সাযুজ্যমুক্তির প্রাধা
তো দূরে, মুক্তি-শব্দই তিনি শুনিতে ভালবাসেন না; অথচ ভক্তি-শব্দ শুনিতে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হই

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহো চিনিতে না পারে ॥ ২৫১
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৫২
কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সভে প্রভুপদে আসি ॥ ২৫৩
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ॥ ২৫৪
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥ ২৫৫
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥ ২৫৬
জ্ঞানকর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥ ২৫৭
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**২৫১-২। স্পর্শমণি**—এক রকম মণি আছে, যাহার স্পর্শে লোহা সোণা হইয়া যায়; এই মণিকে স্পর্শমণি বলে। দেখামাত্রে কেহই স্পর্শমণিকে স্পর্শমণি বলিয়া চিনিতে পারে না; ইহার স্পর্শে কোনও লোহাকে সোণা হইতে দেখিলে তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা স্পর্শমণি। তদ্রূপ, দৃষ্টিমাত্রে অনেকেই মহাপ্রভুকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারে নাই; পরে যখন দেখিল যে, প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের ছায় ঘোর মায়াবাদী ভক্তি-বিরোধী ব্যক্তিও এরূপ ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হইলেন যে, তিনি মায়াবাদের প্রতিপাদ্য মুক্তি-শব্দই শুনিতে পারেন না, তখন সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল যে, মহাপ্রভু স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন; কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহারই কুতর্কনিষ্ঠ-মায়াবাদী সার্ব্বভৌমকে এইরূপ বৈষ্ণব করিবার শক্তি থাকিতে পারে না; যেমন স্পর্শমণি ব্যতীত অপর কিছুই লৌহকে সোণা করিতে পারে না।

**২৫৭। জ্ঞানকর্ম্মপাশ**—জ্ঞান-কর্ম্মরূপ বন্ধন। **হয় বিমোচন**—মুক্ত হয়। জ্ঞান-কর্ম্মাদির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। **অচিরাতে**—শীঘ্র।